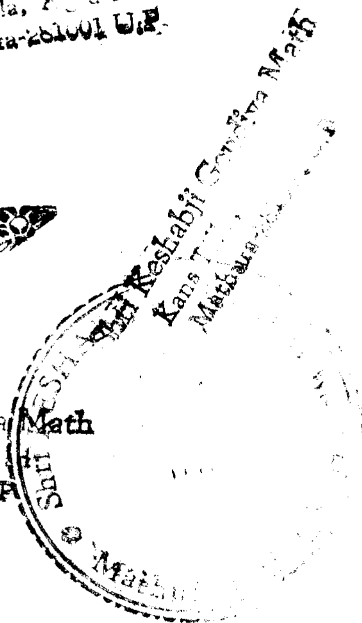
গোবিন্দ দাসের পদাবলী





গোবিন্দদাসের পদাবলী

মানভঞ্জন, সুবল-সংবাদ, মাথুর, জন্মাষ্টমী, কলঙ্কভঞ্জন, মানলীলা,
দানলীলা, কৃষ্ণকালী-লীলা, মুক্তালতা, নিমাই-সন্ন্যাস
প্রভৃতি পালা সম্বলিত পদাবলী।

—প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

৯৮নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

১৩৫৩ সাল]

মূল্য ১.৫০ পয়সা

[ষষ্ঠ সংস্করণ

দাম—দেড় টাকা—মাত্র

Published by :—Purna Chandra Ghosh
Sulav Library.
•98 Nimu Gossain's Lane, CALCUTTA.

Printed by :— PURNACHANDRA GHOSH
ASHUTOSH PRINTING WORKS
98, Nimugossain's Lane, CALCUTTA.

গোবিন্দ দাস অধিকারী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

হুগলী জিলার অন্তর্গত জাহানাবাদ থানার নিকট জাঙ্গীপাড়া গ্রামে (অনুমান) সন ১২০৫ সালে গোবিন্দ অধিকারী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈরাগী কুলোদ্ভব। বাল্যকালে তৎকাল প্রচলিত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পরে কোন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবৎ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল, গান গাহিবার সময় মধ্যে মধ্যে ভাগবত ও গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করিতেন। তৎকালে ভাগীরথী (গঙ্গা) তীরস্থ অম্বিকা কাল্‌নায় বদন দাস বৈরাগ্যের (অধিকারীর) প্রসিদ্ধ কালীয়-দমন যাত্রার দল ছিল। গোবিন্দ দাস স্বজাতি বদন দাস বৈরাগ্যের যাত্রার দলে থাকিয়া গীত বাদ্যাদি ও যাত্রার অঙ্গ সমুদায় শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুকাল থাকিয়া বদন বৈরাগ্যের জীবিতাবস্থাতেই স্বয়ং দল করিয়া যাত্রা করিতেন। কবিত্ব ও কৃতীত্ব গুণে শিক্ষাগুরু বদন দাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যশস্বী হইয়াছিলেন এ কথা অনেকে বলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। ইনি কেবল কৃষ্ণলীলার যাত্রা করিতেন। কৃষ্ণবিষয়ক অনেক ভাল ভাল গান ইঁহার রচিত। দূতী সাজিয়া যখন ইনি আসরে নামিতেন, তখন চারিদিকে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত। শ্রোতৃবর্গ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন।

চক্‌দীঘির প্রসিদ্ধ জমিদার ভোলানাথ সিংহ রায় মহাশয় একদিন কৌশল করিয়া গোবিন্দ অধিকারী ও বিশ্বেশ্বর মালকে একত্রে যাত্রা করিতে বলেন, তাহাতে বিশ্বেশ্বর গোবিন্দ অধিকারীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র ছিলেন এবং তিনি জীবিত থাকিতেই দল করিয়া স্বচরিত গান গাহিতেন।

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত ধবনী গ্রামে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় সেই দল এক্ষণে চালাইতেছেন।

একদিন কাশীপুরের রাজা, গোবিন্দ অধিকারী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়কে একত্রে যাত্রা করিতে বলেন, তাহাতেও নীলকণ্ঠকে শিক্ষাগুরু গোবিন্দ দাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়।

ফলকথা, গোবিন্দ দাস ক্ষণজন্মা ও কৃতী লোক ছিলেন। তিনি আসরে বসিয়া গীত রচনা গাহিয়া সকলকে মোহিত করিতেন। প্রবাদ আছে—এইরূপ আসরে বসিয়া একখানি গীত রচনা করিয়া গাহিয়া বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাপ চাঁদকে চমকিত করিয়াছিলেন, তাহাতে মহাতাপ চাঁদ গোবিন্দ দাসকে এক জোড়া বহুমূল্য শাল পুরস্কার করিয়াছিলেন। ফলকথা, গোবিন্দ দাসের মত লোক পূর্ব্বে কখন জন্মায় নাই।

অতি বৃদ্ধ বয়সে গোবিন্দ দাসের মৃত্যু হয়। লোক পরম্পরায় শুনা যায় যে, গোবিন্দ দাসের বংশ নাই, তাঁহার দৌহিত্র ও ভাগিনেয় আছে এবং তাঁহার জ্ঞাতি প্রসাদ দাস অধিকারী সেই দল চালাইতেছেন।

গোবিন্দদাসের পদাবলী

বন্দনা।

(১)

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ,
মকরন্দ পান কর মন-ভৃঙ্গ।
বিষয়-কেতকী, কাননে ভ্রম কি,
সে বনে ভ্রম কি যে বনে ত্রিভঙ্গ॥
বৃন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য,
অনন্তরূপিণী কোটী গোপী-পদ্ম,
পদ্ম মধ্যে নীলপদ্ম রাধাপদ্ম,
ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মৃণাল সঙ্গ।
ব্রজে মধুর কৃষ্ণ মধুর মূরতি,
মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,
(যদি) রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি,
মন মধুপুরে (যেন) দিওনা ভঙ্গ॥
গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধা কৃষ্ণের গুণ,
মধুপানে যাবে ভবের ক্ষুধাগুণ,
বাড়িবে সদ্‌গুণ, ত্যজিবে বিগুণ,
নিগুণ গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ॥

(২)

বিষয়-বিষানল, ঔষধ হলাহল,
হল দুই অনল, প্রবল, অবল দুর্ব্বল প্রাণ।
যেমন বিষ দায় নীলকণ্ঠ,
নিত্যধন নীলকণ্ঠ, উৎকণ্ঠ হে—
তথাপি উৎকণ্ঠ হে—
যে দায়ে শিব পাগল, জীবে কি হয় সমাধান।
অবধান কর যে বিধান
তুমি কালীয়-দমন কংসারী—
নাম ধরি হে নামাভাস,
দীনহীন গোবিন্দ দাস,
মৈ দাসের দাস, যোগ্য অসার সংসারি।
রাখ অনেক দাসে অনেক দায়ে,
এ দাসে রাখ এ দায়ে,
সঙ্কটে তার হে,—
যেমন প্রহ্লাদে বিষদায়ে পরিত্রাণ॥

(৩)

আমি প্রাণ সঁপেছি শ্যাম-চরণে।
সবে বলে ছাড় ছাড়, ও কথা ছাড়গো ছাড়,
তোমরা ছাড়িবে ছাড় স্বজনে॥
আমি ছাড়িতে নারিব জীবন-মরণে।
সখি ত্যজ ভয় কুল লাজ, ভজ শ্যাম রসরাজ,
কি না কাজ হয় কাল হরণে।
বারেক ভাবিলে কাল, কাল জয়ী চিরকাল,

কালাকাল নাহিক কাল শরণে।
আমার কালো বসন, কালো ভূষণ পরণে॥
সখি কুলে কি লুকাবে কুল, কি করিবে গো জাতি কুল,
প্রতিকূল হলো কাল কালো বরণে।
যা করে গোকুল চাঁদ, যে রূপে আকুল চাঁদ,
নখচাঁদে নিল চাঁদ শরণে,
হৃদি-কৌমুদী প্রফুল্ল যার কিরণে,
দাস গোবিন্দ চায় মরণে শ্রীগোবিন্দ-চরণে॥

(৪)

কিরূপে করি সম্মান, যেরূপে রাখিলে সম্মান,
রহিল শাস্ত্র সম্মান।
হইল অবর্ত্তমান, না নাহতো বর্ত্তমান,
না হয় পরিবর্ত্তমান, যেরূপ হেরি বর্ত্তমান॥
বিধি যার রাখে মান, কে না তার রাখে মান,
যে না রাখে মানীর মান, তার পদে পদে অপমান।
এক মূর্ত্তি মায়ের কোলে, দ্বিতীয় বৈষ্ণের ছলে,
তৃতীয় কলসীর জলে, সহস্র মূর্ত্তি মূর্ত্তিমান॥

(৫)

কোথায় শ্রীহরি, ভবের কাণ্ডারী,
বুঝি ডুবে মরি, অকূল-তুফানে।
এ ভব-সংসারে, ভব-কারাগারে,
র'ব কি হে প'ড়ে, মায়ার বন্ধনে॥
আমি মূঢ়মতি না জানি সাধন,
নিজ কৃপাগুণে দাও হে দরশন।

পতিতপাবন, পাতকীতারণ,
বড় ভয় বাসি দারুণ শমনে ॥
তোমার চরণ গুণে কাঞ্চন তরণী,
চরণ-পরশে পাষাণ রমণী,
অগতির গতি, তোমা বিনে গতি
দাস গোবিন্দের গতি তব শ্রীচরণে ॥

(৬)

শ্যাম সোহাগী হব আমি,
শ্যামের লাগি মরব গো।
যে হবে মোর শ্যাম বিবাদী,
আমি তারি পায়ে ধর্‌ব গো ॥
চাই না ছার রূপা সোণা,
কর্‌ব শ্যামের উপাসনা,
শ্যাম-কলঙ্ক সোণা দানা
আমি গেঁথে গলায় পর্‌ব গো ॥
শ্যামের কথা যেথা পাব,
নিত্য তার কাছে যাব,
কাল শ্যামের গুণ গাব
শ্যামরূপ হেরে মর্‌ব গো ॥
শ্যাম যে আমার গোবিন্দ,
চাই তাই শ্যামের পদারবিন্দ,
দাস গোবিন্দ কয় হে গোবিন্দ
তোমার চরণগুণে তর্‌ব গো ॥

প্রথম খণ্ড



মানভঞ্জন যাত্রার পালা।

শ্রীমতীর উৎকণ্ঠা খেদ।—

তাল তিওট—রাগিণী ললিত বিভাষ।

একে রজনী শেষা, তাহে রসলেশা,
মৃদু মৃদু ভাষা, যে ছিল আশা,
তা হল নৈরাশা, রহিল পিপাসা।
কেন্দে বলেন লম্পটের প্রেমে বুঝি মলেম মলেম গো
একে উৎকণ্ঠিতা নায়িকা করয়ে রোদন।
ক্ষণে ক্ষণে কুঞ্জদ্বারে করে পথ নিরীক্ষণ॥
যত পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিত ভবতু পরাণং॥

ললিত বিভাগ—তাল তিওট।

আলুইলো বেণী, দাঁড়াইল ধনি,
যেন খেপা পাগলিনী, নয়নে মন্দাকিনী,
আজি কি গুণমণি বঞ্চিত হ'লেম।

সদা চমকিত কমলিনী,
বলে কৈ এলো শ্যাম গুণমণি,
কি হলো গো বৃন্দে, বিনে সে গোবিন্দে,
আছি নিরানন্দে, কিসে রই স্বচ্ছন্দে,
কৃষ্ণ পদারবিন্দে বঞ্চিত হ'লেম ॥
সখি একি মোর দুরাদৃষ্ট, কৃষ্ণ-প্রেমের একি কষ্ট,
সম্পষ্ট হ'তে নারি নারী, আর তো কুঞ্জে রইতে নারি,
ওগো বিশাখা, কর্‌লি বি-সখা,
আমার প্রাণসখা, হৈল কার প্রাণসখা।
সে তো কপট অতি নট লম্পট,
হয়ে অকপট আন তার চিত্রপট,
ইন্দুমুখ লেখা দেখা গো ইন্দুরেখা,
আমি রাজাধিরাজকন্যে, অরণ্যে যে জন্যে,
হয়ে শরণ্যে, যেমন অশোকে অসুখী জানকী একা,
গোবিন্দ বিনে আমি প্রাণে মরিলেম ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

কৈ সখি কৈ কওয়ালি তেই, মনের দুঃখে কই,
সখি কৈ গো বৃন্দাবনচাঁদ।
চরণ না চলে, পড়েছি অচলে,
অস্তাচল চলে ঐ গগন চাঁদ ॥
গেলো শর্ব্বরী অনুমান করি,
কোন চকোরী চাঁদ উদয় হেরী,
প্রেমফাঁদ পেতে ধরেছে মোর কালাচাঁদ।

বিনে শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ, যে পক্ষে রয় শুক্লপক্ষ,
সেই পক্ষে সাপক্ষ প্রাণনাথ,—
এ পক্ষে আঘাত, যেন পক্ষাঘাত,
একি ব্যাঘাত যেন অনাঘাত নেত্রে শিলাঘাত,
হতেছে ওই নক্ষত্র চাঁদ ॥
ক'রে নির্দ্দোষীর দুরদৃষ্ট, কোন্ মুখ দুষী কোল্লে দৃষ্ট,
দৃষ্ট ধন অদৃষ্টদোষে অ-দৃষ্ট—
হয়েছি নৈরাশ, না পূরিল আশ,
কে পূরালে আশ, আমার মুখের গ্রাস,
কে কোল্লে সর্ব্বগ্রাস, যেন রাহু গ্রাস,
হয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ।
একে নিশি কাল, তাহে শশী কাল,
কালো কোকিল কাল, জ্বালায় সর্ব্বকাল,
কালে দাস গোবিন্দের কালস্বরূপ হ'ল সখি নখচাঁদ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

ওগো বৃন্দে গোবিন্দ কৈ এল।
সুখের নিশি কি দুঃখে গেল॥
গেল রজনী ওগো সজনী,
আমি না জানি সে গুণমণি,
কেবা মণি হরি, মণিহার করি গলায় পরিল॥
শয্যা হতেছে শয্যাকণ্ট, সদা প্রাণ হয় উৎকণ্ঠ,
শ্রীকণ্ঠ কণ্ঠহার আমার,—
কে হরিল হার ক'রে দস্যাচার,

কুঞ্জে অভিসার, হইল অসার,
এখন সার আমার অশ্রুজল।
আমি ত্যজিয়ে গৃহবাস, স্ব-পতি সহ সহবাস,
সকল আশে হ'লেম নৈরাশ—
তোদের কথাতে, এসে এ কুঞ্জেতে,
এমনি হয় মনেতে, কি কব কথাতে,
দাস গোবিন্দ কয়, যদি নাহি সয়,
কর প্রাণ বিলয় পান করি গরল॥

রাগ বসন্ত—তাল তিওট।

কমলিনী গো,—
সদত কি থাকে অলি কমলে।
তোমার শ্যামরায়, যেন চঞ্চল প্রায়,
যখন যথা যায়, মধু খায় গো সেই ফুলে॥
ত্রিভঙ্গ কালো, সে ভৃঙ্গ কালো,
জানা তা আছে ত চিরকাল,
এরা দুই কালো ভাল নয় গো কোন কালে।
দেখ কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর,
অলির গুণ গুণ গুণ স্বর,
দুই স্বর সমস্বর যেমন,—
স্বর্ণকার আর কুম্ভকার যেমন,
স্বভাবে তোর কৃষ্ণ তেমন,
দাস গোবিন্দ কয় কে পায় তার মন—
হ'লে স্বকার্য্য সাধন, ফেলে যায় চলে॥

ছড়া।

শুনাইতে কানুর মুরলী রব মাধুরী,
এ মন নিবারণ তায়।
হেরইতে রূপ, নয়নে যুগ,
রূপোন্মুতৈথলে রোখ নিলয়॥
করেছিলাম গো বারণ,
শুন্‌লি না বারণ,
যেমন বারণ উন্মত্ত বারণ,
কভু না মানে বারণ।

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

ওগো রাজকন্যে, আর কি জন্যে,
অরণ্যে কর রোদন।
জগতের দুর্ল্লভ, এবং বহু বল্লভ,
একা তোমার প্রাণবল্লভ নয় নন্দের নন্দন।
তারে যে ভাবে, যখন যে ভাবে,
আছে ভাবুক পঞ্চভাবে, কেবা কোন্ ভাবে,
ক'রে রেখেছে বন্ধন।
যেমন স্বাতীনক্ষত্র বারি,
তেমনি কৃষ্ণের প্রেম নেত্রে বারি,
সর্ব্বত্রে না হয় সঞ্চার,—
সর্ব্বত্রে আশার, না হয় সুসার,
আছে সর্ব্বশাস্ত্র সার, বিনে আত্মসার
মলয়ায় কি হয় চন্দন॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

কমলিনী গো,—
তোমার কালিয়ে কালিয়ে ভুজঙ্গপ্রায়।
দেখ সর্ব্বরূপ রসে, সেইগুণ সর্ব্বাংশে,
বিশেষ ত্রি-অংশে ত্রি-অংশ না দংশে যায়॥
না হয় মনোসার, না হয় মন্ত্রসার,
হলে আত্মসার করে অসারে জলসার অশ্রুধারায়।
বিষে বিষাক্ত করি হরি, লজ্জা ভয় পরিহরি,
হরি গো হরে নারীর জ্ঞান,—
কিছু রয় না জ্ঞান, কিছু হয় না জ্ঞান,
ঘরে পরে এ সুজ্ঞান, যায় বাহ্য জ্ঞান,
অজ্ঞান হয়ে প্রাণ হারায়॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

ওগো সখি বলি নাহি দেখি কুল,
হাসিল ভাসিল, গোকুল মজিল দুকুল, কৃষ্ণ প্রতিকূল।
না হেরি উপায়, হেরি নিরুপায়,
করিব কি উপায়, ধরি কার পায়,
খেদে কান্না পায়, শক্র পায় পায়,
কৈ সখি কৈ, কওয়ালি তেই কৈ,
মনের দুঃখে কৈ, সখি কৈ গো কৈ,
প্রাণকৃষ্ণ কৈ—
দাস গোবিন্দ না দেখে গোবিন্দ,
নিদান দিনে ভয়াকুল॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

কৈ গো বৃন্দে সই, বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ,
গগনের চন্দ্র অস্ত হল ঐ।
সাধে সাজালেম বাসর সজ্জা,—
ছি ছি ছি একি লজ্জা, পেলেম সই ॥
যারে দেখ্‌বো, না দেখে তায় আকুল হই।
কার জন্যে অরণ্যে আর রই ॥
একবার উঠি, একবার বসি,
পড়ে পাতের উপরে পাত,
ঐ এলেন প্রাণনাথ,
ব'লে কুঞ্জের দ্বারে আসি,
এসে দেখি সই প্রাণের কৃষ্ণ কৈ—
তখনি এমনি হই, আমি যেন আমি নই ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

বৃন্দে দেখিলি গোবিন্দের যেরূপ আচরণ।
শুনে লম্পটের কপট বাঁশী,—
হইলাম বনবাসী, মনে বাসি গো,
বাঁশী কেনই বা করে রাধা স্বর উচ্চারণ ॥
মিছে অকারণ, থাকি কি কারণ,
রাধার মন মত্ত বারণ, না হয় নিবারণ।
যার ধর্ম্ম অধর্ম্ম রীতি, স্বধর্ম্মে নাই প্রবৃত্তি,
হয় কি নিবৃত্তি যার প্রবৃত্তি বৃত্তি,
গোষ্ঠে গোচারণ ॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং॥
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা,
দেখ তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে,—
হরিনাম বিনে সকলি বিফলং॥
কলি কলুষ বারণ, নিবারণ কারণ,
তারণ জগৎ তারণং জগৎ কুশলং।
রাধে দূর কর গর্ব্ব, হও থর্ব্ব স্বভাব,
স্বর্গ স্বভাব উপস্বর্গ স্বভাব,
কঃ যজ্ঞী, যাগ যজ্ঞী, সম যে নহে যজ্ঞেশ্বরের
নাম প্রবলং॥
জান্তে কি অজান্তে নাম,
ভ্রান্তে কি অভ্রান্তে নাম,
যাঁর নাম গ্রহণে জন্মায় চিত্ত নির্ম্মলং।
কহে নামাভাসে, এ গোবিন্দ দাসে
নিদানে এই নাম সম্বলং॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

পতিত-পাবনী,
ত্বং প্রসীদ তব অতীত রূপ কাত্যায়নী,
দাক্ষায়ণী দেহি মে কৃষ্ণ জীবনং।

ওমা তব করুণা সিন্ধু, একবিন্দু দানে,

ইন্দুমুখী দুঃখিনীর দুঃখ হরং ॥

আমরা বারি-বিহীন মীন যেন,

ক্ষীণপ্রাণ হীনগতি, অগতিগতি কৃষ্ণধনং।

ওমা দূর কর দুর্ম্মতিং সূক্ষ্মরূপিণী,

অসূক্ষ্মরূপিণী অক্ষচক্ষুরূপিণী,

দেখ বৃন্দাবনচন্দ্র কোথা বন্দো জগবন্দিনী,

নন্দিনী সন্ধিনী,

আমরা প্রেমদায় প্রমদায়, রক্ষা কর বড় দায়,

হর দায় ওমা হর দায়, দোহাই শিবেরং ॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

শিব শঙ্করং।

এ কিঙ্করী তব স্তব কিং করং।

তারকব্রহ্মরূপ ত্বংহি তারকেশ্বরং ॥

হে বিশ্বেশ্বর তব নিকট বিকট রূপ বিনাশং।

প্রকট রূপ প্রকাশং ॥

হে বিশ্বনাথ বিশ্বগুরু, শিষ্য জ্ঞানে দৃশ্য চারু,

অতি সুচারু হর মনোহরং।

হে প্রসীদ প্রসীদ শম্ভু নীলকণ্ঠ,

বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকণ্ঠ জীবনং—

সদা মত্ত উন্মত্ত, হরিতত্ত্ব সুধাপানে

 চিত্ত মন চঞ্চলং।

কহে গোবিন্দ দাস ত্রাহি কৃত্তিবাস
শমন ভয় বারণং।
কিবা নেত্র ঢুলুঢুলু, সুরধুনী কুলু কুলু,
দুকুল আকুল দুকুল বাঘাম্বরং ॥

চন্দ্রাবলীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় ভিক্ষা।

রূপক—তাল খেম্‌টা।

রজনী অরুণা দশদিগ নিরমল ভেল পরকাশ।
নাগর ঘন ঘন উঠত তরাস ॥
তমালে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দ্রাক্ষাডালে বসি কিবা বলয়ে মধুর ॥
শারি শুকের বোল শুনি চমকি মাধুরী।
রাধার প্রেমদুঃখে শ্যামের চক্ষে বহে বারি ॥
কপোত কপোতী কহে শুন হে নাগর।
কারে কান্দাইয়ে কার কুঞ্জে কর ভোর ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

রূপক—তাল খেম্‌টা।

আর নিশি নাই বিদায় দেও হে চন্দ্রাবলী।
অরুণ উদয় হ'ল, শশী অস্তাচলে গেল,
কুমুদিনী ত্যজি দেখ কমলে যায় অলি ॥
ওগো চন্দ্রাবলি শোন তোমায় বলি,

বেলা বেশী হ'লে কর্‌বে বলাবলি,
বল রাধারে তখন বুঝাব কি বল,
এ গোবিন্দ দাসে বিদায় দিতে তাই বলি ॥

চন্দ্রার উক্তি —

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল খেম্‌টা।

আর কেন রহিবে যামিনী,
আর তো নাহি যামিনী,
যামিনী তোমার যামিনী,
তাই করিল হাজির জামিনী,
কি করিবে কাল যামিনী,
তুমি যার কাল-জামিনী,
গেছে হে গত যামিনী,
আছে আগত যামিনী ॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

কি যামিনী কি কামিনী উভয়ে তুল্য ব্যাভার।
কোন পক্ষ জ্যোৎস্নাপক্ষ কোন পক্ষ অন্ধকার ॥
প্রেমপক্ষে পৌর্ণমাসী,
বিচ্ছেদ হয় অমানিশি,
বাক্য যে বজ্র প্রকাশি করে জীবন সংহার।
কৃষ্ণপক্ষ নাই যার পক্ষ,
বিরূপ তার স্বপক্ষ বিপক্ষ,
চন্দ্রাপক্ষ কি রাধাপক্ষ দাস গোবিন্দে লক্ষ্য কার ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেমটা।

যামিনী-বল্লভ, কামিনী-বল্লভ,
উভয় বল্লভ, সম ব্যবহার।
কভু শুক্লপক্ষ, কভু কৃষ্ণপক্ষ,
প্রেম বিচ্ছেদ পক্ষ, তুল্য দোঁহার ॥
যামিনীর ভাগে বিধুর উদয়,
কামিনীর ভাগে বঁধু যে সদয়,
কখন অনুদয় হইয়ে নিদয়
অসদয়ে উভয় হৃদয় আঁধার।
কাতরে এ দাস গোবিন্দ কয়,
জানি না কার কখন হয় ভাগ্যোদয়,
কৃষ্ণপ্রেম বোঝা সাধ্য কারু নয়
কে জানে গোবিন্দ কখন্ কাহার ॥

রাগিণী ইমন—তাল যৎ।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম রাখা বড় দায়।
প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেম-দায় হয় প্রমদায়।
অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে তায় দুষ্ট ক্ষুধা,
দিবসে চাঁদের সুধা চকোরে কেমনে পায় ॥
তুমি হে প্রণয় দাতা, আমি প্রণয় গৃহীতা,
তরুলতা বিভিন্নতা,—
কে কোথায় দেখিতে পায় ॥
কাতরে কহে গোবিন্দ দাস, রাধাগোবিন্দের পৃথক বাস
চন্দ্রাবলীর পূরিল আশ তার দাসে শমনের দায়।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

মিছামিছি কেন আর আমারে আমার বল।
স্বভাবে সকলে তোষ, অভাবে আমি কেবল॥
তোমার যে ভালবাসা, ভদ্রাসনে ফণীর বাসা,
সাধুর স্থানে চোরের বাসা, পীযূষে মেশা গরল॥
পরের ঘরে নিয়ে বাসা, দাস গোবিন্দের নিরাশ আশা
নিকট হ'ল দশম দশা, শমন দশায় গোবিন্দ-বল॥

রাধাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার।

রাগিণী পিলু—যৎ।

বেণু কি ধনু কানু করেতে ধরেছ হে।
যার স্বরে অবলার তনু অবশ করেছ হে॥
সরল বংশী স্বর, সর্ব্ব আকর্ষণ স্বর,
নাগপাশ প্রেমশর পাশেতে বেঁধেছ হে।
কিশোর কি শর গোপীর প্রাণেতে হেনেছ হে॥
শ্রবণে মোহন বাঁশী, সেই ক্ষণে বনে আসি,
দাসী উদাসী করা কি বাঁশী শিখেছ হে।
নিয়ে বাঁশী ধরিতে দাসী বনবাসী হয়েছ হে॥
যে তব বাঁশীর রব, কেমনে গোকুলে রব,
সৌরভ গৌরব গোপীর হরিয়া লয়েছ হে।
নারী ধরা বন্ধনী সন্ধান
গোবিন্দ ভাল সেধেছ হে॥

রাগিণী লুম, ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

আজ ফিরে যাও কালিয়ে সোনা
আজ আর এসো না হে।
হের্ব না হের্ব না হরি
এখানে আর ব'সো না হে॥
নিশিতে করেছ যার প্রেম উপাসনা হে।
এবে তার প্রেমসিন্ধু নীরেতে ভাস না হে।
শ্যাম-কলঙ্কিনী যার নামের ঘোষণা হে।
তারে ভালবাস না এ কি ভাল বাসনা হে।
অনুরাগে আছে রাধা হইয়ে ভীষণা হে।
বসে আছে মনাসনে, তারে তুমি তোষ না হে॥

রাগিণী লুম—তাল কাওয়ালী।

এসো না কুঞ্জে কালা কঠিন কিশোর।
চন্দ্রাবলীর প্রাণেশ্বর সর—সর—সর॥
প্রমোদে প্রেম দে' হ'লে চন্দ্রার দোসর।
কাল হরি এলে হরি পেয়ে অবসর॥
সারা নিশি সারা, রাধে সাজায়ে বাসর।
আশার আশা দিয়ে হরি কেন হে পাসর।
ক'রো না বংশীতে আর রাধা রাধা স্বর।
হানিছে রাধার প্রাণে বিচ্ছেদের শর॥
গোবিন্দে বিনে কুঞ্জবনে বিফল আসর।
দাস গোবিন্দে পদারবিন্দ
দেহ কিশোরী কিশোর॥

রাগশ্রী—তাল পোস্তা।

কুঞ্জে চল নীলাময় চল ত চল।
দ্বারে কেন দাঁড়াইয়ে কি ফল বিফল॥
ভঙ্গ প্রেম সুখে, ত্রিভঙ্গ কিবা দুঃখে,
শ্রীমুখে ঝাঁপিয়ে অঞ্চল চঞ্চল।
শ্রীমুখ নলীন, কেন হে মলিন,
রসহীন কেন বল॥
কার অভিমানে, আছ অভিমানে, বাঁকা আঁখি কেন ছল ছল।
এ দাস গোবিন্দ, কহে হে গোবিন্দ,
পদারবিন্দ দানে কেন এত ছল॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কালিয়ে শোন হে শোন, আজি হ'তে এসো না এসো না।
যা ভাল বেসেছ ভাল, আর ভালবেসো না॥
করি যার উপাসনা, পূরাইলে বাসনা,
তায় ভালবাস না—নয় ভাল বাসনা,
বল বল কেলেসোনা কি তব বাসনা।
কলঙ্ক ঘোষণা রহিল ঘোষণা,
ভাষায় ভাষ না প্রেমে আর ভেসো না,
নীলবসনা রতন ভূষণা নাহি সে সোণা,
যায় শোনা সে না ধরায় ধরাসনা।
ভূষিলে দোষ না, তুষিলে তোষ না,
শশীতে বিষ মিশনা হে কালসোনা,
গোবিন্দদাসের জীবন শেষে দারুণ শমনে শাস না॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

নূতন প্রাণেশ্বরীর প্রাণেশ্বর এখান হ'তে সর সর সর।
কিশোরী নাশিতে কিশোর ধরেছ কি শর॥
দোষের কি দিব দোষ দোষের নাই দোসর।
অপসর ক'রে তোমায় নিলেম অবসর॥
কলঙ্কী হয়েছি কালা শুনে বংশীস্বর।
বাসর দায়ে বাঁশরী পাশরী পাশর॥
সারা নিশি সারা হলেম সাজায়ে বাসর.
থাকেন যদি বিশ্বেশ্বর, থাকেন যদি রাজ্যেশ্বর,
করিবেন সব স্বরের বিচার সেই গোবিন্দ ঈশ্বর॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়াঠেকা।

অস্ত বা শতভি অন্তে নিশ্চয় মরণং ধ্রুব।
ইহার ঔষধ, সুবৈদ্য, মহৌষধি নাহি কিছু সংশ্রব॥
বিধি যা করে বাসরে, লিখন ললাটোপরে,
না হরে ব্রহ্মা শঙ্করে, নহে কেহ চিরঞ্জীব।
যখন হয়েছে জন্ম, তখনি মরণ মর্ম্ম,
মহাভুক্ত ক্রিয়াকে কর্ম্ম কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভ॥
গোবিন্দ বাদ দেহি দেহং, মহামায়ী বশোস্তেহং।
চিরস্থায়ী নহে কেহ সম্ভব কিং অসম্ভব॥

রাগিণী লুম—তাল কাওয়ালী।

দেখ না দেখ না কি জলে এ কি জ্বলে।
যে ভাব ভাবিতে বয়ান, নয়ান ভাসে জলে॥

যার লাগি ভাসি এ জলে,
সে কার লাগি আসিয়ে জ্বলে,
যখন প্রয়োজন ছিল না জলে,
তখন প্রিয়জন ছিল না এ জলে।
যখন সেই প্রিয়জন পেলেম না জলে,
তখন আর কি প্রয়োজন জলে,
যার অদর্শনে আমার অঙ্গেতে আগুণ জ্বলে।
আমার অদর্শনে সে জন মানে না আগুন জলে ॥
শুনেছি গো সিন্ধু জলে, ইন্দু বাড়বাগ্নি জলে,
সেই অগ্নি কি এই অগ্নি জলে,—
জানি অগ্নি নেভে জলে, এ জলে যে অগ্নি জ্বলে,
বুঝিলেম কানু বন্দি ভানু-নন্দিনীর জলে।
সকল জলের জন্মদাতা বিধাতা সকল জলে,
জলধর নাম ধ'রে যে জগৎ ভাসায় জলে ॥
শূন্যকুম্ভ আন্‌লেম জলে, পূর্ণকুম্ভ নেত্র-জলে,
গোবিন্দের প্রিয়জন যমুনার জলে লয়ে যাব কোন্ জলে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

সখি সর গো সর সবাই কুঞ্জ হ'তে সর।
মান-সরোবরশায়ী কিশোরী কিশোর ॥
মনস্বর হীন পঞ্চস্বর, পরিসর প্রপঞ্চস্বর,
প্রণাম ক'রে লই অবসর, যা করেন ঈশ্বর।
প্রাণেশ্বরীর মানে কাতর হলেন প্রাণেশ্বর,
মানচণ্ডী আবাহনে মৌনী অধীশ্বর ॥

নিদয় রাধার হৃদয় বাসর,
পূজার পূর্ণাহুতি আসর,
বাজিলে বিজয়ার কাঁসর, হবেন বিদায় ব্রজেশ্বর।
যে ধন প্রাণের সোসর মনের সোসর,
যে ধন ধরাতে ধরা, সে ধূলায় ধূসর,—
কোথা বঁধুর সে মধুর স্বর,
কোথা বংশীর দেবংশীয় স্বর,
নিদাঘে যেন লঙ্কেশ্বর হারায় নিজ মৃত্যুশর॥
সর্ব্বনাশার সর্ব্বনাশা নাসার বেসর,
উভয় পক্ষের নাহি বাক্য নাই কটাক্ষ শর।
যে শরেতে নন্দ কিশোর, হ'য়ে আছে বন্দি কিশর,
এ স্বরে কে করে সুস্বর বিনে গোবিন্দ প্রাণেশ্বর॥

রাগিণী ভৈরবী তাল মধ্যমান।

দে গো বৃন্দে আমারে যোগী সাজায়ে।
সর্ব্বত্যাগী হব আমি শ্রীরাধার মানের দায়ে॥
এই লও গো গুঞ্জহার, কুঞ্জে না রহিব আর,
কাশীবাসী অঙ্গীকার, আর কাজ কি বাঁশী বাজায়ে॥
এই লও গো পীতাম্বর, পরায়ে দেও বাঘাম্বর,
ভজিব ভব দিগম্বর, মানদণ্ডে দণ্ডী হ'য়ে।
ত্যজে বাজুবন্দ বালা, ঘুচাইব সকল জ্বালা,
লহ বনমালা দেহ অস্থিমালা পরায়ে॥
দেশে না রাখিব দ্বেষ, ত্যজিব নাগরালি বেশ,
ধরিব চাঁচর কেশ দেও জটা বিনায়ে।

ভালবাস ভালবাসি, ভালবাসে ব্রজবাসী,
এই লও গো চূড়া বাঁশী, দেও যমুনায় ভাসায়ে।
অর্দ্ধচন্দ্র দেও আনি, শিরে ধরি সুরধনী
চন্দন ঘুচায়ে ধনি, দেও বিভূতি মাখায়ে।
আর কিছু নাহি অপেক্ষা, গোবিন্দ করেছে শিক্ষা,
রাই-মান করিব ভিক্ষা, শিঙ্গা ডম্বুর বাজায়ে॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কিরূপ সাজাব সেরূপ যোগীর স্বরূপ।
রাধাকৃষ্ণ রূপ ভিন্ন নাহি জানি অন্যরূপ।
কত যোগী তোমার লাগি,
হয়েছে হে সর্ব্বত্যাগী,
তুমি কার লাগি হইবে যোগী একি শুনি অপরূপ।
গুরু কি হয় শিষ্যরূপ,
শিষ্য কি পায় গুরুরূপ,
কিরূপে লুকাবে রূপ এমন বিশ্বমোহন দৃশ্যরূপ।
যে যোগী চরণে আসি,
নখচাঁদে যার রয় শশী,
সে শশী কপালে কপালে পশি লুকাবে গোবিন্দ রূপ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ—চৌপদী।

যে চরণে কুচযুগ পরশ না সয়।
সে চরণে তীর্থ ভ্রমণ এ বড় সংশয়॥

যে কটিতে শোভে পীত ধটী পীতাম্বর।
সে কটিতে কেমনে পরাব বাঘাম্বর ॥
যে অঙ্গেতে অগুরু চন্দনে সেবা করে।
সে অঙ্গেতে ভস্ম মাখাব কেমন ক'রে ॥
যে করে ধারণ করে মুরলী মধুর।
সে করে কি শোভা করে শিঙ্গে ও ডম্বুর ॥
যে শশী চরণে আসি লুকায়েছে লাজে।
সে শশী ফিরায়ে কি হে ভালে ভাল সাজে ॥
যে পদেতে সমুদ্ভবা দেবী সুরধনী।
সে ধনি ধরিলে শিরে কি হবে সুর-ধ্বনি ॥
যে গলেতে দেন রাধা বৈজয়ন্তী মালা।
সে গলে কেমনে আমি দিব অস্থিমালা ॥
যে শিরে মোহন চূড়া কুণ্ডলের ছটা।
সে শিরে কেমনে আমি বিনাইব জটা ॥
আমি বৃন্দে পদারবিন্দে করি হে বিনয়।
হে গোবিন্দ গোবিন্দ দাসে হ'য়ো না নিদয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

তুরু—রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

রাধায় অপ্রকাশি, যাব হে সে কাশী,
ধর ধর রাধায় দিও চূড়া বাঁশী।
রাই ভালবাসি, তাই গোকুলবাসী,
আমি গোলোকবাসী, জানে ত্রিলোকবাসী,
হব সন্ন্যাসী, যা করেন কাশীবাসী ॥

যেয়ে কাশীর কাম্যকূপে, ত্যজিব প্রাণ সাধ্যরূপে,
ব'লি স্বরূপে হে,—
ফিরে আসি ত আসিব অন্যরূপ প্রকাশি॥
রাধার মানের দায়ে, দেও যোগী সাজায়ে,
বলি বিনয়ে হে,—
গোবিন্দ দাস কহে, শ্রীমতির বিরহে,
শ্রীপতি রবে না গৃহবাসী॥

বৃন্দের উক্তি।—

তুক্ক, ভাঙলো হাটে সুর—তাল তিওট।

প্রাণনাথ হে, যদি হবে যোগীরাজ,
রসরাজ তবে এই লও শিক্ষে।
হর ববম্ ববম্ ধ্বনি ক'রে দাঁড়াও গে রাই কুঞ্জদ্বারে হে,—
অতি কাতরে চেয়ো রাধার মান ভিক্ষে॥
তোমার দুঃখে, মনের দুঃখে,
বয় পশু-পক্ষের অশ্রুধারা দু'চক্ষে॥
কর বিপদে সম্পদে জ্ঞান,
উচ্চ ভয় তুচ্ছ জ্ঞান, নওতো অজ্ঞান হে,
হ'লে হতজ্ঞান হাসিবে সকল বিপক্ষে॥

পয়ার ছড়া।

বৃন্দে বলে প্রাণনাথ যোগী যদি হবে।
যোগীর সাজ রসরাজ বল কোথায় পাবে॥

কৃষ্ণ কহে বৃন্দে সখি আর চিন্তা নাই।
শিব আরাধিয়ে সাজ লব তাঁর ঠাঁই॥
এইরূপে বিপ্ররূপ করয়ে গমন।
সুবলে সু-বোলে শ্যাম বলয়ে তখন॥
অনেক সঙ্কটে প্রাণ বাঁচালে সুবল।
কি করিলে রাধা পাই তার উপায় বল॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

লুম ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

আমি যোগী হব শ্রীরাধার মানে।
তাতে যদি মানে, যদি মানে নাহি মানে
তবে প্রাণ ত্যজিব মানে মানে॥
যেরূপ বিরূপ মানে,
শমন স্বরূপ মানে,
যে মূর্ত্তি রাই বর্ত্তমানে,
এ মূর্ত্তি যদি না মানে,
সে যে আছে মানে মূর্ত্তিমানে॥
মোহনবাঁশী, চূড়া ধড়া, ত্যজিব পীতাম্বর,
কাশী কি কৈলাসে যেয়ে এনে দেও গো বাঘাম্বর,
ভাই রে আমার দুঃখ হর,
সাজাও যোগী মনোহর,—
বলিব ব্যম হর হর, রাই হর হেরি যদি মানে।
দাস গোবিন্দ কয় গোবিন্দরূপ না মানে দুর্জ্জয় মানে॥

সুবলের উক্তি।—

মধ্যমান যমক ছন্দ—তাল তিওট।

ওরে বংশীধর, মোহন বাঁশী ধর্।
তুই হ'লে যোগী সর্ব্বত্যাগী দণ্ডধর,
মরিবে সবংশে নন্দ ওরে নন্দের বংশধর॥
কানাই ধৈর্য্য ধর্,
আমার বাক্য ধর্,
ধর্‌লে ধরাধর, কেন হও অ ধর,
তোমার সকল দুঃখ ঘুচাইবেন সেই গঙ্গাধর।
জানি রাই তোমার মূলাধার,
তুমি তার প্রাণাধার, মন জানি শ্রীরাধার,
দাস গোবিন্দের যাবে সব আঁধার উদয়ে রাই শশধর॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

রাগিণী সুরট—তাল খয়রা।

সুবল, যাও দেখি কৈলাসে।
নিবেদিবে দেব কৃত্তিবাসে॥
প্রণমিয়ে সবিনয়ে,
শিঙ্গে ডম্বুর আন্‌বি চেয়ে,
ব'লো ভাই চাই কানায়ে,
সেই ভাবে ভোলা আশুতোষে।
হরির তরে সব দিবে হর
আভাসে কয় গোবিন্দ দাসে॥

সুবলের উক্তি।—

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

শিব শঙ্করং এ কিঙ্কর তব স্তব কিং করং।
তারকব্রহ্মরূপ ত্বংহি তারকেশ্বরং॥
হে বিশ্বেশ্বর তব নিকট বিকট রূপ বিনাশং।
প্রকটরূপ প্রকাশং॥
ত্বং বিশ্বনাথ বিশ্বগুরু, শিষ্যজনে দৃশ্য চারু,
অতি সুচারু হর মনোহরং।
হে প্রসীদ প্রসীদ কভু নীলকণ্ঠং
বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীকণ্ঠ জীবনং॥
কিবা নেত্র ঢুলু ঢুলু, সুরধনী কুলু কুলু,
দুকুলং আকুলং দুকুলং বাঘাম্বরং।
হে নমস্তে শিবায়ং কিং রাত্রিদিবায়ং যায় অনিত্য সেবায়ং॥
তব ভৃত্য মন চিত্ত কি বিচিত্র
যেন চিত্র রুহে ভ্রমণে ভ্রমণং।
যেমন বহ্নিতে পতঙ্গ কুমতি, না করে আতঙ্ক মতি,
তেমতি মতি দূরী কুরুং॥

রাগিণী বাগ বারঙা—তাল খেম্‌টা।

বববম্ ববম্ হর হর পঞ্চানন।
জীবনে মরণে গতি তোমার চরণ॥
বসিয়ে জাহ্নবী-জলে, পূজে তোমায় গঙ্গাজলে;
অন্তঃকালে শিব বলে, যায় যেন জীবন।

শিব দর্শন

রাগিণী মঙ্গল—তাল জলদ মধ্যমান।

শিঙ্গে ডম্বুর বাজনা বাজে ঘন ঘন।
এলো শ্রীবিশ্বেশ্বর হর পঞ্চানন॥
নিন্দি কোটি চন্দ্র চন্দ্রাস্য সহাস্য বদন।
হর শুভঙ্কর সনে মুরহর রূপ দরশন॥
উভ অঙ্গ শ্রী-অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গ মিলন;
প্রাণমনে ফুল্লমনে করে দোঁহে আলিঙ্গন॥
নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠ ধরাধরি হের নয়ন।
কি মাধুরী হর হরি মনোহর মিলন॥

শিবের উক্তি।—

তুক্ত রাগিণী বসন্ত—তাল তিওট

দীনবন্ধু হে, দীন দৈন্য কি জন্য কর্‌লে আকর্ষণ।
কি আত্ম দুঃখে, কি ভক্তের দুঃখে,
দুটী চক্ষের ধারা বক্ষে বরিষণ॥
তোমার কিবা দায়, সুর কি অসুর দায়,
এরূপ কিরূপ দায়, হ'তে চাও বিদায়,
কিবা দায় হবে অদর্শন।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, যার ভ্রূভঙ্গে হয়,
জয় বিজয় দ্বারী, কমলা যাহার নারী,
কুবের ভাণ্ডারী, আমরা আজ্ঞাকারী;
ওহে চক্রধারী তুমি ধর চক্র সুদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

যমক ছন্দ, রাগিণী কল্যাণ—তাল তিওট।

ওহে যোগানন্দ—দেও আমায় যোগ-আনন্দ।
সদানন্দ কৃপাতে আমি হব গো সদানন্দ॥
নাই গৃহানন্দ, নাই দেহানন্দ,
নাই প্রেমানন্দ, নাই মহানন্দ,
তুমি অজ্ঞানের জ্ঞানদাতা,
দেও আমায় জ্ঞানানন্দ।
তুমি যোগেশ্বর যোগ ন্যাসী,
আমারে সাজাও গো সন্ন্যাসী,
যোগীবেশ আমি বড় ভালবাসি,
হব উভয়ে কাশীবাসী সর্ব্বানন্দ,—
পদে পতিত দাস গোবিন্দ,
শমন আতঙ্ক হর গোবিন্দ,
হর হে হর নিরানন্দ দেহ দীনে পরমানন্দ॥

শিবের উক্তি।—

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

ধর শ্রীধর এই ধর বাঘাম্বর।
অস্থিমালা ঝুলি সিদ্ধি শিঙ্গে ডম্বুর,
বাঁশী ফেলে দণ্ড করে কর পীতাম্বর॥
তোমায় দিয়েছি সর্ব্বস্ব, লয়েছি হে ভস্ম,
বাহন হস্তী অশ্ব ত্যজি বৃষবর।

দিয়ে রত্ন মণিহার,
লয়েছি হে ফণিহার,
এ হার তোমার অঙ্গীকার,
সঙ্গী স্বীকার ভঙ্গি কর ॥
তোমায় কত যোগী ভাবে যোগে,
মনযোগে না পায় ধ্যান যোগে,
তুমি যোগাতীত ধন, জগতের বাঁধন,
তোমার সাধন কি ধন অসংযোগে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র, ভজে তোমার পদারবিন্দ
বিধির বিধি শ্রীগোবিন্দ দাস গোবিন্দের ভার ধর ॥

তুক যমক ছন্দ—সাবেক প্রাণকৃষ্ণের সুর—তাল তিওট।

বল কার মানে, মনের অভিমানে,
জানি যার মানে এরূপ নামে বৈরাগ্য।
তুমি ত্যজিবে মোহন বেশ, ভজিবে ভোলা মহেশ,
একি ভাবাবেশ হে—
হবে যোগীবেশ হৃষিকেশ কি সৌভাগ্য—
হবে অযোগ্য না হয় তোমার যোগ্য।
হবে বৈরাগ্য, শূন্য কর রাগ,
তোমার যেরূপ হরি হেরি হে রাগ,
রাগে নাহি বিরাগ, অনুরাগ ভঙ্গে রাগ—
হ'লে ভক্তিরাগ নিরবধি, পায় শক্তি যুক্তি বিধি হে,—
বিনে ঔষধি হয় কি হে রোগ আরোগ্য।
গোবিন্দের যোগ সংযোগ গোবিন্দের রোগ দুরারোগ্য ॥

মানদণ্ডের সুর—তাল তিওট।

ওহে শঙ্কর কেন শঙ্কা কর।
কেন অ-ভয়ে দেখাও রূপ ভয়ঙ্কর॥
তম গুণাকর মম গুণাকর, অজ্ঞান নাশ কর জ্ঞান-ভাস্কর,
দেখি কিঙ্করের প্রতি প্রীতি শুভঙ্কর।
তোমার হর নাম মনোহর, অনায়াসে মন হর, জ্ঞান হর হে,
জীবের জীবন হর, দাস গোবিন্দে ভবপার কর॥

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।

সাজ্‌ল শ্যাম যোগীবর বেশ।
জয় শিব শঙ্কর, বম্ বম্ হর হর,
ফুকারি করল নগর প্রবেশ॥
কভু দ্রুত কভু ধীরে, ফেরত ঘরে ঘরে,
নিরখিয়ে যশোমতী মাই।
কাঞ্চন থারি'পর, ধরিয়ে ক্ষীর সর,
যোগীবর নিকটে যাই॥
আনন্দে নন্দের রাণী, বোলত মধুর বাণী,
শুন যোগী বাছনি মেরা।
এহি নব বয়স, দেওল কে যোগী বেশ,
মায়ি বুঝি নাহিক তেরা॥
যশোমতী বোলে, যোগিরাজ বায় কোলে,
করে মুখ ঝাঁপি মৃদুহাস।
আপনি নীলমণি, চিনিতে নারিল,
রাণী নিরখত গোবিন্দ দাস।

যশোদার উক্তি।—

করুণা রাগ—তাল তিওট।

যোগীরাজ রে—খাও ক্ষীর সর,
একবার মা বল মোরে।
বাছা তুই যেমন যোগীরাজ,
গোপাল তেমনি রাখালরাজ, কর বিরাজ রে,—
গৃহে ব্রজরাজ আসুক দেখাব তারে ॥
ক্ষণেক থাক্ রে, বাছায় দেখ রে,
হও যোগরতন, নীলরতন, একত্তরে।
দিব দোঁহার বদনে মাখন,
দোঁহে মা বলে ডাকিবে যখন, বলিব তখন রে,—
এখন অন্তরের কথা রৈল অন্তরে ॥

রোহিণীর উক্তি।—

চৌপদী রাগিণী বিভাস—কাল তিওট।

যে বালকের মা না থাকে।
সে বালক কি ভস্ম মাখে,
আমি শুনি না ক' এ তিন লোকে ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

যোগী কি সন্ন্যাসী গৃহবাসী করা উচিত নয় ॥
কি জানি সে রামকৃষ্ণ যদি দেখে যোগী হয় ॥
যোগে রয় উদাসীন, সে গৃহ হয় উদাসীন,
কোথাও দেখি নাহি কস্মিন্ কালে সর্ব্বকাল ভয়।

পাঁচ সাত পুত্র যার, যা হবে তা হবে তার,
দোষ গুণের বিচার লোকাচারে কয়।
নাই আমাদের অধিক পুত্র, উভয়ের উভয় পুত্র,
তাদের পদে পদে কত অমিত্র শত্রুরূপে হয় উদয়॥

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর—ত্রিপদী ছন্দ।

মনে মনে চিন্তামণির ছিল যত চিন্তে।
সে চিন্তে নিশ্চিন্ত হলেন, যখন মা পার্‌লেন না চিন্‌তে॥
নন্দালয় হতে হরি হলেন বাহির।
ঘুচিল চঞ্চল মতি গতি অতি স্থির॥
ঘন ঘন শিঙ্গা ডম্বুর বাজায় বদনে।
ঘুচাতে মনের দুঃখ রাধার সদনে॥
শিঙ্গা বলে রাম রাম ডম্বুর বলে হরি।
বদনে বলিয়ে হর হরি-দুঃখহারী॥
হরিষে উদিত যোগী বিষাদিত অঙ্গ।
গোবিন্দ দাস দেখে গোবিন্দের রঙ্গ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর—ত্রিপদী ছন্দ॥

যোগিবর জটিলা-মন্দিরে যাই।
দেখি সতী ভিক্ আনি দেই॥
না হেরি নারী মুখ, রন অতি সুখ বিমুখ,
হাত'পর ভিক্ নাহি লেই।
জটিলা কহত বাণী, কহ কিবা দিব আনি,
অবতোহু মাঙ্গসি কেউ।

গোধূম চূর্ণ, থারি'পর পূর্ণ,
কনক কটকা ভরি বিউ ॥
মৌনী যোগিবর, নাহিক উত্তর,
শিব'পর অনুমতি দেই।
তোহারি বধূ আব, ভিক্ সব দেয়ব,
পরমা প্রকৃতি সতী সেই ॥
সঙ্কেত আভাষে, আব শুনইতি,
ধাইয়ে রায় পাশে যাই।
দুয়ারে যোগিবর, ঝটিতি গমন কর,
ভিক্ লেই দেহ যাই ॥
গুরুজন বাতে, থারি করি হাতে,
ভিক্ দিতে গমন আভাষ।
বেরি বেরি বেরি, সোহি নিবারই,
কহয়ে গোবিন্দ দাস ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ভিক্ষা দিতে যেও না—যেও না রাই কিশোরী।
একবার অমনি বেশে রাবণ এসে, রামের সীতা নিল হরি ॥
কোন্ কথায় হটিলে, কেন কোন্ দায় ঘটিলে,
যদি জটিলে না হয় জটালে, যায় যাবে কুটিলে চুরি।
মানের দায়ে শ্যাম হারাই, প্রাণের দায়ে আছ রাই,
পাছে ভিক্ষের দায়ে রাই হারাই,
দাস গোবিন্দ চায় গো তাই
ভিক্ষে দাও রাই ভিক্ষে করি ॥

রাগিণী বিভাস—তাল জলদ আড়াঠেকা।

তবে ব'সো গো রাই,
আমি যাই যাই যাই একবার দেখে আসি।
দেখি লম্পট কি কপট যোগী, শঠ কি সন্ন্যাসী॥
বুঝে আসি গো কিরূপ স্বভাব কিরূপ ভিক্ষে,
কোন্ আশ্রমে আশ্রম কিরূপ দীক্ষে,
দেখলে সব পারিব চিন্তে, শুনলে সব পারিব জান্তে,
আন্‌লে তায় পারিব আন্‌তে অপ্রকাশি।
গোবিন্দদাস বলে তবে যাও গো বৃন্দে গোবিন্দ-দাসী॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

হেরি মনোহর রূপ, হরের স্বরূপ,
যেরূপ প্রকাশ রূপ ভাবিলে তা অপরূপ।
চাঁচর কেশে জটা ঘটা, কটা নয় সোনার ক'টা,
যে যে ভূষণ আছে ক'টা,
ঐ কটায় কি লুকায় রূপ॥
যে দিল কপালে আগুন, তার কপালে লাগুক আগুন,
জ্বালালে মন আগুন দ্বিগুণ,
দেখালে তার স্বরূপ রূপ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল জলদ আড়া।

আমি জগৎ ভুলাতে পারি তোমারে ভুলান দায়।
অন্যে কি সামান্য কথা ভুলায়ে এসেছি মায়॥

যখন যে রূপ ধরি, তার স্বরূপ মাধুরী ধরি,
অন্ধকারে দীপ ধরি অপ্রদীপ কর আমায়।
একবার সেই রাসে লুকায়ে, চতুর্ভুজ রূপ দেখায়ে,
ভুলাতে নারিলাম প্রিয়ে, ভুলিল গোবিন্দ মায়ায়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল জলদ তেতালা।

একি হেরি যোগীর বেশ ওহে হৃষিকেশ।
ত্যজে অগুরু চন্দন, বিভূতি বিলেপন,
হাড়মালা বিভূষণ নীল কণ্ঠদেশ॥
ত্রিশূল ডম্বুর করে, সুধাংশু শিখরোপরে,
সুরধনীর ধ্বনি শিরে, জটা বান্ধা কেশ।
গোবিন্দ দাস জেনেছে, মানে হেন সাজায়েছে,
সকলি গিয়াছে আছে নয়ন বিশেষ॥

রাগিণী বসন্ত—তাল তিওট।

দীননাথ কভু দীনের প্রতি লুকাও না।
মেঘে আচ্ছাদন, হয় যদি রবির কিরণ,
তবু দিবা বই রাত্র বলে না॥
যার যে স্বভাব, যায় না সে স্ব-ভাব,
যেমন চোরের স্বভাব—দণ্ড হলেও তার দণ্ডনাড়া ঘুচে না।
যেমন বারির স্বভাব শীতল, সোণা কি হয় গো পিতল,
পিতল কভু হয় কি গো সোণা—
আছে হে শোনা, যেরূপ ঘোষণা,
যেমন রসনা মনোবাসনা বই বোল বলে না॥

রাগিণী মুলতান—তাল খেম্‌টা।

এমনি দাও হে উপায় ক'রে।
যেন রাই চিন্‌তে পারে চিন্তা ক'রে॥
সে রূপ বিরূপ হ'লে যাব চলে,
ওগো বৃন্দে যাব চলে দেশান্তরে।
জীবন যাবার নাই অপিক্ষে,
বৃন্দে আমায় দাও সুশিক্ষে,
যে শিক্ষের রাই মান ভিক্ষে দেন আমারে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়খেম্‌টা।

ভিক্ষাং দেহি দেহি, ত্রাহি ত্রাহি পরিত্রাহি,
মান ভিক্ষাং দেহি।
ধনি গো আমি মানের ভিখারী, মান ভিক্ষা করি,
ধনের ভিখারী নহি॥
আলয়ে আসি দেখি অন্নযোগ, যোগবলে পাই সঙ্গ ভঙ্গ যোগ,
দৈবযোগে ছাড়া সুসংযোগ
যোগে যোগে ব্রহ্মচারী॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তিওট।

উদ্ধ ত্রিলোচন, রুদ্ধ কর বচন,
রুদ্ধ মননে যাও রাই রাজদ্বারে।
শিব ববম্‌ বম্‌ বলে, এই দণ্ডে যাও চলে,
উপায় দিই বলে হে—
যেন কথা ক'য়ো না থেক হে মৌন ধরে॥

হেরিলে পরে স্বভাব-মৌনী
শুধাইবে রাই চন্দ্রাননী
তখন চেয়ে দেখো না তার চন্দ্রানন,
হবে করতে চন্দ্রায়ন, যাতে নয়ন না দেখে সে সুনয়নী।
না চিনলে তোমায়, ডাকিবেন আমায়,
ভরগোবিন্দের উপায় দাস গোবিন্দের করে।

রাধার উক্তি।—

তুক সুর।

যোগিরাজ হে চাও কি ভিক্ষে,
কি ভিক্ষে দিব তোমায়।
কথা কও না হে কি দুঃখে
দেও না হে পরীক্ষে,
কিরূপ দীক্ষে শিক্ষে, কার অপিক্ষে,
চক্ষে দেখ না আমায়।
উভয় ধর্ম্ম যায়, উভয় কর্ম্ম যায়,
তোমার মর্ম্ম কি মর্ম্মভাব বল আমায়।
তুমি ব্রহ্ম কি ব্রহ্মজ্ঞানী
কোন্ ধর্ম্ম ধর্ম্ম মানি
না কও বাণী হে—
দাস গোবিন্দ অজ্ঞানী, জ্ঞান দাও আমায়॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী সিন্ধু—তাল মৎ।

কেন যোগীর বদন দেখে হাস্‌লি গো রাজনন্দিনী।

তুই রাজেশ্বরী রাজকুমারী
যেন চ'খের দেখায় হ'স্ নে বন্দিনী ॥
তুমি সন্ন্যাসী বড় ঘরের ঝিয়ারী
ওযে যোগী বিরাগী জাত ভিখারী
আজন্মাবধি উভয় নাই আলাপচারী,
কেন চোখে বারেক দেখে হ'লে আনন্দিনী
দাস গোবিন্দ কয় যোগী অপর নয়
তোমার প্রাণ গোবিন্দ গুণমণি ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল তিওট।

যোগী চায় না অন্য ধন, দৈন্য নাই সাধন,
অমান্য অন্য ধন, চায় সে মান ভিক্ষে।
যোগী সৌর কি গাণপত্য, শৈব কিংবা শাক্ত,
করে না কিছু ব্যক্ত যেরূপ ভক্ত দেয় না পরীক্ষে ॥
ভক্তি শক্তি আসক্তি সুদীক্ষে
এইরূপ শিক্ষে গুরুর সুশিক্ষে
যোগী শিঙ্গায় বলে শিবরাম, আবার ডম্বুরে বলে হরি,
স্বধর্ম্ম পরিহরি জয় ব্রজধাম ব্রজেশ্বরী।
যোগীর কোন্ ধর্ম্ম করে কোন্ কর্ম্ম
বুঝি মর্ম্ম রবে না আর অপিক্ষে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

কেন যোগীর পানে চেয়ে হাস্‌লি গো রাই।
তুমি রাজকুমারী গুণনিধি, ও ভিখারী নিরবধি,
জন্মাবধি কভু দেখা শুনা নাই ॥

দেখে যোগীর প্রীতি যে ব্যাভার
ঘুচে গেল মনের দুর্ভার
দাস গোবিন্দের ভবভার
ভূভারহারীর কৃপায় এড়াই ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

রাধার শ্যাম জলধর নব নটবর
বুঝি যোগীবর হয়েছে গো।
লুকাইলে রূপ লুকায় কি সে রূপ
স্বরূপে স্ব-রূপ রয়েছে গো ॥
শিরে মোহন চূড়া গলায় গুঞ্জ বেড়া
কটী পীতধড়া ত্যজেছে গো।
পরে বাঘ ছাল গলে হাড়মাল
শিরে শিরজটা ধরেছে গো ॥
শিঙ্গে ভম্ ভম্ মুখে বম্ বম্
ডম্বুরু গম্ গম্ বাজিছে গো ॥
আঁখি ঢুলু ঢুলু শিরে কুলু কুলু
সুরধনি ধ্বনি করিছে গো ॥
কাছে কপি মুখ নাচে রূপি মুখ
দু'পাশেতে দুটো রয়েছে গো।
আই মা যাই কোথা নাহি কয় কোন কথা
মাথা নাড়ায় মাথা খেয়েছে গো ॥
করি অপমান হরি অপমান
ম্রিয়মাণে মান দিয়েছে গো।

যে রূপ বর্ত্তমান দেবদত্ত মান
মূর্ত্তিমান্ মূর্ত্তি হয়েছে গো ॥
রসে হৃষিকেশ ধরি ছদ্মবেশ
ভদ্রবেশে উদয় হয়েছে গো।
উপ উপাস্থ রূপ সুদৃশ্য
ভস্ম ঢাকা আগুণ রয়েছে গো ॥
নন্দের নন্দন কি প্রেমের বন্ধন
অগুরু চন্দন ত্যজেছে গো।
নাহি মণিহার ফণীর বাহার
শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সেজেছে গো ॥
কেহ বলে হয় কেহ বলে নয়
যেরূপে যেরূপ ভাবিছে গো।
না জানি ভজন কৃপারি ভাজন
গোবিন্দ গোবিন্দে চিনেছে গো ॥

রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

আই মা যাই কোথা,
তাই গো পাই ব্যথা,
ম'রে যাই গো যাই, বাঁচি না মনোতুঃখে।
যে জন বৈকুণ্ঠ বিহারী শ্রীকণ্ঠ শ্রীহরি,
কুবের ভাণ্ডারী হ'য়ে ভিখারী,
সে হরি চায় মান ভিক্ষে,
দেখে হাসিল উভয় বিপক্ষে ॥
অতি যত্নের ধন কাল শশী,

যে জন তার মুখে দিল ছাই,
মরণ নাই এমন সর্ব্বনাশী।
তার মুখে দিই গো ছাই,
যে কপালে দিলে আগুন,
তার কপালে লাগুক্ আগুন,
জ্বেলে দুঃখাগুণ দেখালে গোবিন্দ গুণ শিক্ষে॥

রাগিণী সুরট—তাল মধ্যমান।

মনোহর হররূপ হইলেন শ্রীহরি।
মনোহরা তারারূপ তুমি
একবার হও কিশোরী॥
আমরা অষ্ট গোপিকা
হব গো অষ্ট নায়িকা
অস্পষ্ট হ'য়ে রাধিকা
স্পষ্টরূপা হও শঙ্করী।
অপর্ণারূপে কৈলাসে অপরের শিক্ষে
অন্নপূর্ণারূপে কাশীনাথে দিলে ভিক্ষে
শিবে যেমন অন্নভিক্ষে দিলেন শঙ্করী।
তুমি তেমনি শ্যামে মানভিক্ষে
দাও গো ক্ষেমঙ্করী॥
আর এক অপরূপ উদয় হ'ল মনে,
সেরূপ স্বরূপ আজি দেখব বৃন্দাবনে,
আমরা বিধি ইন্দ্র হর হরি,
সিংহাসন শিরেতে ধরি,

শবাসনা তনুপরি
হও দেখি রাজ রাজেশ্বরী ॥
সকলি সম্ভবে তোমার না হয় অসম্ভব,
লক্ষ্মী নারায়ণ তুমি ভবানী কি ভব,
গোলোকে গোবিন্দ গতি.
বৈকুণ্ঠে কমলা স্থিতি,
দাস গোবিন্দের হৃদয় ব্রজে বসতি
কর শ্রীমতী শ্রীরাধা সুন্দরী ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

বম্ বম্ বম্ ববম্ ববম্ ববম্
শিব শিব শিব কাশী নিবাসী ।
কিঙ্করে কুরু করুণা রাশি ।
হর হর হর, পাপ তাপ হর,
মনোহর হৃদে বিহর আসি ॥
কি তুল অতুল রাতুল পদ,
পদ সমতুল নাহি সম্পদ,
জিনি কোকনদ বিনোদ বিনদ.
নখচাঁদে কাঁদে নয়ন শশী ॥
উরু সুচারু কটী পরিসর,
ললিত গলিত বাঘা বাঘাম্বর,
অস্থিমালা উর, জিনিয়ে ময়ূর
নীলকণ্ঠ কণ্ঠ গরল রাশি ।
আজানুলম্বিত ভুজ মহাভুজ,

অলক্ত দলিত শ্বেত রক্তাম্বুজ
ত্রিশূল ডম্বরু সিঙ্গা সহ পূজ
বিল্বদলাম্বুজ দিয়ে রাশি রাশি।
শিরে সুরধনী ধ্বনি কুলু কুলু
বিরূপাক্ষ নলিনাক্ষ ঢুলু ঢুলু
ধুতুরার ফুলে শোভে শ্রুতিমূল
স্থূলে ভুল ভোলা কপট প্রকাশি ॥
মহিমা মহিমা জানিবারে শেষ,
অশেষ বিশেষ সঙ্গে অঙ্গে শেষ
শেষ লেশ কিছু না পেয়ে বিশেষ
শ্রীগোবিন্দ শেষে সাজিল সন্ন্যাসী ॥

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ

দ্বিতীয় খণ্ড

——:০*+*০——

সুবল-সংবাদ যাত্রার পালা।

—:০§§⊂×*×⊂§§০:—

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর—তাল আদ্ধা।

খেলারসে ছিল কানু সুবলের সনে।
হেন কালে শ্রীমতীরে পড়ে গেল মনে॥
খেলা ছাড়ি ছল করি সুবলের সঙ্গে।
বিপিনে ভ্রমণ তরে চলে মনোরঙ্গে॥
তমালে কনকলতা জড়িত শোভন।
নবীন মেঘেতে শোভে তড়িৎ যেমন॥
ঐ রূপ হেরিয়ে শ্যামের বিদরয়ে বুক।
গোবিন্দ দাস দেখে গোবিন্দের দুঃখ॥

ত্রিপদী ছন্দ।

সুবলে করিয়া সঙ্গে, বিপিন-বিহারী রঙ্গে,
বিধগধ রসময় শ্যাম।
রাধাকুণ্ড তীরে আসি, কুসুম কাননে বসি,
শোভা হেরে অতি অনুপম॥

বৃন্দাদেবী হেনকালে, আসিয়ে সেখানে মিলে,
চম্পক কুসুম করে করি।
সুবলেরে সমর্পিল, তেঁহ কৃষ্ণগলে দিল,
উদ্দীপন রাধার মাধুরী ॥
কুসুম সুষম নহে, বিষম বিষেতে দহে,
কহে শ্যাম কান্দিয়ে কান্দিয়ে।
গোবিন্দ দাসে কয়, সুবলের হৈল ভয়,
কানায়ের কান্না মুখ চেয়ে ॥

বৃন্দের উক্তি —

রাগ বসন্ত--তাল তিওট।

বৃন্দে হেরি সুবলে, ঘেরি সুবলে,
অতি সু-বোলে আশু বলে সুসংবাদ সুবলে।
সুবল যাওরে যাও, ধর রে চম্পক কলি।
বিনে সেই শ্যামকায়,
আর বল সাজ্‌বে কায়,
এ হার দিব কায়, বিনে শ্যাম বনমালী ॥
শ্যাম অঙ্গ কাল ফুলের রঙ্গ ভাল,
কালো অঙ্গে হার সাজ্‌বে রে ভাল,
কালো রূপ মোরা বাসি বড় ভাল
তাই কালোরে ভালবাসি ॥
যে গেঁথেছে চম্পক হার,
কি কব আর গুণ তাহার,

এ হারে বিহারে সমুদয়,
হয় প্রেমোদয় ভাবোদয়,
সর্ব্ব সত্বোদয় যার পদদ্বয়োপরি উন্মত্ত অলি ॥

রাগিণী সুরট—তাল যৎ বা আড়াঠেকা।

সুবল, প্রাণ যায় শ্রীমতীর বিহনে।
চম্পকের দাম হেরি শ্রীরাধারে পড়ে মনে ॥
তুমি আমার প্রাণসখা,
শ্রীমতী আনিয়ে দেখা
কুঞ্জেতে রহিলাম একা অস্থির হইয়ে প্রাণে ;
আমি মুদি দুটি আঁখি,
অন্তরে রাইরূপ দেখি,
হৃদয়ে উদয় একি চন্দ্রমুখী চন্দ্রাননে।
আমার জীবনের জীবন রাধা,
রাধা যে গো অঙ্গের আধা,
যার লাগি নন্দের বাধা, সে নাম সাধা বংশীর গানে ॥

রাগিণী করুণা - তাল তিওট।

ঐ দেখ ত্রিভঙ্গরাজ, রঙ্গে করে বিরাজ,
রাজীবরাজ সহ নির্জ্জনে—
কানাই বলরে বল্, কেমনে আনিব রাধায়।
সে সর্ব্বদা পরাধিনী, সব সাধে বিষাদিনী,
তোর প্রেমাধিনীরে—
যদি আন্তে যাই, জান্তে পারবে মুখরায় ॥

যা হবার নয়, তা কেমনে হয়,
আছে মানের ভয়, প্রাণের ভয় উভয় উভয়—
নাই দিবাতে উদয় চাঁদ, হবে নিশিতে উদয় চাঁদ
কালাচাঁদ চাঁদ রে—
এমন গগন-চাঁদ ধরাতে কি ধরা যায় ॥

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

চম্পক বরণ বলি, দিলি রে চম্পক কলি,
এ ফুলে এ ফল আছে কে জানে।
ফুল নয় ভাই ত্রিশূল অসি, মরমে রহিল পশি,
রাই রূপসীর রূপ-অসি হানে প্রাণে ॥
শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী,
শ্রীরাধা তুল্য বাসি.
আমি সরসীবাসি কাননে।
বিনে সেই রাই রূপসী,
জ্ঞান হয় সব বিষরাশি,
গরল গ্রাসি নাশি এ জীবনে ॥
আমার মিথ্যা নাম রাখালরাজ,
মিথ্যা রাখাল সনে বিরাজ,
রাখালে রাজ আজ্ঞার কাজ কি জানে।
যদি নাহি পাই রে রাধা,
জীবন যায় নাই রে বাধা,
আনিতে জীবন রাধা—
যাও রে সুবল সুবোল-বদনীর স্থানে ॥

শুক শারীর নিকট সুবলের শ্রীকৃষ্ণ অর্পণ।

রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

নাহি দেখে সখীগণ নাহি দেখে সখা।
শ্রীকুণ্ডের তীরে পায় শারী শুকের দেখা॥
দেখো ওরে শুক শারি!
রাধাকুণ্ডে একা রৈল শ্রীরাধার বংশীধারী।
নও তুমি সামান্য পক্ষ, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণ পক্ষ
সাপক্ষ হও রে পক্ষ, আন্‌তে যাই রাই চন্দ্র পক্ষ,
আমার অপিক্ষে, রক্ষে ক'রো শ্রীহরি।
নাহি হেথা সখী সখা, তোমাদের পাই দেখা,
শ্রীহরির সঙ্গে থাকা, শ্রীহরিরে সঙ্গে রাখা,
যেন গোবিন্দ থাকে না একা, রাই শোক হৃদয়ে ধরি॥

চপের সুর—তাল তিওট।

নিকটে বসিয়ে থেকো,
রাধা রাধা ব'লে ডেকো,
ওহে শ্রীহরির সুয়ো।

রাগিণী বিভাষ কল্যাণ—তাল তিওট।

আমারে নাই সাধ্য কি অসাধ্য।
যৎ কি পাত্য অসাধ্য হয় সুসাধ্য॥
নাই অন্যের সাধ্য, অন্যের কি সাধ্য,

করি যার সাধ্য, করি তার সাধ্য,
যে জগতে অবাধ্য, সে আমার অবাধ্য,
বুঝি কি ছিল পূর্ব্ব সাধ্য, তাইতে অপূর্ব্বসাধ্য,
তুমি বাধ্য রে,—
যেমন শিবের কপালে বাধ্য চন্দ্রার্দ্ধ ॥

সুবলের উক্তি ।—

রাগিণী করুণা—তাল তিওট ।

শারি শুক রে—
রৈল অসুখে শ্রীকুঞ্জে শ্রীরাধার শ্যাম ।
যদি রাধানাথ রাধা ব'লে, ঝাঁপ দেন শ্রীকুণ্ডের জলে,
সেই কালে রে—
আসি সম্মুখে ব'লো জয় জয় রাধার নাম ॥
বড় সুখের ধাম, বড় সুখের নাম,
নামে ঐকান্তিক হ'লেই হয় পূর্ণ মনস্কাম ।
লয় জগতে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণ লয় রাধার নাম,
পরিণাম রে,—
দাস গোবিন্দ কয়, বেদান্তে অভেদ যেন শিব রাম ॥

সুবলের জটিলালয়ে গমন ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল ।

শিবে সংপ্রতির সুর ।
সুবল সুবলং, ঝটিতি জটিলালয়ে গমন,

বন ভ্রমণ করিয়ে।
বৎস হারায়ে যেন ব্যাকুল বৎস লাগিয়ে ॥
হেরি তারে কুটিলে কুটিল ভাষে,
কুটিল সামান্য নামাভাসে, কহে হাসিয়ে হাসিয়ে—
একি তুচ্ছ কথা উচ্চ ঘরে, তাইতে লোকে কুচ্ছ করে,
পুচ্ছ কি বৎস কোথা মমালয়ে ॥
তখন রুষ্ট বচনে, সুবল রুষ্ট মননে,
অভিষ্ট জীবনে বারিপুষ্ট নয়নে,
কহে জটিলে ধেনু জুটিলে,
কিন্তু হটিলে কুটিলে হাতে ঠেকিলে কি দায়ে।
যায় বৎস বৎস পরে বৎস
নব বৎস এক, বঁধু রেখেছেন বাঁধিয়ে ॥

কুটিলার উক্তি।—

সরমে কি করে রে—সুর।

অনেক মায়া জানে।
কুলবতীর কুল মজায়—
বংশী বাজায় বনে বনে ॥
কেউ বসন চোর, কেউ ভূষণ চোর,
কেউ মাখন চোর, কেউ মন চোর,
চোরের কথা নাই কারু অগোচর—
দশ বারো চোর এক থাপানে।
কেউ করে গোয়েন্দাগিরি,
কেউ বা করে সিঁধেল চুরি,

আছে চতুর বৃন্দে নারী,
শাক দে মাছ ঢাকে গোপনে ॥
চোরের গুরু নন্দের বেটা,
সে বেটা এক বিষম ঠেটা.
তার কদমতলায় যত লেঠা,
যেন শ্যাকুলকাঁটায় কাপড় টানে ॥

জটিলার উক্তি।—

সরমে কি করে রে—সুর।

সুবোলে সু-বল, কুবোল ব'লো না কুটিলে।
চোর সাধু হোক্ ঘরের কথা,
বোয়ের ভাই কুটুম্বের ছেলে ॥
ভাল মন্দ সকল ঘরে,
কার ঘরে কে বিচার করে,
সে সব কথা কইলে পরে,
কার বা কুল থাকে গোকুলে ॥

সুবলের উক্তি।—

রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

কমলিনি গো করি সম্বোধন,
প্রণাম নিবেদন আমার।
তোমার কুঞ্জে তোমার শ্রীকৃষ্ণ,
চম্পকের হার করে দৃষ্ট, ঘটায় কি অনিষ্ট গো,—

বলে ইষ্ট রাই দৃষ্ট হও গো একবার ॥
কখন জলে কখন স্থলে,
স্থাবর জঙ্গমে প্রেমে রাই বলে,
কভু হেমাব্জে দিয়ে অঙ্গ নীলাব্জ,
সরস অঙ্গ পরশ অঙ্গ গো,—
কভু সংজ্ঞাহীন দীন হীন নন্দকুমার ॥

রাগিণী বসন্ত—তাল তিওট।

সুবল বল্ রে বল্,
যদি এই দশা শ্রীকৃষ্ণের দেখেছিলি।
যে জগতের প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ,
তুই এ সবার প্রাণ কোন্ প্রাণে রেখে এলি ॥
রাণীর প্রাণধন, রামের জীবন ধন ,
আমার সাধন ধন,—
ক'রে সে ধনে নিধন প্রায় সংবাদ দিলি।
একে দিবস তায় বিবশ নারী, সবশে চলিতে নারি,
অবশ হলো কায়, দুঃখ কব কায়,
কিরূপ লুকায় বুঝি বাঁকায় বাঁকায়,
এবার নীলকায় নিব কার মন ছলি ॥

সুবলের উক্তি।—

রাগিণী বিভাষ—তাল তিওট।

রাই কি জন্য আতঙ্কে, যে জন্য যে আতঙ্কে,
নাই সে আতঙ্ক মণি-মন্দিরে।

তোমার হরি প্রেম মাখা অঙ্গ, করিবে হরি সঙ্গ,
মাতঙ্গ আতঙ্ক পতঙ্গ কি করে ॥
ত্যজ রাই অন্য মতি, কর রাই অনুমতি,
সম্মতি গতি শ্রীকুণ্ড তীরে।
যেমন শিবে ছলিলেন শিবে,
সেইরূপ ছলে আসিবে,
দুঃখ নাসিবে, ভাসিবে প্রেমনীরে।
রাই তুমি লও আমার বেশ,
আমায় দেও তোমার বেশ,
রাখাল-বেশ সাজিবে ভাল তোমারে।
ঘরে আমি রই তোমার বেশে,
তুমি যাও রাই আমার বেশে,
আবেশে অবশ শ্যাম কলেবর ॥
দুঃখ হর গো হ'য়ে অংশী,
কর গো করে বংশী,
ধর গো ধর বংশী অধরে।
হারে রে রে রে বলি,
ধর বদনে নব স্বু-বলি,
হরি বলি যাও বাঁচাও হরিরে ॥
গৃহ-কাজ সকল সারি,
আমিও গো যদি পারি,
যাব গো প্যারী কোন ছল ক'রে।
কর গোবিন্দের মানস পূর্ণ, হবে সাধ পরিপূর্ণ,
পূর্ণরূপ উদয় কর অন্তরে ॥

রাধার উক্তি ।—

রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

ভাই সুবল রে, সাজ দেখরে দেখ,
বল্‌লি যা তুই কর্‌লেম তাই
আমি অন্য ভয় ভাবি নাই.
দেখিতে তুই পাবি নাই,
ভাবি তাই রে ভাই তাই,—
পাছে মান হারাই—প্রাণ হারাই—
আর তোমারে হারাই।
সাজালি সব অঙ্গ, লুকাল সব অঙ্গ,
কিন্তু অঙ্গহীন হোল রে ভাই একাঙ্গ,—
তুমি ভ্রান্তে অভিভাবক.
স্তবেতে অতি স্তাবক,
নও অভাবক রে,—
যাবক পাবক প্রায়, হলো পায়,
তায় কিসে লুকাই ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর।

রাগিণী করুণা—তাল আড়া

তখন সুবল সুবুদ্ধি বিচারিয়ে।
দিলেন রতন নূপুর পরাইয়ে ॥
গাঁথি দিল রঙ্গণের কুঁড়ি।
পাবক যাবক রহে জুড়ি ॥

হাসি হাসি কহে কমলিনী।
ধন্যরে চতুর চূড়ামণি॥
শ্রীহরি স্মরণ করি রাই।
শ্রীগোবিন্দ দরশনে যাই॥

রাধার উক্তি।—

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর ঢপ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

এরূপে যাব কিরূপে, বল কোন বুকে।
ভাল ছিল রে বালিকা কাল,
কালে কাল হলো বুকে॥
শুনি কথা তোমার মুখে,
থর থরিয়ে কাঁপি বুকে,
অম্বরে কি সম্বরে বুকে, ভাবি হস্ত দিয়ে চিবুকে;
ননদিনী ডাকাবুকী,
দেখিলে তারে ঢাকিব কি,
যদি দেখে পাষাণবুকী, দেবে রে পাষাণ বুকে॥

রাধার উক্তি।

রাগিণী বসন্ত—তাল তিওট।

ওরে ও সুবল, আহা মরি, কি হ'লে সুন্দরী তুমি।
হ'লে যেরূপ নারী, স্বরূপ বলিতে নারি,

চিনিতে নারি রে তুমি কি আমি ॥
থাক নিরন্তর, দেখি নিরন্তর,
জানে সে অন্তর শুধু অন্তর্য্যামী।
আমি যাই ভাই তুই রইলি ঘরে,
আমার নীল বসন অলঙ্কার প'রে,
চিনিতে কেউ পারিবে না তোরে,—
কর্ম্ম-অনুসারে ক'বে কথা ঠারে ঠোরে,
গৃহকর্ম্মান্তরে যদি পার রে, হইও শ্রীকুণ্ডগামী ॥

সুবলের উক্তি।—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হৃদয়ে ধর গো ধবলী।
আছে যে গো ধবলী ॥
নবীন রাখাল তুমি ভাল,
সাজিবে ভাল নব ধবলী।
নব বৎস লও গো কোলে,
চিনতে নারিবে সকলে,
দিও শ্রীগোবিন্দের কোলে,
ওগো কানাই লও গো বলি ॥
যদি জটিলা দেখিতে পায়,
প্রণাম করিবে পায়,
যেন বাক্য শুনিতে পায়,
দাস গোবিন্দ দেয় বলি ॥

কীর্ত্তনাঙ্গ সুর—আড়া ঝাঁপতাল।

নিজ মন্দির ত্যজি নিকুঞ্জে চলে।
মকরাকৃত কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥
মদমত্তা উন্মত্তা মাতঙ্গগতা।
পদ পঙ্কজ সরোজ ধূলিবলতা॥
নত কন্দরং হেরি গত সুবলং।
জটিলা জয় দেই বলে কুশলং॥
দাস গোবিন্দ কবি আনন্দে ভণিতং।
বলে ধনি রে ধনি মহা ধ্বনিতং॥

কুটিলার উক্তি।—

তাল খেমটা—টপ্পা সরোমের সুর।

গমনে গমনে আমার লাগিল কেমন কেমন।
সুবলের বেশ ধরি সুন্দরী রাই যেমন যেমন॥
বামাচরণে বামাগতি, সচলা চঞ্চলা মতি,
সর্ব্বাংশে জ্ঞান হয় শ্রীমতী অঙ্গজ্যোতি তেমন তেমন॥
দিবসে গোবিন্দের প্রীতি, তাই সুবল বেশে গতি,
এ দাস গোবিন্দের মতি অনুমান করে এমন এমন॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

রাগ বসন্ত—তাল তিওট।

সুবল বল্ রে বল্ হ'ল কি বন্ধে প্রতিবন্ধ রাই-আশায়।
যার আসার আশায়, ছিলাম যে আশায়,

হলে সে আশে নৈরাশ, ভাই তোমার আশায় ॥
তোমার অপেক্ষায়, ছিলেম অপেক্ষায়,
আর রব বল কাহার অপেক্ষায়।
ফেলো না উপেক্ষায় ধর ভার বক্ষায়,
কিসে তরিব এই দুর্দ্দশায়।
রাই দিলেন না সুদর্শন,
হবে তা পরশন ব্রজের আসন, হলো নিরাসন,—
বিষ বরিষণ, সুধা বরিষণ,
বর্ষেরে ভাই তোর ভাষায় ॥

শ্রীমতীর সুবল বেশে উক্তি।—

রাগিণী যথা—তাল তিওট।

প্রাণ কৃষ্ণের সুর।

কেন কি চিন্তে, এত সচিন্তে,
ওহে চিন্তামণি কিছু চিন্তা নাই।
তুমি করিয়ে যার চিন্তে, পার না যারে চিন্‌তে,
একি চিন্তে হে,—
হ'লে সচিন্তে নিশ্চিন্তে কি থাকিতেন রাই ॥
চিন্তে কুল দুকুল হারাই।
রাধার যেরূপ ঘর অবিদিত নাই,
সকলি ত বিদিত আছ গো কানাই,
যেমনি ব্যাধের বাঁধা কুরঙ্গী সেধের বাঁধা তুরঙ্গী,
তেমনি বাঁধা কুরঙ্গী হে সুসঙ্গী নাই।

তার আপদ হে পদে পদে, দৈবে রাখে বিপদে,
গোবিন্দ দাস গোবিন্দের পদে পতিত বিপদে তাই ॥

সাদা তুক্ক ।

কোথা রাধা বলে শ্যাম পড়িল ধরণীতলে ।

ঘোষা কীর্ত্তন ।

গা তোল হে মুরলীধারী শ্যাম গা তোল ।
ধূলায় প'ড়ে নীল কমল কলি—
পাছে এসে দংশে অলি, শ্যাম গা তোল ॥
গা তোল বসন পর, নিজ দাসীর বদন হের,
এই লও তোমার চূড়া বাঁশী
আমি সুবল নই তোমার দাসী হে গা তোল ॥

রাগিণী করুণা—তাল তিওট ।

রাধে প্রণাম হই, বৃন্দে অন্তঃসই,
কিছু কই গো কই আত্মতত্ত্ব নিবেদন ।
যদি দোষী হই ও চরণে, দাসী জীবন মরণে,
শয়নে স্বপনে, তব স্মরণে হেরি তোমার চাঁদ বদন ॥
সবিনয়ে করি সম্বোধন,
কথা কও না, কি জন্যে মৌনাবলম্বন,
জানি তুমি দুর্জ্জয় মানিনী, আমরা তা কবে মানি নি,
চাঁদবদনী বদনে নীলাঞ্চল রাই কখন অপ্রকাশি,
কখন সুপ্রকাশি, না কও প্রকাশি,
দেখি, কখন হাসি কখন ক্রন্দন ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

মনে নাহি ছিল প্রিয়ে হইবে সুখ-মিলন।
দৈবের ঘটনে আজি ঘটিল হে অঘটন॥
অনুকূল হ'য়ে বিধি,
মিলাইল গুণনিধি,
যাবৎ জীবনাবধি বিক্রীত পদে জীবন॥

সুবলের উক্তি।—

রাগিণী মূলতান—তাল খেমটা।

আমি দন্তে তৃণ ধরি
আমার প্রাণ ধর শ্যাম 'বাক্য ধরি॥
দোহাই শ্রীগোবিন্দের দোহাই বৃন্দে তোমার পায়ে ধরি।
আমি রাধিকে রূপধারী,
আছি রাধার আজ্ঞাকারী,
রাধাকুণ্ডে গেছেন রাধা আমার বসন ভূষণ ধরি॥

রাগিণী সুরট—তাল তিওট।

কি বললি বল্, কি কর্‌লি বল্, কিরূপে এরূপ ধর্‌লি বল্,
সুবল সুবোল বল, গোপীর প্রাণ সম্বল,
কোথা প্রাণের কিশোরী।
উপায় বল্ রে বল্ কিবা করি,
সে নারী যে নারী, গুণ বর্ণিতে নারি,—
তুই কার কথায় কর্‌লি তায় বনচারী॥

যে কুলকন্তে মান্যে গণ্যে,
হ'য়ে শরণ্যে, পাঠালি তায় অরণ্যে,
যা হ'ক ধন্য তুই চোরের ধন করলি চুরি ॥

চৌপদী।

রাগিণী রামকেলি—তাল তিওট।

সখি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্য ধর, অসহ্য সহ্য কর
স্বকার্য্য সাধন আমি ক'রে যাই।
যদি রাই পদে থাকে চিন্তে, অন্যে পারিবে না চিন্তে,
যা বলি চিন্তে, কিছু চিন্তা নাই ॥
আমি না মানি ধর্ম্মাধর্ম্ম, করেছি তোমার কর্ম্ম,
এ কর্ম্ম মর্ম্মানুযায়ী বেতন পাই।
আমি আর কিছু না চাই ভিক্ষে,
দেও গো প্রাণদান এই ভিক্ষে,
বিপক্ষের চক্ষে যাতে রক্ষা পাই ॥
কেউ চিনতে পারবে না হেরি, আছে রীত বরাবরি,
লয়ে গাগরী বারি আনতে যাই।
শ্রীগোবিন্দের মানস পূর্ণ হইলে পরিপূর্ণ,
পূর্ণরূপ দেখিবে কে সুবল কে রাই ॥

কীর্ত্তন সুর।

সুবল-বচন, শুনিয়ে তখন,
গমন করিল নারী।

শ্রীরাধাকুণ্ড ধামে, রাধা শ্যামের বামে,
সুবলবেশে সুকুমারী ॥
আসি বৃন্দে সখী, হাসি বলে একি,
কখন না দেখি শুনি ।
নূতন রাধিকে, ভাবের ভাবিকে,
কাননে কে দিল আনি ॥
এ কেমন ধারা, ধড়া চূড়া পরা,
রাখাল স্বরূপ নারী ।
আই মা যাই কোথা, একি লাজের কথা,
হেরিয়ে মরমে মরি ॥
দেখি বৃন্দে সখী, রাধা চন্দ্রমুখী,
বিমুখী হইয়ে রয় ।
শ্রীগোবিন্দ দাস, করয়ে আশ্বাস,
কারে কর এত ভয় ॥

কীর্ত্তনাদি ত্রিপদী ছন্দ ।

বারিচারী গাগরী কক্ষেতে করিয়ে ।
নানা উপচার লয় তাহাতে ভরিয়ে ॥
যমুনা সিনান বাদ জল ছল করি ।
অতি দ্রুতগতি চলে অনুমতি ধরি ॥
যথা রাধাকুণ্ডে রাধা সঙ্গে রাধানাথ
তথায় সুবল গিয়া হৈল প্রণিপাত ।
বিবিধ মিষ্টান্ন দেয় দোঁহাকার করে ।
হেরিয়ে গোবিন্দ ভাসে আনন্দ-সাগরে ॥

রাগিণী করুণা—তাল তিওট।

যেরূপ হয়েছ নারী, স্বরূপ বর্ণিতে নারি,
করল কে এরূপ নারী বল্ রে বল্।
তুমি এলে যে রূপ ধরি, সাধ হয় ধরি ধরি,
প্রাণ ধরিবারে মাধুরী প্রাণ সুবল ॥
যেরূপ অসাধ্য সাধনা সাধিলে,
জন্মে জন্মে আমায় বাঁধিলে,
আমায় যেরূপে বেঁধেছে রাধা, সেইরূপে রইলেম বাঁধা,
অতুল সুবল রাধা তুল্য বল্।
রাই মণিহার দিয়েছেন তোমারে,
আমি আর কি হার দিব ও শ্রীকরে,
তাই এনেছ যার উপহার, বদনে দেও রে তাহার,
দাস গোবিন্দের হৃদয়হার উপহার হার প্রবল ॥

কীর্ত্তন সুর।

সুবলে সুবোল তখন বলে সুবদনী।
সাধিলে অসাধ্য কাজ চতুর শিরোমণি ॥
যোড়কর করি সুবল রহে দাঁড়াইয়া।
উভয়ের গলে হার দিলেন হাসিয়া ॥
প্রণাম করিল সুবল যুগল চরণে।
এই রূপ হেরি যেন জীবনে মরণে ॥
যুগল চরণ সেবা যুগল পিরীতি।
গোবিন্দ দাসের আর নাই অব্যাহতি ॥

কুটিলার উক্তি।—

টপ্পা—তাল খেমটা।

কুটিলে মা,—
একবার দেখ্ না গো বার্ হ'য়ে।
জল আনিতে গেল রাধা বাধা না মানিয়ে।
খুঁজে এলাম প্রতি ঘাটে,
নাইকো বৌ কোন ঘাটে,
ঘাট ছেড়ে গেছে অঘাটে,
আয়ান দাদার মাথা খেয়ে॥

জটিলার উক্তি।—

রাগিণী বেহাগ—তাল খেমটা।

একবার আয় কুটিলে দেখি।
দেখি কোন্ ঘাটে রাই চন্দ্রমুখী॥
আছে কি ডুবেছে জলে,
এ বারতা কে দেয় ব'লে,
কাল হ'লো কালো জলে,
কাল জলে ঘট্‌লো বা কি
বেহায়া গোয়ালার মেয়ে,
বৌ হ'য়ে ঘুরে সং সাজিয়ে,
দিনে সাতবার বৌ হারায়ে
মায়ে ঝিয়ে করি বা কি॥

রাগ কীর্ত্তন পদ—যমক চৌপদী ছন্দ।

কত বা ঘটিবে জ্বালা।
যদি নাহি খুঁজে পাই বৃষভানুবালা॥
কহিল কুটিলে, রুষিল জটিলে,
ঘটালে বিষম জ্বালা।
খুঁজে প্রতি ঘাটে, মাঠে বাটে গোঠে,
খুঁজিল কদম্বতলা॥
ইতি উতি ধায়, দেখা নাহি পায়,
কভু দ্রুত কভু ধীরে।
রাধাকুণ্ড তীরে, দেখয়ে বধূরে,
শ্যাম সহ গোপিনীরে॥
আপন বঁধু ব'লে, ধরিল সুবলে,
মায়ে ঝিয়ে জোর ক'রে।
সুবলের বেশে, রাধিকা তরাসে,
পলাইয়ে গেল ঘরে॥
ধরিয়ে দু'জনে, লয়ে গোপীগণে,
যশোদা-ভবনে যায়।
বঁধুর বন্ধন, যশোদা-নন্দন,
দেখাইল যশোদায়॥
শুন নন্দরাণী, তোর নীলমণির,
জ্বালায় ত্যজিব বাস।
ভয়ে যশোমতী, করয়ে মিনতি,
কহয়ে গোবিন্দ দাস॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা

ও যশোদে, এমন ছেলে না হওয়াই ভাল।
রাজকুলে এমন কালো ছেলে কোন্ কালে কার আছে বল॥
শুধু নয় ওর বরণ কালো,
অন্তর বাহির সকল কালো,
কালের জ্বালায় চিরকাল,
জ্বলিতে জ্বলিতে প্রাণ গেল।
তিনকাল গেল ধ'রে কালো,
নাই ইহকাল কি পরকাল,
দাস গোবিন্দের নিদান-কাল,
দেখি সে গোবিন্দ কালো॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

রাগিণী বেহাগ—তাল খেম্‌টা।

ওগো নন্দরাণী বলি।
এসে বাঁধিল সুবলে কুবোল বলি,
রেখেছি মান হাঁসি হাঁসি,
কি বল্‌ব তোমায় মাসী বলি॥
সুবলের ক্ষমতা বলি, যে রূপ ধরে কিরূপ বলি,
কখন হয় বৃন্দাবলী—
কুটিলের গুণ কত বলি; শুনে না সে যতই বলি,
মানে না বিপক্ষ বলি, বুদ্ধি যেন ঠিক ধবলী॥

কীৰ্ত্তনাঙ্গ সুর।

সুবল হাসি হাসি, কহয়ে প্রকাশি,
না শুন তোমার মাসীর গুণ।
কিবা বলদ গাই, কিছু চিনে নাই,
মুখেতে চোখেতে আগুন।
প্রতিদিন বনে, কানাইয়ের সনে,
খেলা করি হ'য়ে নারী।
কভু দ্বিজবর, অমর অপ্সর,
কভু হই ব্রহ্মচারী॥
না জানে কারণ, না মানে বারণ,
আসিয়ে ধরিল গলে।
এত অপমান, হ'য়ে রাখি মান,
কেবল কুটুম্ব ব'লে॥
গেছে ওরা ব'য়ে, আপনার বৌয়ে,
কলঙ্ক রটায় শ্যামে।
দেখ গো মা কি, কিসে হয় এ কি,
নাহি ভাবে পরিণামে॥
লাগায়ে দাদায়, রাধায় কাঁদায়,
আমায় বাঁধায় বৰ্ত্তমান।
কুটিলে কু-কায়, কাকের পিছে ধায়,
না দেখে আপন কাণ॥
সুবলের বাণী, শুনি নন্দরাণী,
হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে কয়।

গোবিন্দের হাঁসি, হেরি সর্ব্বনাশী,
মায়ে ঝিয়ে মৌন রয় ॥

জটিলার উক্তি।—

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

আই কি লাজের কথা,
সরমেতে ম'রে গেলাম।
কুটিলের কুবাক্যে তখন,
দু'টি চক্ষের মাথা খেলাম।
রাধিকার বেশ সুবল ধরে,
জানিব তা' আমি কেমন ক'রে,
লোকের তরে আপন ঘরে,
আপনি আগুন জ্বেলে দিলেম।
আমার বধূর বসন পরি,
আমার বধূর ভূষণ ধরি,
কে বলিবে যেন নব প্যারী,
সাধ ক'রে কি বেঁধেছিলেম
বৃন্দাবনে নন্দরাজা,
রাজার ছেলে চোরের রাজা,
দিতে এসেছিলেম সাজা,
আপনি সাজা পেয়ে গেলেম।
দাস গোবিন্দ কয়, এখন এমন কপাল,
এত করেও, তারে চিনতে নারলেম ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেম্‌টা।

কুটিলের কুটিল দুঃখ ঘুচিবে না'কো ম'লে।
দু'টী চক্ষের মাথা খেয়ে, বাঁধ্‌লি এসে পরের ছেলে॥
কেবা পুরুষ কেবা নারী,
ওদের মায়া বুঝ্‌তে নারি,
কখন হয় এমন কাণ্ডারী,
শুক্‌নো ডাঙ্গায় নৌকা চলে॥

যশোমতীর উক্তি।—

দাশুরায়ের যায় বসুদেবের সুর।

এই গোকুলে, মোর গোপালে,
সকলে করে নিন্দে।
মোর কপালে, বিধি দিলে,
কালো ছেলে শ্রীগোবিন্দে॥
যে কলঙ্ক সে কলঙ্ক,
সকলঙ্ক আছে চাঁদে কলঙ্ক,
শিবের কপালে অঙ্ক,
চির অঙ্ক স্থির অঙ্ক চির বন্দে।
কেহ বলে মাখন চোরা,
কেহ বলে বসন চোরা,
কেহ বলে মনোচোরা মুরলীর বন্দে॥
নানাভাবে দোষাভাসে নন্দে ভাবে সব বাসিন্দে
ব্রজবাসে সহবাসে দাস গোবিন্দ চায় গোবিন্দে॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।—

ভাঙ্গলো হাটের সুর।

নন্দরাণী গো,—দেখ চক্ষে প্রত্যক্ষে যার যেমন ধারা।
করে আপন আপনি চুরি, আমায় কয় গো চোর হরি,
লাজে মরি গো,—
আমার মিথ্যে নাম রটালে মাখন চোরা॥
শুনলে বাক্যের ধারা, দেখিলে চক্ষের ধারা,
ওমা ঐ দুঃখে বক্ষে বহে চক্ষের ধারা।
ক'রে এইরূপ সব মিথ্যে ওজোর,—
জোরহীনে করে বিজোর, আমার নাহি জোর,—
দেখ দেখ মা আমি চোর কি চোর ওরা॥

জটিলার উক্তি।—

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খেম্‌টা।

পোড়া লোকের মিছে কথায়, রাধা মিছে কলঙ্কিনী।
শ্যামের বামে থাকে সুবল, লোকে বলে তায় কমলিনী॥
কোন দোষী নও শ্রীরাধে, সদা সে দেবতা আরাধে,
শ্রীগোবিন্দ-পরিবাদে তারে কতই বলি মন্দবাণী।

জটিলার উক্তি—

আয়গো নবীন বিদেশিনীর সুর

রাগিণী আলিয়া—তাল ঠুংরি॥

ঐ দেখ কুটিলে আমার ঘরের বধূ আছে ঘরে।
না দেখে আপন ঘরে, লোক হাঁসালি ঘরে ঘরে॥

গোপন কথা স্বপন দেখে আগুণ জ্বালিস আপন ঘরে।
বৃষভানু ভানু গণ্য, কৃত্তিকের কীর্ত্তিকে ধন্য,
তাদের কন্যা নয় সামান্য, অমান্য কি মান্য ঘরে॥

কুটিলার উক্তি।—

রাগিণী বেহাগ—তাল পোস্তা।

আমি আর কিছুই বল্‌ব না।
যদি অঙ্গে অঙ্গে রয় দু'জনা॥
ঘরের বধূ রাখ ঘরে—
ওমা আমি তোমার ঘরে র'ব না।
নারী পুরুষ—পুরুষ নারী, নারীর মায়া বুঝতে নারি,
সাধ হয়েছে চোরের নারী,—
সে চোরা নারীর নাই ভাবনা॥

পয়ার ছন্দ।

সুরস সরস বাক্যে হেরি গুরুজন।
প্রণাম করিয়ে রাধা করে নিবারণ॥
আমার দুঃখের কথা শুন ঠাকুরাণী।
যে যা বলে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
এলায়িত কেশ আর বাঁধিতে না পারি।
তথাপি আমারে কহে কলঙ্কিনী নারী॥
ভালবাসে ভালবাসি ব্রজবাসী সব।
গোবিন্দ কহয়ে সব জানয়ে কেশব॥

গীত

কে না শুনে মোহন বাঁশী তার।
শুধু হইল মিছে কলঙ্ক আমার—
যেমন মৎস্যরঙ্গা কলঙ্কিনী জগতে ঘোষণা সার॥
এ কি আমার কপাল মন্দ, আনন্দেতে নিরানন্দ,
দেখেছিলাম নষ্টচন্দ্র, চন্দ্র ধম্ম হ'লো সার।
সময় আমার অতি মন্দ, তাই সবাই করে সন্ধ,
ভক্তের বাড়ী যাওয়া বন্ধ কেমনে সই এ অত্যাচার।
বরাত অতিশয় মন্দ, যার ভাল করি সে ভাবে মন্দ
গোবিন্দ পরিবাদে মন্দ ননদিনীর কু-ব্যাভার॥

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

তৃতীয় খণ্ড

মাথুর যাত্রার পালা।

—:০◯§‡* × *‡§◯০:—

বন্দনার গীতারম্ভ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

জীব! কেন রে অচৈতন্য।
দ্বৈত মান ত্যজ, শ্রী অদ্বৈত ভজ,
নিত্যানন্দে মজ, পাবে চৈতন্য॥
শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য,
প্রভুর মত কিন্তু নাহিক প্রভুত্ব,
প্রভুত্বে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,
যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, সস্বত্বেতে ধন্য॥
প্রভুর প্রিয়মন্ত, ছয় গোসাঞি গুণবন্ত,
দ্বাদস গোপাল চৌষট্টি মোহান্ত, শান্ত মহাদান্ত,—
ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত,
অনন্ত ভ্রান্ত জীব ত সামান্য।
প্রভু শ্রীনিবাস! পূরাও অভিলাষ,
ঘুচাও কু-বিলাষ হৃদয়ে কর বাস,

দেহ শ্রীপদে বাস দাসের এই আশ্বাস,
তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ ॥

মনোহর সাই—রূপক।

একি অপরূপ দেখ গগনের শশী বসি ভূতলে।
অরুণ বরণ হয়ে নিদারুণ, এত সাধের তরুণ,
তরণী আজ কে ভাসালে ॥
যেমন জলেতে জন্ম কমল, জলেতে ভাসে কমল,
কমলে জল হেরি অসম্ভব, যা না হয় সম্ভব,
তাকি কভু হয় সম্ভব ;—
এ যে দেখি গঙ্গার উদ্ভব, বিষ্ণু চরণোদ্ভবা চরণ-কমলে ;
যা না হয় ঘটন, তা কি কখন হয় সংঘটন,
হ'লো কি দুর্দ্দৈবের ঘটন ;—
এমন অঘটন ঘটনা কে ঘটালে ॥

ভৈরবী—পোস্তা।

তোরা যাস্ নে যাস্ নে দূতী।
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি ॥
যদি না কয় কথা তোদের সনে, ফিরে আস্‌বি অভিমানে,
আমি শুনে মরব প্রাণে, তাতে শ্যামের কি ক্ষতি ;
দয়া মায়া হীন কৃষ্ণ, মনে তা জেনেছি স্পষ্ট,
আসা যাওয়া মিছে কষ্ট কেন পাবে সই—
যদি যাস্ মধুপুরে, আমার কথা শুনাস্ না তারে,
বৃন্দে গো তোর করে ধ'রে করি আমি মিনতি ;

দেবগিরি—কাওয়ালী।

শ্যাম-শুক নামে প্রিয় পাখী।
এ দেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার ক'রে,
শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি॥
দেখেছ কেউ দেখার দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
তাতে রাধার নাম লেখা,
বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি।
বিধি যদি পাখা দিত, পাখী হয়ে উড়ে যেতাম,
যে বনে সে পাখী আছে, সেই বনে খুঁজিয়া নিতাম,
পাখীর বরণ চিকণ কাল,
হের্ব না আর কত কাল,
বৃন্দাবনে পাখী ছিল না হেরে তায় ঝুরে আঁখি।
এলাম পাখীর অন্বেষণে,
দেখা হ'লে বাঁচি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম বিনে রাই নামেতে সদা সুখী॥

মনোহর সাই।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
পাখী ধরেছি নয়ন ফাঁদে।
তারে হৃদয়-পিঞ্জরে, রাখিতাম ভ'রে,
প্রেম-শিকলিতে বেঁধে॥

যখন পড় পড় বলি, দিতাম করতালি,
পাখী ডাকিত শ্রীরাধা বলি।
পাখী কিছুদিন রয়ে, শিকল কাটিয়ে,
এসেছে সে পাখী উড়ে।
এখন পরম্পরা শুনি, কুব্জা নামে রাণী,
রেখেছে সে পাখী ধ'রে॥
ওহে দোহাই মহারাজ, কইতে পাই লাজ,
এসেছে পাখী এ পারে।
আমি কহি পুটাম্বুজে, তোমার তজবিজে,
পাইতে সে কি পারে,
ওহে তার পাখী সে কি পাইতে পারে॥

গীত।

শ্যাম-শুকপাখী উড়ে এসেছে।
সামাল্ সামাল্ ক'রে পাখী এ দেশেতে এসেছে॥
আমার পাখীর আছে চিহ্ন, ও তার হস্ত পদ রক্তবর্ণ
ভৃগুমুনির পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছে।
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা, তাতে রাধার নাম লেখা,
পাখী এই মথুরায় বিরাজ করিছে॥

ভৈরবী—একতালা।

এখন চিন্‌বে কেন চিন্তামণি।
হয়েছ রাজা, পেয়েছ কুব্জা,
আমি বৃন্দাবনের সেই বৃন্দা কাঙ্গালিনী॥

যখন রাধার ছিল চিন্তে, তখন আমায় চিন্‌তে,
ব'সেছ নাম কিন্‌তে, পার্‌বে না হে চিন্‌তে—
কুঞ্জ বিহার বনে, এ মধুর ভুবনে,
অন্তে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি ॥
রাধার পায়ে ধরা, ধরাতে অধরা, চক্ষে শতধারা, বক্ষে শতধারা,
দীনের অধীন ক'রে এলে কমলিনী ॥

ঝিঁঝিট—তিওট।

এই কি তোমার কুবুজায়, এই কি তোমার কু-বুঝায়।
দেখ দেখি রাই পক্ষে, সপক্ষে তার কে বুঝায় ॥
এ কি দুর্দ্দৈবের নির্ব্বন্ধ, যেমন ছাগ-পালে বাঘ অন্ধ,
যেমন আজন্ম অন্ধেরে অন্ধ বুঝায় ॥

মনোহর সাই—রূপক।

লম্পট নিদয়, তোমায় দয়াময় হরি বলে কোন্ গুণে।
কেহ চন্দনদানে, বসে সিংহাসনে,
কেউ বা প্রাণ দানে স্থান পেলে না চরণে ॥
কুব্জা প্রবীণে হ'ল নবীনে, হেদে ও শ্যাম রাই তোমা বিনে,
যেমন রাম বিনে জানকী অশোক বনে ॥
রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী,
সকলি তোমার কৃপায়, যারে রাখ পায়,
সে সকলি পায়, হরি যারে না রাখ পায়,
বিপদ ঘটাও তার পায় পায়, হাসি পায় হে,
পায়-ধরার দিন পড়লে মনে ॥

ললিত—যৎ।

পার না পার না শ্যাম চিনিতে ও শ্যাম চিনিতে।
ছিলে যে শ্রেণীতে, এখন নাহিক সে শ্রেণীতে॥
যখন বেণু চিনিতে, যখন ধেনু চিনিতে,
যখন ব্রজের রেণু চিনিতে।
যখন বাধা চিনিতে, যখন বাঁধা চিনিতে,
যখন রাধায় চিনিতে, তখন আমায় চিনিতে,
তোমার বাক্যগুলি স্নিগ্ধবারি বর্ণিতে,
দুগ্ধপ্রায় হ'লো মুগ্ধ, যেন দুগ্ধ-চিনিতে,
পড়েছ পদ্ম চিনিতে, হয়েছ বদ্ধ চিনিতে,
হদ্দ সুখী হলে চিনিতে,—
পূর্ব্বে পারি নাই চিনিতে, পরে পারিলাম চিনিতে,
পর কি পারে পর চিনিতে, আপনার হ'লে চিনিতে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খয়রা

মরি কি লিখন তোমার
লিখেছ হে নাগর চিন্তামণি
দাসী কর রাণী—রাণী কর কাঙ্গালিনী
কারু শাকে বালি কারু দুধে চিনি॥
কারু ভাগ্যে কান্না কারু ভাগ্যে হাসি
কারু ভাগ্যে কাশী কারু ভাগ্যে ফাঁসি
কেউ স্বর্গবাসী কেউ শ্মশানবাসী
বাঁশের বাঁশী করে বনবাসিনী॥

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

ধর ধর পত্র, এনেছি হে পত্র,
যে পত্র লিখেছেন রাই তোমারে।
তুমি রাজা ছত্রধারী, গরবিনী প্যারী,
সগৌরবে পত্র দিলেন আমারে॥
লয়ে তুলসীর পত্র, লিখিলেন পত্র,
অত্র পত্র মাত্র ধরিয়ে করে।
পত্রে লিখিতে প্রথম ছত্র, ভাসিল রাই-কমল-নেত্র,
রোমাঞ্চিত গাত্র কি হ'লো অন্তরে॥
বঁধু তুমি মহাপাত্র, তুল্য মন্ত্রী পাত্র,
পাত্রাপাত্র বোধ না হয় অন্তরে॥
পত্রের নাহি দোষাদোষ, যদি থাকে কোন দোষ,
দোষীর কপালে দোষ ঘটাতে পারে।
তাতে অবলার চিত্ত, সহজে বিচিত্র,
বিচ্ছেদেতে চিত্ত চঞ্চল করে॥

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

ব্রজের কুশল কব কি নব ভূপতি।
তোমার বিরহে ওগো মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী॥
মা যশোদা পিতা নন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছেন অন্ধ,
বলে—দেখা দে রে প্রাণ গোবিন্দ—
কাঁদ্‌ছেন সারা দিবারাতি॥
যমুনা পার হয়ে এলাম, রাই ম'লো রব শুন্‌তে পেলাম,

রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে কাঁদ্‌ছে যত যুবতী।
কোকিল তমাল ডালে, ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
গোবিন্দ দাসেতে বলে, (এমন) সুখের ডাকাতি ॥

সিন্ধু—একতালা।

মিছে কেন আর, গাঁথ কার তরে হার,
যেই পরিবে হার সেই অ-দৃষ্ট।
একজন সাধুর মূর্তি ধ'রে, দস্যুবৃত্তি ক'রে,
হরে নিল হার করিলাম দৃষ্ট ॥
অক্রূর নামেতে, ক্রূর নাই তা হ'তে,
ব্রজে সে পাপিষ্ঠ হ'য়ে প্রবিষ্ট।
রজনী প্রভাতে, মথুরার পথে,
তুলিছে গো রথে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥
চলে কালশশী, ব'লে আসি আসি,
ব্রজবাসী কেউ ত বলে না তিষ্ঠ।
নন্দ যশোমতী, আনন্দ সমিতি,
অসম্মতি কার নাহিক স্পষ্ট ॥

গীত।

আমি কেমনে বুঝাই মনকে।
ভুলেও ভুলে না সে যে কুগমনকে ॥
অধার্ম্মিকে যেমন ধর্ম্ম দরশন,
অভয়ার যেমন ভয় দরশন,
অন্ধজনার যেমন চন্দ্র দরশন, দান দরশন কৃপণকে ॥

সুরট রাগ—তাল যৎ।

আমি লিখিতে শিখিতে পেলেম কৈ।
শিশুকালাবধি নিরবধি জানি না শ্রীরাধা বৈ॥
ওহে বৃন্দে গুরু মহাশয়, যে বিদ্যা করিয়েছ সায়,
অবিদ্যার আশার আশায় সকল বিদ্যা জল সই॥
সকল জাতের হাতে খড়ি, আমার জাতের হাতে বাড়ি,
বেড়াতাম ব্রজের বাড়ী বাড়ী, চুরি ক'রে খেতেম দই॥
আমি চিনি না কলমের খৎ, শিখায়েছ নাকে খৎ,
লিখায়েছ দাসখৎ, করেছি তায় ঢেরাসই॥

বৃন্দের উক্তি।—

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

এ কেমন লেখা লিখেছ হে সখা,
যায় না চক্ষে দেখা, বুঝে উঠা দায়।
কুব্জা কংসের দাসী হ'ল রাজমহিষী,
পূর্ণশশী রাধা লুণ্ঠিত ধরায়॥
কারে কর ধনী, কারো হর ধনই,
কারে বা নির্দ্ধনী কর চিন্তামণি।
এমন যে ফণী, খলের শিরোমণি
দিয়েছ হে মণি সে ফণীর মাথায়॥

ঢপের সুর।

হরি তুমি কত ধনের ধনী, তুমি কিসের ধনী
ব্রজেতে আছে যে ধনী, তুমি তার কাছে কি ধনী,

তাহারি আশ্রিত যে ধনী, তারে কেবা না কয় ধ্বনি,
যে ধনীর শুনিতে ধনি মুরলী ধ্বনি ॥
যে ধরে সে ধনীর চরণ সেই হয় ধনী,
নৈলে কি রাখালের ভাগ্যে মিলে রাজধানী।
অল্প ধনে হয়ে ধনী,
চিন্‌লে না সে কেমন ধনী,
যার পদে সুরধনী, তারে পদে ধরায় সে ধনী।
চিরদিন অন্য ধনীর ধন নাহি রয়,
ক্রমেতে ফুরায় ধন ধনহীন হয়,
এ ধনী যে ধনের ধনী, মহাজন কয় মহাধনী,
সর্ব্বধনই পরধনই জগতে এই আছে ধ্বনি ॥

টপের সুর।

হরি এই দেখ কমলে জলে।
কমলিনী পড়ে স্থলে জলে ॥
জলেতে জুড়ায় জীবন, জলে আরো দ্বিগুণ জ্বলে।
বলিতে আমার অন্তর জ্বলে,
রাই রয়েছেন অন্তর্জলে,
এলে যদি অন্তকালে রাধা বাজাও বাঁশী রাধা ব'লে ॥
হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার হলো কণ্ঠশ্বাস,
নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ,
স্থির হয়েছে রাধার কমল আঁখি,
মুমূর্ষু লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী,
আছে তোমায় দেখ্‌বে ব'লে ॥

গীত।

ধীরে ধীরে চলে বৃন্দে দাসী।
নয়ন-জলে ভাসি—
বলে মৃদু ভাষি, বাঁচাও যদি দাসী,
বাজাইয়ে বাঁশী ওহে কালশশী,
যমুনার তীরে দেখা দেও দেও হে আসি ॥
তোমার কারণে ওহে কালবারি,
হ'লেম কুলের বার গোকুল নিবারি,
যে দশা সবারি প্রাণান্ত হবারি,
বারি বিনে যেমন চাতকিনী মরে ॥

ঠেস—কাওয়ালী।

চিত্র লিখেছেন রাই নয়ন-কজ্জলে।
দিই নাই চরণ চলে যাবে ব'লে ॥
যদি কেউ বলে চিত্র কি চলে,
সময়ে চলে অচলাচলে,
নলের দগ্ধ মীন যেমন চলে জলে ॥
আমি শুনেছি ইতিহাসে,
বল্‌লে পরে শক্র হাসে,
যখন যায় বিধাতায় রোষে,
সময় দোষে কি দৈব দোষে,
বল্লেম আভাসে—লোকেতে ভাষে,
যেমন মৃত্তিকার ময়ূর হার খায় কৌশলে ॥

গীত।

দক্ষিণ নয়ন মোর নাচে আচম্বিতে।
অবশ হইল অঙ্গ না পাই সম্বিতে॥
কোকিল ময়ূর আদি স্বজন সহিত।
প্রেমে পুলকিত হয়ে আছয়ে মোহিত॥
কুসুম-শর সহিত আসি মনমথ।
বিরহিণী বিনাশিতে হইল সম্মত॥
যাহার আশায় আশা হইল নৈরাশ।
অরুণ উদয় ভেল চল গৃহবাস।
গোবিন্দ দাস কহে শুন বর-নারী।
ধৈরজ ধর চিতে মিলিবে মুরারী॥

কালাংড়া—ঢিমেতেতালা।

দূতি! একবার যাও দেখি শ্যাম লম্পটের কাছে।
সুধাও তারে শ্রীরাধারে মনে আছে কি না আছে?
কুল শীল ত্যজ্য ক'রে, দেখিতে এলাম তাহারে,
সে ত কভু ফিরে মোরে বারেক না চায়;
রাজকুমারী হয়ে ফিরি বনে বনে তার আশায়—
সময় ক্রমে সকলি হয়, পঙ্কে হস্তী পড়ে প্যাঁচে॥

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর মালা গাঁথ কি কারণ?
(রাজনন্দিনি গো!)
যার তরে গাঁথ মালা সে গেছে মধুভুবন॥

মালতী কুসুমের মালা, মালা হবে জপমালা,
সে মালা ভুজঙ্গ হবে (তোমার) শ্রীঅঙ্গে করবে দংশন ॥

গীত।

সুখে আছ ত হে নব ভূপতি।
কাঁদায়ে শ্রীমতী, মথুরায় কর বসতি,
একি তোমার কঠিন মতি ওগো শ্রীপতি ॥
জানি তুমি হে জগতের পতি,
কেন বিরূপ শ্রীমতির প্রতি হ'লে সম্প্রতি,
তোমা তরে শ্মশানে স্থিতি করিছেন সেই পশুপতি ॥
সুরপতি শচীপতি তারও তুমি পতি,
পূজে তোমায় যোগাসনে স্বয়ং সে প্রজাপতি—
নারীর গতি যেমন পতি,
রাধার গতি হে ব্রজপতি,
দাস গোবিন্দের প্রাণপতি,
শ্রীগোবিন্দ গোলোকপতি ॥

মূলতান—চিমেতেতালা।

হরি! চরণ ছাড়িয়ে কেন দেও না।
আমি কি রূপসী ছার, আমা হ'তে আছে আর,
শ্যাম! চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না?
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসি, পোহাইলে সারা নিশি,
এখন প্রভাতে এসেছ বুঝি দিতে বেদনা?
কত কোটি চন্দ্র চন্দ্রাবলীর মুখে,

তব চাঁদমুখে তুলনা পায় না, —
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে,
আছে ভূমে লুটাইয়ে,
ছি ছি তা দেখিয়ে লাজ পাও না ?
সীমন্তিনীর সিঁথের সিন্দূর,
তব শিরে চিহ্ন দেখিতে পাও না ; —
হে নাগর তোমারে বলি,
ঐ চিহ্নে লাগ্‌বে ধূলি,
ছি ! ছি ! শ্রীহাত তুলিয়ে লও না ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

প্রেম সুধার কি সু-ধার,
কু-আধার করয়ে ছেদন।
মূলাধারের মূলাধারে, শ্রীরাধারে দেও সদন ॥
কিবা ধারে কিবা আধারে, যেবা ধারে যে আধারে,
ত্যজিয়ে সকল বাধারে রাধারে কর সাধন।
নিরাধারে নীরাধারে, ভাসাও নাম-অধরে,
শ্যামাধরের বামাধরে বসায় বামা ধ'রে—
উভয়ে উভয় ধারে, তথাকারে অভয় ধারে,
কর সম্বোধন বদনাধারে, হও নিবেদনে নিবেদন ॥

গীত।

হে রাজাধিরাজন্, হে মহারাজন্
মহা মহা জন প্রতি পালক।

কিবা অভাজন কিবা সভাজন,
সর্ব্বজন মন রঞ্জন জনক।
শিব শিবলোক বিষ্ণু বিষ্ণুলোক, ব্রহ্ম ব্রহ্মলোক স্বর্গ স্বর্গলোক,
মর্ত্ত্য মর্ত্ত্যলোক, মান্য সর্ব্বলোক তুমি হে পুণ্যের শ্লোক॥

রাগিণী বারেঙা—তাল একতালা।

দীনবন্ধু হে—
সেই দিন দেখ্‌বো তোমায়,
কেমন পরম বন্ধু তুমি।
যে দিন শমন রাজা মোরে,
শমন জারি ক'রে কোন ফেরে
ঘোরে দ্বারে বন্ধ হব আমি॥
হরি তুমি অকপট, আমি হে কপট,
কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী।
যদি অকপট প্রেমে, ডাক্‌তাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি॥
হরি তুমি অতি সৎ, আমি গো অসৎ,
অসৎ সঙ্গে বসত অসৎগামী।
এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর,
জান সর্ব্বান্তর অন্তর্য্যামী॥
তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,
নাহি অন্য গতি ভারত ভূমি।
কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিংবা মার,
দাস গোবিন্দ তোমার তুমি হে স্বামী॥

মঙ্গল বিভাষ—তিওট।

বড় বিপদ হয় হে মধুসূদন নাম নিলে।
দেখ তার সাক্ষী প্রহ্লাদ তোমায় ভ'জে দুঃখ পেলে ॥
সত্যযুগে ভক্ত বলি, বলে সে মহাবলী,
তারে ছলিবারে ছলে কল্পতরু হ'লে।
ছিলে শ্রীমধুসূদন, তুমি হ'লে হে বামন,
বামন হ'য়ে নাগপাশে বেঁধে পাঠালে পাতালে ॥
রাবণ রাজা মরণকালে, ডাকে মধুসূদন ব'লে,
দয়া কর রাম নব দূর্ব্বাদল শ্যাম।
রাম হ'লে সেই রাবণে, সহায় ক'রে হনুমানে,
শেষে ব্রহ্ম অস্ত্র ধ'রে তারে বধিলে ॥

ভৈরবী—একতালা।

সখি, কে তারে বলে গো কাল।
যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শ্মশানবাসী হ'য়ে আছেন চিরকাল ॥
কালোরই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কাল,
কালার ভজনে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কালো তরে পরকাল ॥
কালোর চরণ করিলে ধারণ, জীবনে মরণ হয় নিবারণ,
তার শ্রীচরণ করিলে স্মরণ,—
ভয়েতে পলায় সেই কাল ॥

তিনি কখন সাকার কখন নিরাকার,
কখন কি আকার হয় যে বাঁকার,
কালোরূপে নাশে কাল-অন্ধকার,
রূপ কোটি চন্দ্র জিনি, নাম মাত্র কালো ॥

সারদা বিজয়।

রাগিণী বসন্ত—তাল আড়া।

নমস্তে নমস্তে মাতঃ নমস্তে সারাৎসারা।
পরমা পরমেশ্বরী পরম ব্রহ্ম পরাৎপরা ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি, যে কিছু অনাদি আদি,
তুমি মা সকল আদি সোমাদি আদি অন্তরা।
ব্রহ্ম কি রুদ্র সঙ্গীতে ব্যাপ্ত ষড় স্বরে,
সা ঋ গা মা পা ধা নি সা গাওরে সুরাসুরে,
রাগ সুর তালে মানে, হও তুমি মূর্ত্তিমানে,
সকলে তোমায় মানে বর্ত্তমানে ধরায় ধরা ॥
পশু পক্ষ চরাচর, অমর অপ্সর কিন্নর কি নর,
সর্ব্বাণী— বাণী উচ্চার।
বেদ বিধি তন্ত্রে মন্ত্রে, বিরাজিত সকল যন্ত্রে,
গোবিন্দ দাসের আন্তপান্তে হয়ো সকান্ত সহ সাকারা ॥

চতুর্থ খণ্ড

——ঃ০✳+✳০——

জন্মাষ্টমীর বাঁধাই পালা।

—ঃ০§§⊂×✳×⊃§§০ঃ—

রাগিণী সিন্ধু—তাল জলদ মধ্যমান।

এল কে এ লোকে এ বালক।
এ বড় সুন্দর বালক॥
চন্দ্র অবনীতে উদয় পূর্ণ, শূন্য করিয়ে গোলোক।
যে হরি ত্রিলোক-তিলক,
যার পূজা করয়ে ত্রিলোক,
কি ইহলোক পরলোক।
যার পর নাহি পরলোক,
সেই লোক বালক কপটরূপে, প্রকট বিশ্বপালক॥
অবোধ লোক নারে চিন্‌তে,
চিন্‌তে পারে সুবোধ লোকে,
প্রবোধ হইলে লোকের, যায় সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব লোকে।
ধন্য রে গোকুলের লোক,
হলো অদৈন্য দুকুলের লোক,
পুণ্যকুলে পুণ্যের লোক, কিন্নরলোক কি বিষ্ণুলোক,
কি ধ্রুবলোক কি ব্রহ্মলোক॥

একবার যে লোক দেখে গোলোকপতি।
তুমি হও অশ্রু পুলোক।
জনলোক কি তপলোক, স্বর্গলোক কি মর্ত্ত্যলোক,
উন্মত্তচিত্ত সকলে, নৃত্য করে নিত্যলোক ॥
কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক,
যে রূপেতে দেখে যে লোক,
সে রূপেতে সুখী সে লোক,
সর্ব্বলোকে লাগয়ে ঝলক।
ইন্দ্রসহ ইন্দ্রলোক, চন্দ্রসহ চন্দ্রলোক,
হেরিয়ে গোবিন্দ লোক, গোবিন্দ হারায়ে পলক ॥

গীত।

এ জ্বরে যে জ্বরে সে জ্বরে হয় জর জর।
শুক্লপক্ষের পক্ষ যেমন, বিপক্ষ লৌহ-পিঞ্জর ॥
শিব জ্বর কি বিষ্ণু জ্বর, দৃষ্ট কি অদৃষ্ট জ্বর,
ইষ্ট নহে যে অনিষ্ট জ্বর—
কৃষ্ণের যে উৎকৃষ্টাম্বর, উষ্ণ গাত্র পুষ্ট জ্বর,
তুষ্টলোকে দেখ্‌লে জ্বর মেরে কর্‌বে রুষ্ট জ্বর ॥

গীত।

আজ শ্রীহরি শ্রীব্রজমণ্ডলে।
আজ নন্দালয়ে জন্ম লয়ে ভক্তাধীন জানালে ॥
দেখ গোপের কিবা সাধ্য, সাধিলে গো কি অসাধ্য
অবাধ্য হইল বাধ্য বধ্য শিশু ছলে ॥

কোন গোপ হেরি হরি, বলে রক্ষা কর হে হরি,
কেহ হরি দেখে হরিষেতে হরি হরি বলে।
কেহ বিস্মৃত বিষ্ণু-মায়াতে, পদধূলি লইয়ে হাতে,
তুলে দেয় কৃষ্ণের মাথে জিও জিও বলে॥

গীত।

কেনা আছি পিরীতে সুসম্প্রীতে।
যে জনা এর রস বোঝে না
সেই মজে না পিরীতে॥
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে,
শ্যাম কেনা রাইয়ের পিরীতে,
সখি কেনা যুগল পিরীতে।
গুরু কেনা শিষ্যের পিরীতে,
শিষ্য কেন গুরুর প্রীতে,
ত্রিজগত কেনা পিরীতে,
গোবিন্দ কেনা গোপীর পিরীতে॥

পঞ্চম খণ্ড

কলঙ্কভঞ্জন যাত্রার পালা।

—:০:—

গীত।

কোথায় হে চিন্তামণি, দাসীর প্রতি হও হে সদয়।
আমি তব সেবা-দাসী, তবে কেন নিরদয়॥
বিনা তব দরশনে, কাঁদি অশ্রু বরিষণে,
করুণা-কণা বিতরণে দেখা দাও হে এ দুঃসময়।
কৃষ্ণ হে তোমারে ভজে, কলঙ্কিনী হ'লাম ব্রজে,
এ কলঙ্কে কর হে ত্রাণ ত্রাণকর্ত্তা দয়াময়॥

গীত।

মরি মরি কেন এরূপ হেরি।
কি লাগিয়ে প্রাণপ্রিয়ের চক্ষে বহে বারি॥
শুকায়েছে মুখারবিন্দ, কেহ কি বলেছে মন্দ,
দেখে তোমায় নিরানন্দ প্রাণ ধরিতে নারি।
এলোথেলো বেশভূষা, বদনে নাহিক ভাষা,
কি কারণে হেন দশা বুঝিতে না পারি॥

গৃহে রাখি দাসীগণে, একাকিনী এলে বনে,
কি দুঃখ হয়েছে মনে বল প্রাণেশ্বরী।
বিষাদিনী কি অভাবে, প্রেমাধীনে প্রকাশিবে,
গোবিন্দ দাস ভক্তিভাবে ভজ বংশীধারী ॥

গীত।

ওগো কালা! এত জ্বালা কব কি তোমারে।
আমি যে অবলা সরলাবালা, কি শুধাও মোরে ॥
শ্যামচাঁদে ভজনা ক'রে, কলঙ্কিনী তোমার তরে,
মুখ তুলি না সমাজ ভিতরে।
যেন লোকে বাক্যবাণে, আমার প্রাণে জোরে মারে ॥
কলঙ্কিনী কুলমজানী, বলে মোরে সব গোপিনী,
কাঁদি বিরলে তাই দিবা যামিনী—
আমার কুল মান সকলি গেল ভ'জে তোমারে—
না ঘুচালে কলঙ্ক যত, প্রাণ ত্যজিব অপঘাত,
ঘুচে যাবে তোমার আপদ—
দাস গোবিন্দ বলে, ভজ গোবিন্দ কলঙ্ক যাবে অন্তরে ॥

গীত।

শ্রীমতী গো ধৈর্য্য ধর মনে।
অধৈর্য্য হইলে পরে চলিবে কেমনে ॥
আমি প্রতিজ্ঞা করেছি মনে, কলঙ্ক ঘুচাব যেমনে,
কাঁদ কেন ভাব মনে দিনের দিন মোর আছে মনে।
ব্রজবাসী গোপীগণে, কুলটা ভাবে গো মনে,
পরীক্ষা করিব যে মনে, হবে অসতী মনে মনে।

যা আছে আমার মনে,
রাই তোমায় কব কেমনে,
জানে এ মনে মিশাল যে মনে
দাস গোবিন্দ ভাব মনে রাধারমণে ॥

গীত।

সান্ত্বনা করিয়ে শ্রীরাধারে।
নিশি শেষে গেলেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥
রাই কলঙ্ক ঘুচাইতে, উপায় ভাবিয়ে চিত্তে,
কপট রোগের যন্ত্রণাতে আকুল অন্তরে।
চাপিয়া যশোদার কোলে, মরি মা মরি মা ব'লে,
ধরিয়ে রাণীর গলে ছট্‌ফট্ করে ॥
রাণী বলে ও নীল রতন, কেন রে বাপ কর এমন,
ধরিতে পারি না জীবন যাতনা তোর হেরে।
শয্যা পাতি ধরাতলে, শয়ন করায় গোপালে,
গোবিন্দ দাস হৃদয় খুলে ডাক শ্রীকৃষ্ণেরে ॥

গীত।

দারুণ বিধি হায় কি করিলি।
কি দোষ দেখিয়ে আমার এ বাদ সাধিলি ॥
দিয়ে অঞ্চলের নিধি, ওরে নিদারুণ বিধি,
বিনা দোষে তারে কেন হরিলি ॥
দত্ত ধনে হলি দত্ত-অপহারী,
নিঃস্বত্ব ধনে হলি স্বত্বাধিকারী,

ওরে নির্দ্দয় বিধি, হরিলি হিয়ার নিধি,
আমি অচতুরা ব'লে করলি চতুরালী ॥
এবে গোকুলে বুঝি ডুবালি অকুলে।
দাস গোবিন্দ সদা ভজ নন্দলালে ॥

গীত।

বিধি বুঝি সদয় হ'ল তোরে।
বৌকে ল'য়ে নিরাপদে থাক্‌বে গো মা ঘরে।
নন্দের বেটা চিকণকালা,
চিরদিন দিয়েছে জ্বালা,
এইবার রাধার প্রেমের খেলা সকল দূরে যাবে।
কদমতলা শূন্য হবে,
বাঁশী বাজান ফুরাইবে,
লম্পটের ভয় নাহি রবে গোকুল ভিতরে ॥
দূতের মুখে পাই সমাচার,
কৃষ্ণের ঘটেছে বিকার,
বাঁচে কি না বাঁচে এবার ব'লে গেল মোরে।
সঙ্গে লয়ে রাই রূপসী,
চল গো মা দেখে আসি,
দাস গোবিন্দ দিবানিশি ভজ শ্রীকৃষ্ণেরে ॥

গীত।

রাধার কলঙ্ক ব্যাধি, ঘুচাতে শ্যাম গুণনিধি,
করেতে ঔষধ লয়ে ভ্রমণ করয়ে একা।

মায়া করি হৃষিকেশ, ধরি তবে বৈদ্যবেশ,
নন্দালয়ে হ'তে প্রবেশ বৃন্দাসনে দেখা ॥
দেখি বৃন্দে কহে কমলাক্ষি, ওহে বৃন্দে শশীমুখি,
কালশশী মূর্চ্ছা নাকি হয়েছে অকস্মাৎ।
এ কথা শুনিবামাত্র, লইয়ে ঔষধ পাত্র,
এসেছি হে যাব তত্র বাঁচাব ব্রজনাথ ॥

গীত।

রোদন কর মা কিসের কারণে
আরোগ্য করিব আমি তোমার নন্দনে ॥
আমার ঔষধের জোরে, ত্রিতাপ বিকার হরে,
মৃত্যুর মুখেতে তরে অনুপানের গুণে।
শত ছিদ্র কলসীতে, বারি আনাও যমুনাতে,
ঔষধ দিব তাহাতে সেবন কারণে ॥
পতিব্রতা সতী নারী, পাঠাও তারে শীঘ্র করি,
ছিদ্র কুম্ভে পূর্ণ বারি আনিবে এখানে।
অসতী হইলে পরে, নারিবে জল আনিবারে,
দাস গোবিন্দ গোবিন্দে সাধ শুদ্ধ মনে ॥

গীত।

দেখ্‌লো বৃন্দে এই দেখ জল আনি।
ওলো সাধ করে কি কুটিলে হয়েছে ভুবনমানী ॥
ভাগ্যে আমরা সতী নারী ছিলাম গোকুল মধ্যে।
লাজে মরি বল্‌তে নারি কেউ নাই সতী সাধ্বে ॥

ধিক্ লো তোর মুখে আগুণ, সতী নারীর কত গুণ,
দেখ্‌লো চেয়ে গোপের মেয়ে ও বৃন্দে রমণী ॥

গীত।

জলে বসন যাচ্ছে ভেসে, দ্রুত নন্দালয়ে এসে,
ক্রোধে কয় বৈদ্য পাশে।
তোরে ভাল বলি কিসে, হ্যাঁ রে বৈদ্য সর্ব্বনেশে,
কলঙ্ক রটালি শেষে, এ কুম্ভে কি জল আসে,
এ চিকিৎসা কে প্রকাশে, গোকুলবাসী দাঁড়ায়ে হাসে,
মরি মরি ঐ দুঃখে, ভাল তোর নিদানের শিক্ষে,
পেলাম ভাল পরীক্ষে, বল্‌তে কথা বাজে বক্ষে ॥

গীত।

কুল ভাসালি হাসালি এই গোকুল।
জগৎ রাষ্ট্র তোর সতী নাম নষ্ট করিলি দুকুল ॥
একে গঞ্জনা দেয় শত্রুকুলে,
তায় আবার নির্ম্মল কুলে,
কলঙ্ক ক্ষার তুলে দিলি লো কুটিলে।
কি ক্ষণে তুই জন্মেছিলি,
এমন কুলে কালি দিলি,
কেন বা জল আন্‌তে গেলি, হারালি একুল ওকুল ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

ধিক্ লো কুটিলে গোকুল হাসালি।
ভাল ব্রজের মধ্যে সতী সাধ্বে নামটা প্রকাশিলি ॥

ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ শতোধিক্ তোরে লো,
আন্‌তে বারি কাঁদ্‌তে হ'ল চক্ষে বারি ধরে লো,
ধিক লো কালামুখী ধিক্ লো কলঙ্কী,
রাইকে বল কলঙ্কিনী—তুই অকুলে কুল ভাসালি ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

আছে এক সতী এই গোকুলে।
কেহ চিন্‌তে নারে তাকে রাধা রাধা বলে ॥
গোলোকবাসিনী তিনি আছেন এই গোকুলে।
না জেনে শ্যাম-কলঙ্কিনী ব'লে ডাকে কুটিলে ॥
ভবারাধ্যে সে কামিনী জানে সকলে।
হয়েছেন অবতীর্ণা এই ব্রজমণ্ডলে ॥

রাগ ভৈরব—তাল মধ্যমান।

প্যারী কার তরে আর গাঁথ হার করিয়ে যতন।
এ হারে যাহার বিহার, সে অনাহার অচেতন ॥
তুমি গো যাহার হার, যে হারে তোমার বিহার,
পরস্পর পরেশ হার রাই, হারাই বা জন্মের মতন।
নিরাহার নীরাহার নাহিক আহার,
আহার বিনে কিবা আছে ভরসা তাহার,
ও হার হইবে লোহার, প্রাণেতে করিবে প্রহার,
করি পরিহার হার নেহার নীলরতন ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

কিসের তরে হার, কার তরে হার,

যে পরিবে হার সেই ত অনাহার।

তোমার এই ফুলহার, হবে শেষ শূলহার,

যখন করিবে প্রহার হারে হবে প্রাণ সংহার॥

জানি তুমি তার হার, সে তোমার গলার হার,

উভয় হার করে গো বে-হার—

তোমার যত্নের রত্নহার, ত্যজে রত্ন হার,

নিরাহারে আছেন নাহি নীরাহার।

এখন কর সব পরিহার, জীবন রাখ তাহার,

জীবন আন যমুনার—

যদি না রয় বক্ষহার, বিধি অঙ্গ হার,

চিরকাল রহিবে কলঙ্কের হার॥

গীত।

আর যে আমি ধৈর্য্য হ'তে নারি।

থর থর কাঁপে অঙ্গ ওগো সহচরী॥

দারুণ সংবাদ পেলে, ছেদন করে হৃদ্‌কমলে,

শোকানলে জীবন জ্বলে যাতনাতে মরি।

কি কথা শুনালি সখি, পাব না কি কমল-আঁখি,

দুঃখার্ণবে ডুবালে কি প্রেম-সুখের তরী॥

যদি না পাই রসরাজে, ঝাঁপ দিব যমুনার মাঝে,

দাস গোবিন্দ বিষয় ত্যজে ভজহ মুরারী॥

গীত।

আনতে জীবন জীবের জীবন যাই যমুনা-জীবনে।

জীবন পাবে ব্রজের জীবন ছিদ্র কুম্ভের জীবনে ॥

যদি কুম্ভে রহে বারি, আসব পুনঃ ব্রজে ফিরি,

নতুবা হে কালবারী প্রাণ ত্যজিব কালো জীবনে।

তুমি হে নাথ গুণাকর, মরিলে বাঁচাতে পার,

এ ঘোর তুস্তরে তার শরণ লই তব শ্রীচরণে ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

কোন ঘটনাই নাই ও ঘটে।

ও ঘটে যা ঘটে কখন কি কু ঘটে ॥

যে ঘটে দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে,

সে কি ঘটে কভু এ ঘটে,

দেখিলাম যে ছিদ্র ঘটে অছিদ্র ছিদ্র ঘটে।

যে ঘটে সুবুদ্ধি ঘটে,

সে চেয়ে ঘটে ও ঘটে,

বুঝলেম কুটিলে তোমার কিছু বুদ্ধি নেই বটে।

নৈলে কি আমার ভাগ্যে এমন অঘটন ঘটে।

কে বলে মৃত্তিকার ঘটে,

লোহা হ'তে কঠিন ঘট এ,

কি কব রঙ্গ ঘটের না হয় ভঙ্গ বিষম ঘটে।

যার ইচ্ছায় সম্পদ্ ঘটে,

যার ইচ্ছায় বিপদ ঘটে,

যার ইচ্ছাতে অঘটন ঘটে—

সে মূর্ত্তি দেখিলাম ঘটে,

মূর্ত্তিমান্ হয়েছেন ঘটে,

যে ঘটে গো সকল ঘটে সেই ঘটেছে এই ঘটে।
সতী অসতী এ ঘটে অসতীর গতি দুর্ঘটে,
যে ঘটে গোবিন্দ ঘটে সে ঘটে কি গোবিন্দ ঘটে,
সেই সূত্র ঘটেছে এ ঘটে,
বুঝিলে মর্ম্ম ঘটে কর্ম্মনাশা কর্ম্ম ঘটে,
যে মত্ত ধর্ম্মঘটে তারই অধর্ম্ম ঘটে ॥

গীত।

দেখ না দেখ না কে জলে কি জ্বলে।
আভাসে ভাসে বয়ান, নয়ান ভাসে জলে ॥
যার লাগি আসি জলে, যার লাগি ভাসি জলে,
সে কার লাগি ভাসে গো নয়নের জলে।
প্রয়োজন ছিল না জলে, প্রিয়জন ছিল সে জলে,
প্রিয়জন পেলে জলে আর কি প্রয়োজন জলে ॥
জন্মদাতা বিধাতা সকল জলে,
ত্রৈলোক্য পবিত্র যাঁর চরণ-জলে,
যে ভাসে প্রলয়ের জলে, সে কি প্রলয়ে ভাসে জলে,
বৈদ্ধ চায় আজ যমুনার জলে ॥
পূর্ণকুম্ভ নেত্র জলে, আমার প্রাণ জ্বলে মন জ্বলে,
আমি লয়ে যাব কোন্ জলে—
যারে দেখিতে যাই গো জলে, সেই আসে দেখিতে জলে,
থাকিতে নয়নতারা ভাসে জলে ॥
জানি আগুণ নিভে জলে, যে আগুন নিভে না জলে,
জলে আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে ॥

কি আনন্দ হ'ল জলে, নিরানন্দ গেল জলে,
শ্রীগোবিন্দ বন্দী আছেন ভানু-নন্দিনীর জলে ॥

গীত।

আমি এনেছি গো সেই জলে।
আরোগ্য হবে গোবিন্দ পরশিলে সেই জলে ॥
ছিদ্র কুম্ভ ডুবাতে জলে, ভাসিলাম গো নয়ন জলে,
হরি বলে ভরি গো জলে এনেছি যমুনার জলে।
যশোমতী মার হৃদয় জ্বলে, নন্দের নয়ন পূর্ণ জলে,
আনিতে না পারে জলে কুটিলে গিয়ে কালিন্দীর জলে ॥
ছিদ্র কুম্ভে আনিতে জলে, গিয়ে সে যমুনার জলে.
দেখি জলে কালোরূপ উজলে, দাস গোবিন্দের অন্তর্জলে ॥

গীত।

ধন্য ধন্য রাই কমলিনী গো।
তব তুল্য সতী নারী ভুবনে কেউ নাই গো ॥
অসাধ্য সাধন করিলে, ছিদ্র কুম্ভে জল আনিলে,
যারা কলঙ্কিনী বলে তাদের মুখে ছাই গো।
আমরা যত কুলনারী, আনিতে নারিলাম বারি,
শূন্য কুম্ভ কক্ষে করি ফিরিলাম সবাই গো ॥
জটিলা কুটিলা তারা, লজ্জাতে প্রাণে মরা,
সতী গরবিনী হয়ে সতীত্ব হারাই গো।
জানিতে পারিলাম এখন, তুমি নারী-শিরোভূষণ,
আনিয়ে যমুনার জীবন বাঁচাও জগৎ-জীবন গো ॥

আনিয়ে আজ গোপবৃন্দ, হেরিয়ে প্রাণের গোবিন্দ,
আনন্দে মাতিল নন্দ ব্রজবাসী সবাই গো ॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আয় মা কোলে করি, রাধে ব্রজেশ্বরী,
গোকুলে তুমি ধন্যা ধনী।
নও রাধে সামান্যা, তুমি ভুবন-মান্যা,
তব জন্যা জীবন পেলে নীলমণি ॥
আর যত ব্রজরমণীর বসতি, জানিলাম তার সবে অসতী,
এই ব্রজের মধ্যে তুমি সাধ্বী ভবারাধ্যে,
ওমা সাধ্য কি যে তব তত্ত্ব জানি ॥

———

ষষ্ঠ খণ্ড

—০:::*:::০—

মানলীলা পালা।

—০::: × §§ × :::০—

বিভাষ—তিওট।

কৈ গো বৃন্দে বৃন্দে কৈ, বৃন্দাবনচন্দ্র কৈ,
গগনের চন্দ্র অস্ত হল ওই।
সাধে সাজালেম বাসর সজ্জা,
ছি ছি ছি এ কি লজ্জা পেলেম সই॥
যারে দেখ্‌ব না তারে দেখে আকুল হই,
কার জন্যে আর অরণ্যে রই।
একবার উঠি একবার বসি,
নাথের আশে কুঞ্জদ্বারে আসি,
এসে দেখি সই প্রাণের কৃষ্ণ কৈ,
তখন এমন হই আমি যেন আমি নই॥

গীত।

নিঠুর কালা প্রাণবঁধু হে—
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ—রাখ।

তুমি অবলায় বধিয়ে ওহে শ্যাম নিরদয়,
না হয় থাক—থাক সুখে থাক ॥
আমি কুলবতী নারী,
এ জ্বালা সহিতে নারি,
তব অদর্শনে প্রাণে মরি,
হরি বারেক আসিয়ে দেখ ॥

গীত।

দেখে আর ধনি, হয় ওকি ধ্বনি,
যেন বজ্রাঘাত তুল্য ধনির ওই ধ্বনি।
আমায় ধর ধনি, শুনে প্রাণ যায় ধনি,
সখি, ইন্দ্র কি উপেন্দ্র করে ধ্বনি ॥
যদি ইন্দ্রের বজ্রের ধ্বনি, তা হলে সজনি,
সহিত থাকিত নীরদ, এ নীরদ বিহীনে হয় রদ,
শুনে ওই ধ্বনি হৃদ্‌কম্প হ'ল ধনি ॥

গীত।

ও বিনোদিনি! ও নয় বজ্রের ধ্বনি।
তোমার প্রাণ-কেশব করে বংশীরব,
ও নয় বাসবের অস্ত্রের রব, হলে সে রব
গোপী সব বল্‌ত জৈমিনি
জ্ঞান হয় শ্রীনিবাস, অঙ্গে নাই পীতবাস,
বিদ্যুৎ বাস মেঘের সহিত ;—
বাসব নয় বংশী করেতে, চূড়া শিরেতে,
রাই নাম তায় লেখা ধনি ॥

গীত।

আয় গো সখি, আয় গো তোরা, দেখ্‌বি যদি আয় ত্বরা।
এসেছে আমাদের মনচোরা, রূপে আলো ক'রে ধরা॥
গত নিশিতে কার কুঞ্জেতে কার প্রেমে হয়ে ধরা,
নিংড়ে প্রেম কোন্ নারী এ দেহ করেছে সারা,
স্খলিত তাহে পীতধড়া, চলিত তাহে শিখীচূড়া,
প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা ধরাধর পড়েছে ধরা।
ভাবাবেশে রজনী শেষে, যেন ফণী মণিহারা,
নারীর বসন অঙ্গে পরা হয়ে শ্যাম দিশেহারা,
ঘুমে আঁখি যোগীর পারা, আধ নয়নে হেরে ধরা,
যারে ধরিলে না যায় ধরা, এবার চোর পড়েছ ধরা॥

কালাংড়া—ঢিমে তেতালা

শঠতা কি শঠের কাছে থাকে।
(গুণনিধি) ওহে কুসঙ্গ ক'রে ত্রিভঙ্গ, রাধার অঙ্গ হের্‌বে চোখে॥
এসেছ ঘুমের ঘোরে, নারীর বসন অঙ্গে পরে,
নিশি ভোরে চলেছ কোথাকে।
ওহে বাঁকা উপরোধ রাখা দেখা দেওয়া মিছে।
নয়নের কাজল বয়ানে, কঙ্কণের দাগ বুকে,
কোথা পোহালে শর্ব্বরী, ওহে রাধার বংশীধারী,
রতিচিহ্ন অঙ্গে হেরি মরি মনোদুঃখে—
স্বভাবের হয়েছ অভাব, ভাবিতেছি ভাব দেখে ;—
যেন শিবের মত এলে আজ কুচনী-পাড়া থেকে॥

কালাংড়া—আড়াখেম্‌টা।

যাও হে যথা আছে প্রয়োজন, হেথা নাই প্রয়োজন।
যে জন তোমার প্রিয়জন, হওগে গিয়ে তার প্রিয়জন॥
যখন হে ছিলাম প্রিয়জন, তখন ছিল প্রয়োজন,
পুরাতনে নাই প্রয়োজন, নূতনে নূতন প্রয়োজন,
শুন বঁধু বলি বলি, তোমার স্বভাব বলি,
পাতালে পাঠালে বলী, তুমি হে সে জন-প্রিয়জন॥

মনোহর সাহী।

যার বরণ কালো, স্বভাব কুটিল,
অন্তরে কি কালো তার।
কাল ভালবেসে বল,
কোন কালে ভাল হয়েছে কার॥
না বুঝিয়ে ভজিয়ে কাল, দুঃখে মজে গেল কাল,
কালো ভালবেসে হ'ল আসন্ন কাল গোপিকার।
এক কালের কথা বলি, ছিল বামন মহাবলি,
তারে ভালবেসে বলি পেলে উপকারে অপকার॥
বঞ্চিয়া বলীর বলী, ত্রিপাদভূমি ছলে ছলি,
হরিয়ে বলীর বলী পাতালে দিলে আপার।
রামচন্দ্র ছিল কাল, সূর্পণখা বেসে ভাল,
সঙ্গী আশে পাশে গেল, তারে করলে কদাকার॥
ছিল সতী মহাসতী, নির্দোষে ক'রে অসতী,
পঞ্চম মাসের গর্ভবতী তারে বনে করলে পরিহার॥

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

হেরিব না আর সখি কালোবরণ,
মুছাইয়ে দে গো সখি নয়ন অঞ্জন।
যে যে সখী কালো আছে, এস না আমার কাছে,
কৃষ্ণে মনে পড়ে পাছে হেরিলে বদন॥
কোকিল তমাল ’পরে, যদি কুহু রব করে,
বলো তারে স্থানান্তরে করিতে গমন॥

ঝিঝিট—তিওট।

কমলিনী গো—
তোমার কৃষ্ণপ্রেম মাখা অন্তরে বাহিরে!
কি জলে স্থলে, এই গগনমণ্ডলে,
তোমার কৃষ্ণময় কৃষ্ণ জগৎ সংসারে॥
তোমাব বসনে কৃষ্ণরূপ, ভূষণে কৃষ্ণরূপ,
কৃষ্ণময় কণ্ঠে কণ্ঠহার;—
করে মণিহার করে বিহার, ধন্য ধন্য প্রেম তোমার,
ওগো এমন দেখি না আর,
কে মোর হৃষীকেশে রেখেছ শিরোপরে॥

ঝিঝিট—তেওট।

ওগো বিশাখা গো—
রাধার প্রাণসখা সখারে কাঁদালে কে।
গলিত অম্বর, নাইক সম্বর, কাঁদে পীতাম্বর,
পীতাম্বর দিয়ে চোখে॥

ওগো কে কর্‌লে এমন, দক্ষালয়ে শিব যেমন,
অরণ্যেতে রাম যেমন
সীতা হারায়ে কেঁদেছিল শোকে।
শ্যামের মুখে নাই সে হাস্য, ঔদাস্য দাস্য ভাব উদয়,
হেরে শ্যামোদয় আকুল হৃদয়, খেদে যায় কালীদয়,
রাধার হৃদয়ধন হৃদয় ছাড়া কর্‌লে কে ॥

গীত।

মান ত্যজ গো মানিনী ধরি শ্রীচরণে।
ত্যজ মান রাখ মান, করো না আর অপমান,
নিজ দাস পানে চাও কৃপা নয়নে ॥
কমল-নিন্দিত আঁখি, আজ কেন মুদিত দেখি,
বল রাধে বিধুমুখী বিমর্ষ আজ কি কারণে।
একবার কথা কও গো কও, আর কেন মানেতে রও,
বদন তুলে ফিরে চাও অধীন কিঙ্কর পানে ॥

ললিত—ঝাঁপতাল।

ওগো রাধিকা সংপ্রতি, একবার শ্যাম প্রতি,
সত্বর সম্বর রূপিনী-সংহরা, শ্রীধর শ্রীপদাম্বুজে।
যার জন্যে এ অরণ্যে, ভয় ত্যজিলে হয়ে কুলকন্যে,
রাধা সে কালা চরণতলে, লুটত মহীমণ্ডলে,
কুণ্ডলে মকর কুণ্ডলে ধরা করাম্বুজে ॥
একবার দূর কর চিত্ত দুর্ব্বৃত্ত সমান,
তোমার অনিত্য মান হেরি যে মৃত্যুসমান,

হও কান্ত প্রতি শান্তমতি, ভ্রান্ত হওয়া ভ্রান্তমতি,
সম্প্রতি হে শ্রীমতী সম্মতি হও হৃদাম্বুজে ॥

খাম্বাজ—আড়াখেম্‌টা।

ওগো কমলিনী, চেয়ে দেখ ধনি,
পদে চিন্তামণি গড়াগড়ি যায়।
মজ্‌লি কি ছার মানে, চাইলি না শ্যাম পানে,
পা নে পা নে শ্যামের চূড়া ঠেক্‌বে পায় ॥
ধনী সুরধনী উদ্ভব যার পায়,
সে পড়ে চরণে তুচ্ছ মানের দায়,
যাঁহার কৃপায় জীব মোক্ষ পায়,
সে এখন নিরুপায় কর গো উপায় ॥

বিভাস—একতালা।

সুরধনী যার পায়,
সে রাই ধনীর পায়,
হেরিয়ে চক্ষে নিরুপায়,
রক্ষ রক্ষ গো নিরুপায়।
বল্‌ব কি মা কান্না পায়,
এমন কান্না কার না পায়,
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যার পায়,
তার মাথায় কি পা শোভা পায়।
কমলা সেবিত যে পায়,
বিমলা পূজিত সে পায়,

প্যারী আর ঠেল না দু'পায়,
কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায় ॥

মনোহর সাই—রূপক।

মোহন চূড়া ঠেকেছে পায়
ওগো ধনীর পায়।
রাজার মেয়ে ব'লে কি তার
এত মান শোভা পায় ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যাঁর পায়,
তাঁর মাথা কি শোভা পায় পা-য়।
রাধে গো, ঠেলিস্ না'ক পায়,
কৃষ্ণধন কি যে সে পায় ॥
যার প্রতি যার আছে গো ভাব,
তারে কেন অপর ভাব,
বুঝে তোমার মনের অভাব
পড়েছে শ্যাম তোমার পায় ॥

ললিত—তেওট।

চূড়া ধিক্ ধিক্ রে তোরে।
ছি ছি নারীর চরণ তোমার উপরে ॥
তুমি গোকুলের কালাচাঁদ, কপালের তিলক চাঁদ
কর্ণের কুণ্ডলচাঁদ রাধার নয়নচাঁদ,
হেরি সে চাঁদ তোমার উপরে।
বড়র বড় গুণ, কপালে আগুণ, তোমার এই কি গুণ,

নারীর মান বাড়াও দ্বিগুণ,
চূড়া কোন্ গুণে তুমি শ্রীকৃষ্ণের শিরে ॥

মনোহর সাহী ।

নূপুর শোন্‌রে শোন্
বিজনে সুজন, সুজনের বেদন জানে না ।
অবোধ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবোধ বুঝায় মৃদু ভাষে,
ভাষের আভাষে ভাসে, কভু ডুবে না ॥
বড়র বড় দায়,
তাতে কি বড়ত্ব যায়,
পেলে একদিন বড়ই পায়, বড় গাছে বই ঝড় লাগে না ।
যদি বেণীর কবরী হ'তে,
সরমে মরমে মরে যেতে,
নির্লজ্জ তাই তুমি থাক নারীর পায় ;
বাঁশীর হাসি পায়,
শুনে মোদের কান্না পায়,
মনোদুঃখ কব কা'য়,
যেদিন ভাঙ্গবি পায়, সেদিন ছাড়বি কুমন্ত্রণা ॥

গীত

মান-প্রসঙ্গে রঙ্গে বিবাদ নূপুর চূড়ায় ।
নূপুর বলে—চূড়া তুমি কেন নারীর পদে ।
চূড়া বলে—প্রণয়ে শ্যাম পড়েছে বিপদে ॥
তাই ত নারীর পদে ।

নূপুর বলে—মান্য থাকলে করতাম তার মান্য।
চূড়া বলে—সামান্যে কি জানে মানীর মান্য ॥
তুমি এই জন্য সামান্য।

নূপুর বলে—জগতের তুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ।
চূড়া বলে—তোমা হ'তে আছি অনেক উচ্চ ॥
খগতি ময়ূর পুচ্ছ।

নূপুর বলে—আমার রাধা-চন্দ্র উদয় আছে।
চূড়া বলে—চাঁদের গরব কি কালো মেঘের কাছে ॥
ওই দেখ চাঁদ ঢাকা আছে ॥

নূপুর বলে—আমার রাধা স্থিরা সৌদামিনী।
চূড়া বলে—মেঘ না হ'লে মানায় কি দামিনী ॥
কিবা দিবা-যামিনী।

নূপুর বলে—আমার রাধা প্রেম-জগতের রাজা।
চূড়া বলে—রাজা হ'লে নাস্তক করে কি প্রজা ॥
উনি কেমন রাজা।

নূপুর বলে—আমার রাধায় মানে কে না মানে।
চূড়া বলে—যার মানে মান তার অপমান ॥
মানে তবে কেবা মানে।

নূপুর বলে—আমার রাধার নাহিক তুলনা।
চূড়া বলে—ও কথা তুলো না, আর তুলো না ॥
বিবাদ আর তুলো না।

নূপুর বলে—আমার রাধা পরমা সতী।
চূড়া বলে—সতী কি সয় পতির এ দুর্গতি ॥
উনি কেমন সতী।

এইবার শ্যামের চূড়া রাইয়ের নূপুর হইল সমাধা।
ভবে রাধার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণের জীবন রাধা ॥
রাধা যে কৃষ্ণের আধা।
গোবিন্দ দাসে গায় গোবিন্দ মঙ্গল।
এতক্ষণে নূপুর-চূড়ার বিবাদ ভঙ্গ হ'ল ॥
একবার হরি হরি বল।

ললিত --তিওট।

বৃন্দে যাই গো যাই—
আজি শ্রীরাধার পদারবিন্দে হই গো বিদায়।
ওগো বৃন্দে যাই গো যাই,
একবার একবার ফিরে চাই,
আস্‌তে পাই না পাই, জন্মের মত দেখে যাই ॥
আমি না জানি অপরাধ,
আমায় দিলেন রাই পরিবাদ,
তোরাও তো কিন্তু ভাব্‌লি নাই।
রাধাকুণ্ডের তীরে যাব,
রাই বলিয়ে প্রাণ ত্যজিব,
যেন ম'লে ঐ রাধিকার চরণ পাই ॥

টোরী ভৈরবী—একতালা।

আই আই ছি ছি তার মানে মান,
করে কি প্রাণ হারাবি কালিয়ে।
চোরের উপর মান করি, ভূমিতে ভোজন করি,
আহা আহা লাজে মরি গিয়েছে বহিয়ে ॥

বিপৎ বুঝাতে পার, আপনি বুঝিতে নার,
তোমার জ্ঞান গিয়াছে, নন্দের গোধন চরাতে।
উতলার কর্ম্ম নয়, স্থির পাণি পাথর সয়,
নিজ কাজ সাধে লোকে দুঃখ না ভাবিয়ে।
আমার বচন ধর, চূড়া চিরঞ্জীবী কর,
তুমি ত সুবোধ বট শ্যাম, সে যে অবোধ মেয়ে॥

ললিত বিভাস—তেওট।

রাই একি মানদণ্ড, নিজ দাসের প্রাণদণ্ড।
কেন কেন,—কর রাই লঘু পাপে গুরুদণ্ড॥
এ দণ্ড কি দণ্ড—ওহে যেমন শমনদণ্ড,—
দণ্ডীর দণ্ডে বাড়ে দণ্ড, খেদে ইচ্ছা হয় দণ্ডি হয়ে ধরি দণ্ড।
যেদিন ত্যজিব দণ্ডধব, আমি ত্যজিব দণ্ডধর, হব দণ্ডধর,
সেই দিন জানবি রাই, বিচ্ছেদ দণ্ডের কি দণ্ড॥

ললিত ঢিমে—তেতালা।

কে বা যায়, কে বা বাজায় বীণে।
এ মধুর বীণে কে বাজাতে পারে মধুসূদন বিনে॥
ছিল না জীবন যা বিনে, পেলাম জীবন শুনে বীণে,
যায় জীবন জীবন বিনে, কাজ কি জীবন কৃষ্ণ বিনে।
অলি যেমন কমল বিনে, চকোর যেমন চন্দ্র বিনে,
চাতক যেমন বারি বিনে, আমি তেমন হরি বিনে॥

বিভাস—তেওট।

রাই কাঁদ যা বিনে, ওই বাজে তার বীণে,
নইলে প্রাণ মোর কাঁদবে কেনে।

এ বীণে নয় সে বীণে, দেবের দুর্ল্লভ বীণে,
এ বীণে কে বাজাতে পারে শ্যামচাঁদ বিনে।
তোরা জেনে আয় সহচরী, পুরুষ কি কপট নারী,
দেখ দেখি নবীন কি সে প্রবীণে ॥

ললিত—একতালা।

ধনী কাশী যাওয়া কিসের জন্যে।
কাশীনাথ আসি, বৈরাগ্য প্রকাশি,
শুনে মোহন বাঁশী ভ্রমে অরণ্যে ॥
এ বয়সে ধনী কেবা যায় কাশী,
যার ক্ষয়কাশী সেই যায় কাশী,
বল গো প্রকাশি যেরূপ রূপরাশি,
শ্যামা অভিলাষী শ্যামাকান্ত আসি হবে শরণ্যে ॥
বৃন্দাবনে যিনি আছেন ব্রজেশ্বরী,
সর্ব্বেশ্বরী তায় বলান সর্ব্বেশ্বরী,
তিনি ঈশ্বরেশ্বরী দেখ কিশোরী,
সাধ্য কি পাসরি, এক পা সরি,
কোথায় যাব আমি বল কি জন্যে ॥

রাগিণী—যৎ।

কি ফল বিফল এ বাসে, যেরূপ যে বাসে—
আমার গৃহবাসে গ্রহ-বাসে, অনুগ্রহ নাই বাসে,
গৃহে যারে ভালবাসে, তারে ভাল ভালবাসে,
গৃহে যারে না ভালবাসে, কি করে তার কাশীবাসে,

কি করে কৈলাস-বাসে. কি করে বৈকুণ্ঠ-বাসে,—
তুল্য ঘর বনবাসে ॥
কখন ব্রাহ্মণ-বাসে, কখন ক্ষত্রিয়-বাসে.
কখন বৈশ্য-বাসে, কখন শূদ্র-বাসে, পূর্ব্বে যখন ছিলাম বাসে,
অপূর্ব্ব সুখ ছিল বাসে, এখন গমন আমার শমন-বাসে,—
নৈরাশ হইল বাসে, কাজ কি আর বস-বাসে ॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

এ হাটে বিকায় না অন্য সুত,
বিকায় নন্দরাণীর সুত,
দর না জেনে নামটী শুনে,
ভয়ে পালায় রবি-সুত।
এ হাটের প্রধান তাঁতি,
পশুপতি আর প্রজাপতি,
আছে শত শত আর আর তাঁতি,
তাদের কেবল গতায়াত ॥
যে না চেনে এই সুত,
ত্রিজগতের সেই পশু ত,
যে চিনেছে এই সুত,
চায় নাকো সে দারাসুত ॥

ললিত—রূপক।

কার আছে এমন জাল,
আছে মোর যেমন জাল,

কার বা ঘটাই জঞ্জাল,
কারও বা ঘুচাই জঞ্জাল।
না ডুবি ডুবোজালে,
ডুবায়ে রাখি জালে,
জগৎ ডুবাই জালে,
এমনি মোর মায়া জাল ॥
আছে এক মায়া নদী.
ধরি মীন তায় নিরবধি,
কত বা ধরি মীন নাহিক অবধি,—
জাল ছাড়া হয়ে কেউ পলাতে চায় যদি
সাধ্য কি এড়াইতে পারে ভব-ভেজাল ॥

ঝিঁঝিট—ঢিমেতেতালা।

শোন কমলিনী পরিচয় দিই তোমারে।
আমি না জানালে আমায় কেবা জান্‌তে পারে ॥
আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি দিবারাত্রি,
আমি তন্ত্র আমি মন্ত্র, আমি সন্ধ্যা গায়ত্রী,
যখন জন্মিলাম আমি যে অবতারে,
দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন করি ত্রিসংসারে,
এ কথা শুনিয়া রাধার আঁখি ছল-ছল,
কোথা গেল প্রাণবঁধু বল বল বল।
না দেখি সখারে রাধার অন্তর আকুল,
ভাদ্রে যেন ভরা নদী ভাঙ্গে দুই কূল,
তনু মন জর জর, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ,

কি করি কেমনে পাই বঁধুয়ার সঙ্গ,
কোথা প্রাণনাথ বলি ডাকে সকাতরে,
চিন্তিত হয়ো না রাধে কি চিন্তা অন্তরে,
যার পতি চিন্তামণি সে কি চিন্তা করে ॥

কালাংড়া—একতালা।

মুখ দেখ্‌বে কি চন্দ্রমুখী, তুমি সে মুখে আছ বিমুখী।
দেখাবার মুখ হ'লে কি হে সম্মুখে মুখ লুকায়ে রাখি ॥
যে কথা বলেছ মুখে, শুনেছি সব সখীর মুখে,
পরে শুন্‌বে লোকের মুখে, কাজ কি মুখে,—
ওলো ধনি কাজ কি মুখে মুখোমুখী ॥

সপ্তম খণ্ড

—০ঃঃ × §§ × ঃঃ০—

দানলীলা পালা।

—০ঃঃ*ঃঃ০—

গীত।

বিনয় করি সহচরী, দেখাও আমার কৃষ্ণধন।
বুঝি গিয়েছে গোঠে, যমুনাতটে কিম্বা গিরি গোবর্দ্ধন॥
গিয়েছে আনন্দ মনে, সঙ্গে লয়ে রাখালগণে,
গুরুজনে হেরি অঙ্গনে, নারিনু শ্যাম দরশনে,
আমার ইহ পরকাল, সেই চিকণকালো জানি চিরকাল,
এখন কালে কাল হ'ল আমার নন্দের গোধন।
নিরীহ সে নন্দঘোষ, নাহি তার কোন দোষ,
যশোমতীও নির্দ্দোষ, করেনি সে কোন দোষ,
নন্দের আনন্দ ধন, যশোদার জীবন ধন,
ব্রজের সর্ব্বস্ব ধন—আমার গোবিন্দ ধন,
বিনে জীবন হ'ল নিধন॥

গীত।

শোন রাধা মান বাধা কেন বিফল আগ্রহ।
দিবসে পাইবে কিসে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ॥

দেখ বিমানে রবিগ্রহ, দিবসে ঘটাও কি গ্রহ,
বিরূপ তোমার শুভগ্রহ, তাই ঘটে বিরহ নিগ্রহ।
রুষ্ট তোমায় দুষ্ট গ্রহ, নষ্ট বুদ্ধি করে সংগ্রহ,
পেলে গোবিন্দের অনুগ্রহ, কাটে তোমার এ কু-গ্রহ ॥

গীত।

শোন বৃন্দে সই, মনের কথা কই, চল যাই মথুরায়।
দধি দুগ্ধ নিয়ে চল যাই মথুরায় হেরিতে সে শ্যামরায় ॥
বড় বিপদ দেখি ধরায়, এ বিপদে কেবা তরায়,
চল যাই দেখিতে ত্বরায় দানীবেশে সে পীতধড়ায়,
মথুরায় শ্যামরায় কি মোহন বেশে দাঁড়ায়।
পুলকে পাই মোহন চূড়ায়, পলকে যে আবার হারায়,
রাধা ধরা যার পীতধড়ায়, আমরা দেখিব সে গোবিন্দ রায় ॥

গীত।

প্রভাতে সকল, বনিতামণ্ডল, গোরস মথন করে।
ছান্দনি মথনি, মথয়ে গোপিনী, ঘন ঘন জয় পূরে ॥
গোপীগণ রসবতী, গোবিন্দ যাহার পতি,
দেখিতে মূরতি মনোহর।
লাবণ্য ললিত রসে, বসন্ত কোকিল ভাষে,
নৃত্য গীত পঞ্চম সুস্বরে ॥
নবনী নিকর করি, ঘোল রাখে ভাণ্ড ভরি,
তরে গোপী সাজায় পসরা।
ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি, সর ছানা নানাবিধি,
ক্ষীর রাখে ভরি সরা সরা ॥

পসরা সাজন করি, বেশ করে ব্রজনারী,
কুন্তলে কবরী বান্ধে বামে।
স্বর্ণসিঁথি পরে শিরে, সিথিতে সিন্দূর পরে,
লোটন টানিয়া ফুলদামে॥
মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,
হেন বুঝি কুমুদের সখা।
শীতল তরুর ছায়, রহিয়া রহিয়া যায়,
যমুনা কিনারে দিতে দেখা॥
নাগর যে ছিল তথি, হেরিয়া ব্রজ-যুবতী,
দানছলে আগুলিল আসি।
শ্রীগোবিন্দ কয়, গোবিন্দ মুখ নিরখয়,
যেমন চকোরে মিলে শশী॥

গীত।

ওগো নগরের নাগরী,
কে যাবি মথুরাপুরী করিতে ফেরি,
দিয়ে যা ত্বরা করি আমার রাজার দান .
আমি এসেছি দান নিতে, মথুরা হ'তে ইদানীতে,
এ দানীতে এ রাজধানীতে,
এ দানের হয় না আদান প্রদান॥
পীতধটী পিন্ধি, মাথে চূড়া বান্ধি,
দান সাধি কদম্বতলে, আহিরী যুবতী,
যত রসবতী দানে পদতলে দান।
রসরসে গোপবালা সঙ্গে রসরঙ্গে করি দান॥

গীত।

গোয়ালিনী সই, শুনে যাও কই মনের কথা।
পসরা না দেখিয়ে যাবে বল কোথা,
আগে বুঝি নিব দান, পাছে অন্য কথা ॥
যত গায়ের অলঙ্কার, বেশভূষা চমৎকার,
ওই সব দান নিব তোমার, শোন আসল কথা,
লিখে পড়ে দান নিব, পাও পাবে মনে ব্যথা ॥
নিতি কর যাওয়া আসা, জান না হেথা দানীর বাসা,
বেড়েছে বুকে বড় আশা, কত ঢঙ্গে কহ কথা,
মনে নাহি ভয় বাস, রাজার দানী দেখে হাস,
গরবে যাও নাহি ত্রাস, নাড়িয়ে ভু বাহুলতা ॥
কার গরবে গরবিনী, বুঝে নিব গোয়ালিনী,
ভূষণ যৌবন ধনই দানে দিবার কথা,
অরাজক হ'ল দেশে, বাটোয়ারী হবে শেষে,
দানে দেশের ধন নিঃশেষে দাস গোবিন্দের কথা ॥

গীত।

নূতন আমদানী দানী পথের মাঝে মাগে দান।
জানি না বুঝি না সখি দানীরে কি দিব দান ॥
দান লইতে হইয়ে দানী, কদমতলাতে আমদানী,
নূতন দানী দেখি ইদানী, কে করিবে দান প্রদান।
হাতে ছড়ি দাঁড়ায়ে পথে, রঙ্গ করে রমণীর সাথে,
দাস গোবিন্দ মাথা পেতে, করে এ দেহ সম্প্রদান ॥

গীত।

পথ ছাড় ওহে দানী, একি কর রঙ্গ।
পথের মাঝে না পরশ' পর নারীর অঙ্গ ॥
যার বাতাস নিতে নার, তার হাত ধরিতে পার,
দানী হয়ে এত বাড় পরনারী সঙ্গ।
যদি ব্রজেতে থাকিতে চাও, যমুনার জল খাও,
দানী হয়ে দান না চাও, না ছোঁও রাধার অঙ্গ ॥

গীত।

রাই মুখ হেরি বড়াই কয়।
এত কি আমার প্রাণেতে সয় ॥
রাখাল হইয়ে ছুইতে চায়।
আর কি করিব নাহি উপায় ॥
এত বলি রাই ধাইয়া চলে।
লুকাতে নিকুঞ্জে দানীরে ছ'লে ॥
দানী অবসর বুঝিয়া কাজে।
লুকায় যাইয়া কুঞ্জের মাঝে ॥
রাই কানু তথা দর্শন পাই।
রহে দোঁহে দুঁহু বদন চাই ॥
প্রতি অঙ্গে দানী লৈল দান।
রতি রতিপতি মূরতিমান্ ॥
যা ছিল মানসে পূরিল আশ।
আনন্দে মগন গোবিন্দ দাস ॥

গীত।

রাই সনে কুঞ্জবনে মিলিল কানাই।
নিরজনে দুইজনে চাঁদের সুধা খাই॥
দরশনে দোঁহার নয়ন ত্রিভঙ্গ, পুলকে পুরিল দোঁহার অঙ্গ,
মিলিল মধুর যুগল অঙ্গ, শ্যামাঙ্গ গৌরাঙ্গ দোঁহে একাঙ্গ,
দাস গোবিন্দ হেরি তরঙ্গ, শমন আতঙ্ক এড়াই॥

গীত।

যাও যাও যাও হে নটবর গুণধাম।
কুঞ্জমাঝে দিনের বেলায় একি তোমার কাম॥
তোমার তরে সব গেল, মান গেল আর কুল গেল,
বাকী যেটুকু ছিল, তাও কি নিতে হয় শ্যাম।
পেয়ে যত কুলবতী, দেখালে হে ভাল রীতি,
গোপনে এমন পিরীতি, দাস গোবিন্দের প্রাণারাম॥

গীত।

বড়াই কহে শুন দানী কহি তোমারে।
মোর বলে পথ ছাড়ি দেহ গোপিকারে॥
আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়।
তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্যামরায়॥
এত শুনি বনমালী বলেন হাসিয়া।
যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া॥
তোমা সবাকারে বড় দেখিনু কাতর।
অন্যোপায় করি আমি দিব রাজকর॥

এত বলি গোপিগণে দিলেন বিদায়।
পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায়॥
বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান্।
যমুনারে বাড় বলি হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
যমুনার কূলে গোপী উত্তরিল গিয়া।
দেখিল বহিছে নদী দুকূল হানিয়া॥
কেমনে হইব পার করেন বিচার।
হেনকালে নৌকা লৈয়া আইল কর্ণধার॥
দেখিতে সুন্দর নৌকা সৃজিল কানাই।
হীরা নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞি ঠাঞি॥

গীত।

তরী নিয়ে তীরে এসে দাঁড়াও গো কর্ণধার।
আমরা কুলবালা, থাকৃতে বেলা, হ'তে হবে নদী পার॥
হয়েছে অনেক বেলা, বয়ে গেল হাটের বেলা,
মথুরায় যাব অবলা, নিয়ে দধি-দুগ্ধের ভার।
তরী নিয়ে এস মাঝি, কেন আছ মাঝামাঝি,
পার হবে বড়াই মা-জী তাইত ডাকি বার বার॥
সামান্য যমুনা নদী, পার নাহি কর যদি,
ভয়াল সে ভবনদী গোবিন্দে কে করিবে পার॥

গীত।

ইদানী আমি দানী এ দানী-ঘাটেতে।
দান দিয়ে তবে ধনি হবে লো যেতে॥

করিবারে পারাপার, আছি আমি কর্ণধার,
নিয়ে যাব ঝিঁকে মেরে সুখে পরপারেতে।
দেখে ওই জীর্ণ তরী, ভয় কেন কর সুন্দরী,
তুফানে কি ডরি আমি, দেখ স্মরি মনেতে॥
দিলে দান হাতে হাতে, তবে নৌকায় পাবে যেতে,
ওগো ধনি দান দিয়ে উঠে ব'স নায়েতে।
আমি ত নই কাঁচা দানী, আগে দান দেও গো ধনি,
আছেন ওই রাই রঙ্গিনী, জানে ভাল ফাঁকি দিতে।
দাস গোবিন্দ দীন হীন, সহায় সম্বল বিহীন,
ফুরাইলে জীবনের দিন, হবে নিদানে তারিতে॥

গীত।

শুন ওগো রাই, কহিতে ডরাই,
এবার বড়াইয়ের ভাঙ্গিল বড়াই।
দান ঘাটে যে দানী, হয়েছে নূতন আমদানী,
সে দানী তোমারি দানী প্রাণ কানাই॥
বেত ছড়ি লয়ে হাতে, দাঁড়ায় আসিয়া পথে,
গোপবালা আগলে, না মানে দোহাই।
বলে দান দেহ দেহ, জীবন যৌবন দেহ,
দাস গোবিন্দের সন্দেহ, গোবিন্দ দানী হয়েছে তাই॥

গীত।

দানী হে তোমার কথা শুনে।
দুঃখে হাসি পায় লাজে বাঁচিনে॥

মাঠে যে চরাত গাই, সেই বলে দান চাই,
চাঁদেরে ধরিতে চায় গো যেমন বামনে।
চিরকাল আসি যাই, দান কভু দিই নাই,
দানের দফারফা মোরা কর্‌ব গো এক্ষণে ॥
একি কথা পরমাদ, ভেকের হয়েছে সাধ,
গুব্‌রে পোকার যেমন সাধ পদ্মের মধুপানে।
সঙ্গেতে রয়েছে প্যারী, খাটিবে না'ক কোন জারী,
ভেঙ্গে দিব জারিজুরী মোরা নারী কয়জনে ॥
যদি বাড়াবাড়ি কর, জান কংস রাজ্যেশ্বর,
যার ভয়ে লুকায়ে আছ ব্রজে গোপনে।
বিনয়ে গোবিন্দ কয়, ওহে দানী মহাশয়,
যেন হয়ো না হে নিদয় নিদানের দিনে ॥

গীত।

পার হ'তে, তরী চড়তে দানের কড়ি চাই।
কুলনারী পার করি দেয় গো নারী যা চাই ॥
মাঝিগিরি ভাল জানি, পাল তুলে দাঁড় টানি,
ঝিঁকে মেরে হালখানি ধ'রে করে নেও যাচাই।
তরীর মাঝে চড়ি যেই নারী, উনি কোন্ গোপের নারী,
চিন্‌তে নারি আমি, নারী হেরে ফিরে যাই ॥
দাও যদি পারের কড়ি, তবে তরী ছাড়তে পারি,
কর না অধিক দেরী, পাড়ি দিতে সময় চাই।
তোমরা সব গোপের বালা, খোল আগে পসরার ডালা,
ননী এনে গোবিন্দে ছলা, এমন হেলা দিতে নাই ॥

গীত।

ওহে দানী ইদানী একি কর রঙ্গ।
তুফানে ছাড়িলে তরী না দেখি জলে তরঙ্গ ॥
ব্রজের যত গোপনারী, দানীরে ভেবে আপনারি,
তরিতে রহিতে নারি, সহিতে নারি রসরঙ্গ।
ওহে মাঝি এসো না কাছে, যদি কেউ দেখে পাছে,
নারীর অরি কতই আছে, ঘটাইতে কু রঙ্গ।
দাস গোবিন্দ বলে ধনি, এ দানী নয় অন্য দানী,
শ্রীমতীর প্রেমের দানী, শ্রীগোবিন্দ অন্তরঙ্গ ॥

গীত।

মাঝ যমুনায় এনে তরী তুফানে ফেলো না গো।
হাল ধ'রে থাক কাণ্ডারী নারীর কথা ঠেলো না গো ॥
একে অবলা কুলবালা, গোপবালা আর রাজবালা,
তাদের সঙ্গে একি জ্বালা ঘটাও কালা বল না গো।
মথুরার হাটেতে যাব, দধি দুগ্ধ বিকাইব,
দাস গোবিন্দ কয় কি আর কব, এ সব কালার ছলা গো ॥

গীত।

অকস্মাৎ কেন এমন দায়।
পরের তরীতে চড়ি ঠেকেছি যে দায় ॥
বামে লয়ে রাই কিশোরী, তরীতে বসে সে কিশোরই,
খেলিল যেন বিজুরী—নবঘনের গায়।
যমুনার ওই কালো জল, রূপেতে হ'ল উজল,
চলিল তরণী সখি মৃদু মৃদু বায় ॥

সহসা উঠিল ঝড়, মনে ভয় হ'ল বড়,
অদৃশ্য তরী, কর্ণধার—হায় কি উপায়।
রাধাকৃষ্ণে না নিরখি, কেমনে বাঁচিব সখি,
শ্রীকৃষ্ণ ধন বিনে হৃদি ফেটে যায়।
দাস গোবিন্দ বলে ভেবে, কেন চিন্তা কর সবে.
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে এবে যমুনায় লুকায়॥

গীত।

শ্রীরাধা সনে কাণ্ডারী পড়িল যমুনা জলে।
রঙ্গ দেখে মনোদুঃখে ভাসি যে নয়নের জলে॥
আর যাব না সে মথুরায়, চড়িব না আর পরের নায়,
নারী পেয়ে আনাড়ী মাঝি তরণী ডোবায়,
কালো কানাই করে কেলি কিশোরী লয়ে জলে।
শ্রীকৃষ্ণের এ গোপন লীলা, বুঝিতে নারি অবলা,
ছাড় ছলা চিকণকালা এ কাল যমুনার জলে॥

গীত।

এ ভাবের আছে ভাব ভাবিনী।
বিপদ্‌ভঞ্জন কৃষ্ণ কৃপাময় তিনি॥
যার নামে যায় ভয়, তার সঙ্গে কিবা ভয়,
অভিনব লীলা কিবা দেখাল লো সজনী।
নিয়ে তরীতে রাধারে, কৃষ্ণ ছলনা করে,
যমুনার কাল জলে ডুবিল তরণী।
ধরি রাধা দুই করে, ভয়ে বেড়িল কৃষ্ণেরে,
উভয়ে একাঙ্গ সই হইল তখনি।

এ লীলা নূতন হেরি, শুন ওলো সহচরী,
খেলিছে তরঙ্গ দোঁহে কৃষ্ণ কমলিনী।
যথার্থ ভাবুক বিনা, এ ভাব বুঝিবে না,
দাসের বাসনা পেতে ঐ চরণ দুখানি॥

গীত।

রাধাকৃষ্ণ দোঁহে জলকেলি করিয়া।
যমুনার তীরে উঠে সহচরী মিলিয়া॥
ত্বরা করি শুষ্ক বসন সবে পরিয়া।
নদীতীরে বসে সবে হরষিত হৈয়া॥
কৃষ্ণ কহে দেহ রাই বেতন মোর।
তবে আমি ছাড়িব অঞ্চল তোর॥
এত বলি চুম্বয়ে রাই বয়ান।
পূরয়ে মনোরথ নাগর কান॥
পূরিল মনোরথ দোঁহে আনন্দে ভোর।
রাধা বিনোদিনী ও নন্দকিশোর॥
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল।
গোবিন্দদাস-চিত্তে আনন্দ ভেল॥

অষ্টম খণ্ড

কৃষ্ণকালী লীলা পালা।

—:০:—

বৈরবী—একতালা।

গেল গেল কুল, হাসিল গোকুল,
কালাচাঁদ মজালে গোকুল, মজালে গো কুল।
আমরা কুলের নারী, গোকুলে থাকিতে নারি,
গোকুলচাঁদের বাঁশী শুনে,—
ওগো প্রাণ সই, কারে কথা কই,
অকূল কাণ্ডারী কেন করিলে আকুল।
দিলে তার প্রতি কুল, লোকে হয় প্রতিকূল,
আছে কি আর কুল-যোগ্য নারীকুল॥

সিন্ধু—কাওয়ালী।

কিশোরি, এত অধৈর্য্য হৈও না।
দিননাথ থাকিতে দীননাথের কাছে যেও না॥
কুটিলা সে বিবাদিনী, সদা কটু বিভাষিণী,
বিনোদিনি, তাও কি জান না॥
দিবসে কি রসে রবে, দেশে দ্বেষে কত কবে,
এমন করিয়ে মনমোহনে দিও না॥

গীত।

ঐ বঁধুর মধুর বাঁশী বাজে
আর কি গো লাগে মন ছার গৃহ-কাজে ॥
সে মোহন রূপ হেরি হইনু উদাসী—
জাতি কুল মান মোর হ'রে নিল বাঁশী ;
বিরহে ব্যাকুল মন প্রাণ হ'ল উচাটন,
শুনিলে বাঁশীর গান শীতল হয় মন,
ঐ মধুর বাঁশী শুনে, কাজ কি আর কুল মানে,
অকূলে ভাসায়ে সব যাই বনবাসে ॥

গীত।

যাস্‌নে যাস্‌নে প্যারী ভঙ্গিতে ত্রিভঙ্গে।
কেন তুই ভাসাবি কুল অকূল কলঙ্ক তরঙ্গে ॥
গোকুলে যে চরায় গাভী, কি গুণে তার গুণ গা'বি,
সকলি রাগাবি রসরঙ্গে ;—
কলঙ্কিনী রাই, লাজে মরে যাই,
করিস্ রঙ্গিণি গমন কোথা সঙ্গিনীর সঙ্গে ॥

গীত।

নিরখিতে ব্রজরাজে, ত্যজে নিন্দা কুল লাজে,
গতি নিন্দি গজরাজে, চলে ব্রজবিলাসিনী।
ভাবে হয়ে ঢল ঢল, কেন আঁখি ছল ছল,
বলে সখি চল চল, যেন চঞ্চল হরিণী ॥

গীত।

প্রাণবঁধু ধৈর্য্য ধর প্রাণে।
এসহে নাথ হৃদে ধরি ধূলায় পড়ে কেনে ॥
উঠ উঠ কালশশী, আমি তোমার পদদাসী,
গৃহ ত্যজে বনে আসি, তোমা দরশনে।
উভয় অঙ্গ পরশনে, আনন্দ হবে মনে,
এসো হৃদে ধরি হৃদয়-জ্বালা নিবারণে ॥

গীত।

কি রূপ মাধুরী শ্রীবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত একাসনে ॥
মেঘে যেন সৌদামিনী, শ্যামের বামে কমলিনী,
কিবা শোভা পায় রে, যুগল পায় রে,
হেরিয়ে মধুর রূপ মন ভুলে যায় রে,
কি কুঞ্জ নিকুঞ্জ শোভা, ত্রিভুবন মনলোভা,
যেন কোটি চন্দ্র আভা উদয় চরণে।
উভয়ের মিলন দেখি, কুটিলা হইয়ে সুখী,
গৃহে গিয়া কহে সমাচার জটিলা সন্নিধানে ॥

গীত।

মা গো তোর বউ বড় সতী।
তাইত বনে কালার সনে থাকে দিবারাতি ॥
মন কি বসে গৃহবাসে, সার করেছে পীতবাসে,
কালরূপ সে ভালবাসে চায় না সোণার পতি।

আর কি বৌ তোর ঘরে থাকে, পড়েছে প্রণয়-বিপাকে,
থাকে থাকে ঘুরায় পাকে শ্যাম পিরীতের রীতি ॥
রাধার চরিত্র হেরে, আগে বলেছিনু তোরে,
দেখবি একদিন বউয়ের তরে ঘটিবে অখ্যাতি।
আয়ান দাদা এলে ঘরে, সকল কথা বল্‌বি তারে,
দাস গোবিন্দ ছাড়িস না রে কৃষ্ণপদে মতি ॥

গীত।

লাজের কথা কি কহিব আয়ান তোরে।
কাল অবধি বৌকে আমি দেখতে পাই না ঘরে ॥
খুজে এল দাসীগণে, পায় না দেখা কোনখানে,
বল্‌বে কি রে লোকে শুনে, তাই ভাবি অন্তরে।
একে নবীনা যুবতী, ঘুরে বেড়ায় দিবারাতি,
কুলেতে হবে অখ্যাতি প্রকাশ হ'লে পরে ॥
শুধাইলে বলে মোরে, পূজি আমি অভয়ারে,
জান্‌ব আমি কি প্রকারে কিবা সাধন করে।
তোর যদি রে থাকৃত শাসন, তবে কি বুক বাড়ে এমন,
দাস গোবিন্দ কর সাধন প্রভু ভক্তিভরে ॥

গীত।

ওগো দাদা, তোমার রাধা কলঙ্কিনী হ'য়েছে।
মানে না বাধা যায় গো সদা বনে কালার কাছে ॥
বাজে যেমন কালার বাঁশী, কালামুখী রাই উদাসী,
কক্ষে লয়ে কলসী ওই কদমতলে চলেছে ॥

গীত।

বিলম্ব আর কেনে।
ত্বরা করি চল্ কুটিলা যাব নিধুবনে ॥
শুনিয়া রাধার রঙ্গ, ক্রোধানলে জ্বলে অঙ্গ,
করিব তার লীলা সাঙ্গ আছে আমার মনে।
রাধা আছে শ্যামের সাথে, পারিস্ যদি দেখাইতে,
তখনি এই অসিঘাতে বধিব দুজনে ॥
সমূলে বিনাশ হবে, সকল জ্বালা দূরে যাবে,
সংসারে সুযশ রবে এ কার্য্য সাধনে।
রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন, বহু ভাগ্যে হয় দরশন,
দাস গোবিন্দ কর সাধন হেরিবে নিদানে ॥

গীত।

ধর হে ধর শ্রীধর পূজা উপহার।
ননদী সনে স্বামী আসে, কর এ দায় উদ্ধার ॥
স্বামী যদি দেখে তোমায়, এখনি বধিবে আমায়,
রাখ পায় হে শ্যামরায়, ডুবায়ো না কলঙ্কে আর ॥

গীত।

কেন ধনি বিষাদিনী ধৈর্য্য ধর রাই।
কৃষ্ণকালী হয়ে তোমার কলঙ্ক ঘুচাই ॥
আয়ান আসিছে রোষে, হেরিতে তোমার দোষে,
কালীরূপ হেরিলে শেষে বুঝিবে তোমার দোষ নাই ॥
তোমার তরে এ বনমালী, ছিল কৃষ্ণ হ'ল কালী,
নিধুবনে কৃষ্ণকালী চল্‌রে মন দেখতে যাই ॥

গীত।

কৃষ্ণকালী হলেন নিধুবনে।
বিপিন হইল আলো রূপের কিরণে॥
চতুর্ভুজা এলোকেশী, দিগম্বরী করে অসি,
লোলজিহ্বা অট্টহাসি করাল বদনে।
শিরেতে কিরীটি শোভা, প্রভাকর জিনি প্রভা,
মুণ্ডমালা গলে কিবা দুলিছে সঘনে॥
নানা জাতি বনফুলে, রক্তজবা বিল্বদলে,
পূজে রাধা কুতূহলে অভয়ার চরণে॥
আয়ান আসিয়া দেখে, রাধা পূজে কালিকাকে,
অঙ্গ পূর্ণ হয় পুলকে লোটায় ধরাসনে।
কষ্ণকালীর চরণ-কমল, দাস গোবিন্দ সাধ কেবল,
দুরন্ত কৃতান্ত কবল এড়াতে নিদানে॥

গীত।

শুধাই গো কুটিলে তোরে।
কি কথা কহিলি ঘরে॥
বৃষভানুবালা কালার সনে, দিবানিশি ভ্রমণ করিছে বনে,
পরিচয় দিলি মোরে।
দেখাব বলিয়ে এলি ধেয়ে, সঙ্গে লয়ে পরিবারে॥
কালা নয় কালিকা হেরি, অসি-করা নয় বংশীধারী,
দিগম্বরী বিরাজ করে।
শ্রীরাধার গুণে হেরিনু নয়নে ভয়হরা অভয়ারে॥

দাস গোবিন্দ তোমারে বলি, অঙ্গে মাখ কালীর চরণ-ধূলি,
ত্রিতাপ জালা যাবে হরে।
ভজ কৃষ্ণকালী, কালের মুখে কালী, দিয়ে যাবে ভবপারে ॥

গীত।

পরের কথা শুনে।
বউকে আমি দুশ্চারিণী ভেবেছিলাম মনে ॥
বউ যে আমার তপস্বিনী জান্‌লাম এত দিনে।
কত মন্দ বলেছি রে তত্ত্ব নাহি জেনে ॥
জনম সফল হ'ল তোমার রাধার গুণে ॥
প্রত্যক্ষ মা জগদম্বা হেরিনু নয়নে।
পাড়ার পোড়ামুখী সকল নিন্দে অকারণে।
আমার বউয়ের গুণাগুণ সব দেখুক এসে বনে ॥
রাধার তুল্য সুপবিত্রা কে আছে ভুবনে।
আজ অবধি রাইকে সদা রাখিবি সম্মানে ॥
ইষ্টসিদ্ধি জন্য বধূ বসে আছে ধ্যানে।
যোগভঙ্গ হয় রে পাছে থাকিলে এখানে ॥
এখন রাধা থাকুক হেথা আমরা যাই ভবনে।
বর লয়ে বউ যাবে ঘরে গোবিন্দ দাস ভণে ॥

নবম খণ্ড

মুক্তালতা পালা।

গীত।

মায়াময় হে, তোমার মায়ায় মোহিত ভুবন।
মায়াবলে বৃন্দাবনে হ'ল এখন মুক্তাবন॥
তোমার মায়া বোঝে ক'জন, যে না বোঝে সেই অভাজন,
তোমার কিসে কখন প্রয়োজন জান তুমি মদনমোহন।
এক মুক্তা দিল না প্যারী, এখন মুক্তা গাছে সারি সারি,
দাস গোবিন্দ নয়ন ভরি দেখ মুক্তালতার বন॥

গীত।

ওগো কালাচাঁদ, শোন বলি বিবরণ।
কত মুক্তা কত স্থানে করেছি গো সমর্পণ॥
মুক্তার মালা দিলেম গলে, শিঙেতে মুকুতা ঝোলে,
পৃষ্ঠে পদে লাঙ্গুলে দিয়েছি মুক্তার আভরণ।
লোমকূপে মুক্তার হালি, নাসাকর্ণে মুক্তাবলী,
নাচে ধেনু পুচ্ছ তুলি করি অঙ্গে মুক্তা ধারণ॥

গীত।

আয়রে কানাই তোরে সাজাই, মোহন মুক্তার সাজে।
তোরে সব সাজে সমান সাজে, দেখি মুক্তার সাজে কেমন সাজে ॥
যে আছে যত সাজে, সবাই সাজে তোর সাজে,
তোর সাজে এ সংসার সাজে চন্দ্র সূর্য্য তারা সাজে।
রাখাল সাজে মুক্তার সাজে, গোবিন্দের মুখচাঁদ সাজে,
দাস গোবিন্দ শেষের সাজে পায় না যেন শমন-সাজে ॥

গীত।

বেলা যায় সূয্যি মামা অস্তাচলে যায় চলি।
আয় না ভাই সবাই মিলে মুক্তালতার খেলা খেলি ॥
হরি ব'লে আয় নাচি গাই, হরি হেরে জীবন জুড়াই,
কানাই বলাই এরা দুভাই ভাবাবেশে গলাগলি।
ধেই ধেই ধেই নাচব সুখে, যাব ব্রজের অভিমুখে,
দাস গোবিন্দ লীলা দেখে দিচ্ছে সুখে করতালি ॥

গীত।

কালাচাঁদ যদি দিবে আমায় মুক্ত।
তবে হ'তে দাও আমায় তোমার মায়ামুক্ত ॥
তুমি যারে দেও গো মুক্ত, সেই দেখে সুখের মুখ ত,
ভব কারাগারে মুক্ত না হ'লে নয় ভয়মুক্ত।
মুক্তাবনে কত মুক্ত, ও যে বদ্ধ, নয় ত মুক্ত,
হয়েছে যে সত্য-মুক্ত সেই ত যোগী জীবন্মুক্ত ॥
দাস গোবিন্দ মোহযুক্ত, কর তারে মোহমুক্ত,
শ্রীগোবিন্দের দয়া মুক্ত শমন ত্রাসে মুক্ত ॥

গীত।

শ্রীমতী করেছে আমার বড় অপমান।
মুক্ত চেয়েছিলাম ব'লে হলেম বড় অসম্মান॥
বলেছে সে সাহঙ্কারে, রাখালে কে সমাদরে,
মুক্তার কদর বুঝে না যে তারে না দিব মুক্তাদান।
বাঁশী বাজায় কুল মজায়, ননী চুরি করে যে খায়,
রাজকন্যার সে মুক্তা চায়, নাইক কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান॥
মুক্তার যার এত মান, দেখুক সে কার বেশী মান,
গোবিন্দ দাস চায় না সে মান, হ'লে গোবিন্দে ভক্তিমান্।

গীত।

ওরে সুবল, শোন্‌রে বোল্, কই তোর গোচর।
মুক্তার লোভে আস্‌তে পারে মুক্তাবনে চোর॥
জগতে রয় যত চোর, থাকে তাদের গুপ্তচর,
চোরের গোচর করে তারা যত অগোচর—
সন্ধান দেয় গুপ্তচোর, চুরি করে পাকা চোর।
কেউ সিধেল চোর, কেউ নিদেল চোর,
কেউ বসন চোর, কেউ ভূষণ চোর বিষয় চোর,
লোভী যে সেই ত চোর, জানে এই চরাচর,
বদ্ধ জীব লোভে অন্ধ অভাবে স্বভাব চোর॥
আছে জুয়াচোর, গরুচোর আর জরুচোর,
জমীজমা চোর, পুরুষ চোর আর স্ত্রী চোর,
শ্রীগোবিন্দ ননীচোর দাস গোবিন্দের মনোচোর।

গীত।

ওগো রাই দেখেছি স্বচক্ষে সে বন।
লক্ষ লক্ষ মুক্তা শোভা দেখাব প্রত্যক্ষে এখন ॥
দেখেছি গো কত বন, বিল্ববন কুঞ্জবন,
তালবন তমালবন, তুলসী কদম্বের বন,
সবার সেরা মুক্তাবন ব্রজে নাই এমন বন।
গাছের মুক্তা কানুর জীবন, আলো করে বৃন্দাবন,
সুবাস তার বিলায় পবন, বন, উপবন, ভবন,—
দাস গোবিন্দের সফল জীবন হেরি গোবিন্দের মুক্তাবন ॥

গীত।

এখন কাঁদিলে রাধে কি হবে উপায়।
কাঁদালে অক্রূপায়, ধরালে আপন পায়,
কাঁদালে কাঁদিতে হবে হয়ে নিরুপায় ॥
ভাবিলে মুকুতা অমূল্য, কৃষ্ণধনের নাইক মূল্য,
মুক্তা তার নয় অমূল্য, কৃষ্ণ যারে রাখেন পায়।
এখন ভাবা নিরুপায়, ভাব কিসে হয় সদুপায়,
নিদানে গোবিন্দ-পায় দাস গোবিন্দ যেন স্থান পায় ॥

গীত।

ওই দেখা যায় মুক্তাবন নয় বেশী দূরে।
কদমতলার ধারে রাধে ওই যে অদূরে ॥
ওই দেখ গো মুক্তালতা, সোণালী রঙ্গের পাতা,
মুক্তালতা বিশ্বপাতা সৃজিলেন এ ব্রজপুরে ॥

থলো থলো মুক্তাফলে, আলোতে বন উজলে,

দাস গোবিন্দ হেসে বলে, মুক্তাবন অনতিদূরে।

গীত।

ওগো রাই কি ছাই তোমার মুক্তাফল।

যার নামে যায় কর্ম্মফল, যার ইচ্ছায় সুফল কুফল,

তারে ফল না দিলে সকল ফল হয় গো বিফল॥

যার কৃপায় মিলে মোক্ষফল, যার পায়, পায় চতুর্ব্বর্গ ফল,

দাস গোবিন্দের কপালের ফল কর্ম্মের উচিত প্রতিফল॥

গীত।

ওরে নিঠুর কালিয়া—

বিচ্ছেদে দুঃখ দিলি রে ও নিঠুর কালিয়া॥

অবলা রমণী আমি নাহি জানি ছলা।

মুক্তা না দিয়ে শেষে হারাব কি কালা॥

রে নিঠুর কালিয়া।

অপমান করেছি মানে, মনে ভেবেছ দুঃখ।

সেই দুঃখে পাশরিলে শ্রীমতীর মুখ॥

রে নিঠুর কালিয়া।

তোমা বিনু ওহে কানু কিছু নাহি জানি।

তোমার দাসী বলে আমি মনে গরব মানি॥

রে নিঠুর কালিয়া।

তোমারে না দিয়ে মুক্তা করেছি কুকর্ম্ম।

এখন কানু বিনে শ্রীরাধার কে রক্ষিবে ধর্ম্ম॥

রে নিঠুর কালিয়া।

এমনে কেমনে স'ব বিরহ কালার।
দরশন বিনে শেষ হবে না জ্বালার॥
রে নিঠুর কালিয়া।
বঁধু বিনে কাঁদে প্রাণ খেতে রুচি নাই।
আমার সকল অরুচির রুচি তুমি হে কানাই॥
রে নিঠুর কালিয়া।
মুক্তাবন দেখে তোমার হয়েছি হতাশ।
ভয়েতে অভয় যাচে এ গোবিন্দ দাস॥
রে নিঠুর কালিয়া।

গীত।

কেউ নাই হেথা, মুক্তা চুরি কর এখন।
সময় বহিয়া যায় এ মাহেন্দ্রক্ষণ॥
প্যারী যদি ধরিবে হরি, লও মুক্তালতার মূল হরি,
বন পরিহরি স্মরি শ্রীহরি চল গো ভবন।
ধর্‌তে এসে মুক্তাচোর, চোরের রাজা গোবিন্দ চোর,
হাজির হবে চোরের গোচর দাস গোবিন্দের এই নিরূপণ॥

গীত।

চল কিশোরী, ত্বরা করি প্রবেশ করি মুক্তাবনে।
নাইক কিশোর এই অবসর, হও আগুসর ধীর গমনে॥
শোন ধনি আমার বচন, ছাড় গত অনুশোচন,
বিরহ-ভয় হবে মোচন প্রাণকৃষ্ণের মিলনে।
মুক্তাগাছের ফল তুলি, যেতে হবে গৃহে চলি,
আস্‌বে তখন বনমালী করতে চোরের অন্বেষণ;—

এ দাস গোবিন্দ বলে, গোবিন্দে মেলাও এই ছলে,
গোবিন্দে গোপনে পেলে গোপিকার সফল জীবন ॥

গীত।

ও রাই পালিয়ে যাওয়া মানে মানে।
নারী হয়ে চুরি কর্ম্ম, নৈলে ছাই পড়বে মানে ॥
যে তোমায় সেধেছে মানে, মুক্তায় তায় রাখনি মনে,
মান-ধনের অসম্মানে পড়েছ এখন অসম্মানে।
তোমায় প্যারী কেবা মানে, হরি মানে তাই সবাই মানে,
দাস গোবিন্দ মানে মানে শ্রীগোবিন্দে সহমানে ॥

গীত।

ভেবো না ভেবো না ওগো শ্রীমতী।
স্থির কর আকুল মতি হবে না ছাড়া শ্রীপতি ॥
দেও হরির প্রতি মতি, হও হরিভক্তি মতি,
তুচ্ছ ভাব মুক্তা মতি—লও কৃষ্ণ সেবার মতি।
যাহারে দিয়েছ মতি, যে নিয়েছে তোমার মতি,
পায় না ব'লে মুক্তা মতি, বিরূপ সে গোবিন্দের মতি।
দাস গোবিন্দের মনে কুমতি, তাই হয় না গোবিন্দে মতি,
লুব্ধ অসার বিষয়ে মতি শমন-ত্রাসে ত্রাসিত মতি ॥

গীত।

আবার কি দেখাবে হরি মানের অভিনয়।
এ মান কিছু নয়, সাধু শাস্ত্রে তা মানয় ॥
যে প্যারী করিলে মান. পায় ধরি ভাঙ্গালে মান,

তার কাছে তুচ্ছ মান প্রমাণ করে গোপ-তনয়।
যারে তুমি দিলে মান, করিলে যার কত সম্মান,
করিতে তার অপমান দাস গোবিন্দের উচিত নয়॥

গীত।

ওগো যোগমায়া, তুমি মহামায়া,
আমায় দেও তোমার মায়া;
আমি লইব তোমার মায়া, সৃজন করিব মায়া,
ধরিব অদ্ভুত মায়ার কায়া॥
মায়াপুরী করিব নির্ম্মাণ, শত দ্বার রবে বর্ত্তমান,
প্রতি দ্বারে দ্বারী রাধা বিদ্যমান,
ব্রজশিশু সবে হবে ব্রহ্মমায়া।
সখিসনে আসিলে শ্রীরাধা, রাধারূপে লাগাইব ধাঁধা,
ঘুচে যাবে ভ্রম পায়ে ধরে সাধা,
দাস গোবিন্দের মোহ মায়া॥

গীত।

ওগো বড়াই, আমার কাছে নাহক কোন পাপ।
জগতে যার যত পাপ, আমার কাছে হয় অ-পাপ॥
পুতনার মনে ছিল পাপ,
ব্রজে আসি করিল পাপ,
ঘুচাতে তার যত পাপ, করলাম তারে নিষ্পাপ;
যার মনে না রয় পাপ,
সে কি ভাবে পুণ্য-পাপ,
শ্রীগোবিন্দের কিবা পাপ, দাস গোবিন্দের পাপ অপাপ॥

গীত।

আমরা এসেছি সকলে তব সকাশে।
কিবা অপরূপ রূপ সবার দেহে প্রকাশে।
সকলের কৃষ্ণ অঙ্গ, সবাই যেন শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
বুঝতে পারি কানুর রঙ্গ, নাহি পাই সে অবকাশে।
হয়েছে পুরী স্বর্ণময়, তোমার মায়ায় কি না হয়,
দাস গোবিন্দের নয়নদ্বয়, চায় শূন্য দৃষ্টে আকাশে॥

গীত।

দেখা দাও আমার জীবন বাঁচাও,
ওহে বাঁকাসখা কালশশী।
হৃদয়-গগন হয়েছে মলিন
বিনে হৃদাকাশের পূর্ণশশী॥
না বুঝে করেছি কর্ম্ম,
শোকে এখন দহে মর্ম্ম,
দায় হ'ল এবার রাখা ধর্ম্ম,
বুঝি ভাগ্যে ঘট্‌ল কলঙ্ক মসী।
কেন এমন করেছিলাম,
কেন হতাদর করিলাম,
তুচ্ছ মুক্তা নাহি দিলাম,
হ'ল পূর্ণিমায় তাই অমানিশি।
বিনে শ্রীগোবিন্দ ধন,
বিফল জনম বিফল জীবন,
গোবিন্দ দাস চায় সেই ধন,
যে ধন বিরূপাক্ষের বক্ষবাসী॥

গীত।

বিনোদিনী গো ব্রজমাঝে দেখ কত কৃষ্ণ।
এর কোন্‌টি আসল, কোন্‌টি নকল,
কে কৃষ্ণ কে অ-কৃষ্ণ, নিকৃষ্ট কি উৎকৃষ্ট॥
থাকে যদি রাই দিব্য দৃষ্টি, যদি সানুকূল রয় ইষ্ট,
চিন্‌বে তবে তোমার কৃষ্ণ, আসুক না কোটী কৃষ্ণ।
তোমার অহং করতে নষ্ট, কেবল কৃষ্ণের এই সব সৃষ্ট,
দাস গোবিন্দ অপকৃষ্ট কি দৃষ্টে চিনিবে কৃষ্ণ॥

গীত।

ওগো সই চাও কৃষ্ণ দরশন।
মুখে বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৈ কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ,
মুক্ত করে অন্তর্দৃষ্টি কর কৃষ্ণ অন্বেষণ॥
শুধাও কিংশুক অশোকে, শান্তি পাবে কৃষ্ণ-শোকে,
তমালে কিংবা বাসকে সুধাও গো পুলকে—
কৃষ্ণের তরে মুক্ত করে রাখ, মুক্ত মতি স্বর্ণ ভূষণ।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, দানি মুক্তা একটী তারে,
ঘুচাতে সে মোহ-বিকারে, এ পুরী রচনা করে,
দাস গোবিন্দ কয় ভক্তিভরে পাত হৃদয়-সিংহাসন।
পাবে শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ ঘুচে যাবে বিরহ-শাসন॥

গীত।

বল ওগো তরুলতা, জান কি কোথা বনমালী।
না হেরি সে প্রাণ হরি, বিরহে হ'ল অঙ্গ কালী॥

নয়নের নয়ন তারা, কৃষ্ণধনে হ'য়ে হারা,
মনোকষ্টে হলেম সারা, কৃষ্ণ কোথা দেও গো বলি।
দাস গোবিন্দ হেসে কয় অতি দেমাক ভাল নয়,
দিলে জ্বালা সইতে হয়, জানা আছে চিরকালই ॥

গীত।

রাই সম্বং কর সম্বং ধর ধৈর্য্যং বিধুবদনা।
কাঁহা সে কান্ত বসতি করয়ে দানিয়ে বিরহ-বেদনা ॥
খোঁজ রাই তারে প্রতি দ্বারে,
রাধা দ্বারীর কাছে জানাও সকাতরে,
কিবা যাতনা বেদনা বিরহ অন্তরে,
দেখ পূর্ণ হয় যদি বাসনা।
রাধার প্রতি যদি হয় রাধার দয়া,
বুঝিবে তখন এ সব কার মায়া,
দাস গোবিন্দ যখন ছাড়বে নর-কায়া,
তখন ঘুচে যাবে মায়ার কামনা ॥

গীত।

ব্রজপুরে বলে তা'র ব্রজেশ্বরী রাধা।
যে রাধার তরে বাধাহারী শিরে বয় গো বাধা ॥
সদা কৃষ্ণ আরাধনা ধ্যান জ্ঞান সাধনা,
কৃষ্ণ বিনে এ উন্মাদনা, সে যে কৃষ্ণের আধা।
বৃষভানু-সুতা রাধা, কৃষ্ণের বাঁশী তাতে সাধা,
গোবিন্দ দাস জন্মে আঁধা, তাই রাধারূপ চিন্‌তে বাধা ॥

গীত।

কৃষ্ণ-বিরহিনী মোরা, যাব কৃষ্ণ দরশনে।
দ্বার ছাড় যাই গো ত্বরা, হেরিতে পীতবসনে॥
মনোহর এই পুরী, হরির নির্ম্মিত পুরী,
বাহিরে হরি প্রহরী, ভিতরেতে দ্বারী প্যারী,
দয়া করি দাও দ্বার ছাড়ি,
যাই সবে এক বসনে।
রাধা তুমি আপনি নারী,
নারীর ব্যথা বোঝে নারী,
আমি নারী চির আনাড়ী,
দেখ্তে নারি ধর্তে নাড়ী,
বল উপায় দ্বারী নারী, এখন কিবা উপায় করি,
বাঁচাও নারী হরির বিরহ-শাসনে॥

গীত।

পুরী মাঝে আছে হরি কমলা সনে।
কমলাকান্ত যুগলে শান্ত যুগল কমল আসনে॥
শত দ্বারে আছে দৌবারিকা রাধা,
প্রতি দ্বারে রাধা পাবে তুমি বাধা,
কাটাইতে বাধা না ভাবিও দ্বিধা,
হেরিবে যদি সে পীতবসনে।
দাস গোবিন্দের যতেক বাধা,
সদয় হয়ে দূর করগো শ্রীরাধা,
অন্তিমে যেন না বাধে বাধা, স্থান পেতে ঐ শ্রীচরণে॥

গীত।

মরি মরি কিবা শোভা মনোহর রে।
কৃষ্ণ বামে কমলিনী মুনি-মনোহর রে॥
মুক্তাবনে মুক্তাসাজে মুক্তিদাতা মুরারী,
মোহন মধুর বেশে মোহিত মুরলীধারী,
বামে সুচারুঠামে বিরাজে রাই কিশোরী,
হেরি হরি হরি বল সবে ত্রিতাপ জ্বালা হর রে।
ভবের মায়ামুগ্ধ জীবে করেন যিনি মুক্ত,
মুক্তমনে সেই হরি আজি জীবন্মুক্ত,
মুক্তি দিয়ে অমুক্ত জীবে করিতে বিমুক্ত,
মন্দভাগ্য দাস গোবিন্দ শমনভয় তার হর রে॥

দশম খণ্ড

—০:::×§§×:::০—

নিমাই সন্ন্যাস পালা

—০:::—

গীত

হৃদয় নদীয়া-পুরে, এস হে মনোমন্দিরে,
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীচৈতন্য নটবর।
আপনি সদয় হ'য়ে, নিজগুণ প্রকাশিয়ে,
পুণ্যময় কর পাপীর কলেবর॥
ভীষণ কলিযুগে ভীষণ ভব-ভয়,
ভীষণ নিদান দিনে ভীষণ যম-ভয়,
ভীষণ যমদূতের ভীষণ তাড়না-ভয়,
তার' অভয়-দাতা হে ভয়ত্রাতা,
দিয়ে অদিনে এ দীনে অভয় বর।
কলুষ কলুষিত ঘোর এ কলিকাল,
কালে কালে কালগত, এ নিদান কাল আগত,
এ কাল সে কাল গেল যে সব কাল
ধর্‌বে এসে শেষে কেশে কাল—
পেয়ে সেই ত্রাস, সতত হতেছি হতাশ,
শ্রীগোবিন্দ দাস ভ্রমান্ধ বর্ব্বর॥

গীত।

নিমাই চাঁদ হে আমি জানি না নিজের নাম।
কোথায় জন্মেছি, তাও ত জানি না
আরো জানি না বাপের নাম।
যখন জন্মেছি তখন ছিল না ক' জ্ঞান,
জগৎ যখন চিনিলাম তখন ছিলাম হতজ্ঞান,
সংসারেতে আগা সেই, গাই গোবিন্দের নাম গান,
সকল নাম হারিয়ে এখন হয়েছি নিঃনাম।
মোহন্ত নামে দিই পরিচয় জানি মোহন্ত নাম,
মোহন্ত বলে নামে মোহ-অন্তের নাইক নাম,
মোহন্তের কাছে সার নাম শ্রীগোবিন্দের নাম,
সংকীর্ত্তনে নেচে নেচে যেন গাই গো হরিনাম॥

গীত।

জয় বিজয় যাঁহার দ্বারী,
এ বিজয় তাঁহারি বিজয়।
নৈলে কে পারে করিতে জয়,
যে জন করেছেন দিগ্বিজয়।
কেশবের নামে দিই জয়,
কেশবে তাই করেছি জয়,
তার দিগ্বিজয়ে কি আমার জয়,
এ জয় গোবিন্দের জয়।
এ জগতে কিছু নয় অ-জয়,
যে সর্ব্বজয় যে জয়ের জয়,

দাস গোবিন্দের ভয় শমন-জয়,
তার কাছে সব জীব পরাজয় ॥

গীত।

ওগো যদি হবে সহচর।
তবে হও তার সহ চর,
ভূচর খেচর জলচর নিশাচর,
যার করগত সহ চরাচর ॥
কে তোমায় করেছে ভূচর,
কে চরায় এই জগৎ-চর,
যে দেখালে এই চরাচর—
না হয়ে তাঁর অনুচর, কেন হবে অনুচরের অনুচর ॥

গীত।

ধরি শ্রীপায়, ঠেলো না ক' পায়,
রাখ পায় হে গৌরহরি।
যেন তোমার কৃপায়, আত্মা ত্রাণ পায়,
যেন যাতনা না পায় নরকে বিহরি ॥
ভঙ্গ কর আমার অজ্ঞান অন্ধকার,
দূর কর আমার বাসনা-বিকার,
কেড়ে নাও আমার আমিত্ব অহঙ্কার,
তুমি নিরাকারে নীরাকার, সাকারে সাকার,
আকারে আকার ওহে নরহরি।
গুরু হ'য়ে আবার ধরেছ নরাকার,

ওহে নিমাই গোঁসাই দেখাও নীরাকার,
সবাকার মনে কর একাকার,
দাস গোবিন্দে দাও পারের তরী ॥৮

গীত।

পয়সা নৈলে মিষ্টি কথায় ভুলবে না ত লোক!
মিষ্টি কথা পয়সা হ'লে, ভূলোক হ'ত স্বর্গলোক ॥
পয়সা হীন যেই লোক, কয় তারে গরীব লোক,
সে পায় না ক' পুলক, সুখের আলোক,
সে কেবল দুঃখে ভুগে ইহলোক।
পয়সা বিনে কোন লোক, দেখতে পায় না তীর্থলোক,
জনলোকের যত লোক, হোক্ সে পর বা আপন লোক,
পয়সা বিনে বৃথাই লোক।
পয়সাহীনে বিরূপ ত্রিলোক, নাই তার ইহ পরলোক,
দাস গোবিন্দের শমন-লোক, কিসে হবে সুখলোক,
যে দিন স্থির হবে চোখের পলক ॥

গীত।

ফলিবে কি ফল, কি আছে ভাগ্যফল,
যেমন কর্ম্মফল, তেমনি ফল্‌বে ফল।
তোমার শিক্ষার ফল, কভু না হবে বিফল,
সুফল কি কুফল ফলিবে যে ফল ॥
সকল ফল হবে সফল।
গাছ হ'লেই কি গো ফলে তাতে ফল,
ফল্‌বার কাল হ'লেই আপনি ফলে ফল,

গাছ পাকা ফল, পাকা গাছের ফল,
দেহ-গাছের ফল আপন কর্ম্মফল।
শিক্ষার ফলাফল, দিবে যখন ফল,
সে ফল দেখে হবে জীবন সফল।
দাস গোবিন্দের ফল, কর্ম্মফল ধর্ম্মফল,
কল্পগাছে ফলে চতুর্ব্বর্গ ফল॥

গীত।

আহা মরি মরি, কিবা যে মাধুরী,
নামের ভিতরে আছে।
শ্রবণে শ্রবণে, পুলক জীবনে,
নামে আমার মন মজে গিয়েছে॥
হা করুণাময়, কোথা হে এ সময়,
অসময় এস নাথ এস হে রসময়।
আর কিছু না চাই, আর না র'ব নিমাই,
শ্রীহরি প্রেমেতে হইব প্রেমময়।
ওহে শ্রীনন্দেন নন্দন, জগৎ বন্দন,
ছেদন কর প্রভু এ ঘোর বন্ধন।
গোবিন্দ দাসে কয়, নিদানে কালের ভয়,
কর হে নিরাময় দয়াল মধুসূদন॥

গীত

ওই শোন হে গৌরহরি,
হরি বাজায় মধুর বাঁশরী।

বাঁশীর স্বরে ডাকে ফুকারে,
কৈ রাধা প্যারী রাই কিশোরী ॥
বলে এস হে নিমাই, বৃন্দাবনে যাই,
আয় সবাই মিলে গোধন চরাই,
সকাতর মতি মাতা যশোমতী,
কাঁদিছে বিরলে নন্দ-ভবনে।
(মা ডাকে গোপাল আয় রে ব'লে)
(তুমি নিঠুর হ'য়ে কেন নিমাই)
(এস সব ফেলে বৃন্দাবনে চলে যাই)
(এ দেশে আর থাক্‌ব না ভাই)
তোমার বিহনে ব্রজবাসীগণে,
গিয়াছে সকলি পাশরি।
রাধিকা শ্রীমতী ব্যাকুলিতা মতি,
ডাকিছে কানাই আয় রে কানাই,
তোমার অন্তরে কিশোরীর তরে,
দয়া মায়া কি নাই রে নিমাই।
(সে যে কৃষ্ণগত-প্রাণ ছিল গো)
(কৃষ্ণ বিনে তার প্রাণ গেল গো)
(চল চল অতি ত্বরা ক'রে যাই)
(আয় ব্রজবাসীরা হের্‌বি নিমাই)
গোকুলনিবাসী কাঁদিতেছে ত্রাসে,
আর কি কানাই আসিবে না দেশে,
নাহি কহে ভাষে শ্রীগোবিন্দ দাসে,
দিবানিশি শমন-ত্রাসে শিহরি ॥

গীত।

ইনি যিনি তিনি তিনি গড়েছেন এই ধরায়।
স্বয়ং হরি গৌরহরি অবতীর্ণ এই নদীয়ায়॥
নিজের নামে নিজে মত্ত,
কভু মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত কভু উন্মত্ত,
নামেই মূর্চ্ছা নামেই মুক্ত,
মুক্ত পুরুষ মূর্চ্ছা কি যায়।
হরিনাম বিলাতে নরে,
গৌরহরি দয়া ক'রে,
আচণ্ডালে প্রেম বিতরে,
কেবল গোবিন্দ দাস না পায় কৃপায়॥

গীত।

নবীন নীরদ শ্যামল সুখদ সুন্দর পুরুষ সুঠাম।
তেজোরাশি গায়, হরিগুণ গায়, নয়ন মানস অভিরাম॥
হেরি দিব্যরূপ যেন বিশ্বরূপ,
অরূপ স্বরূপ চেনা দায়।
রূপের মাঝারে নামের সাগরে,
কি ভাবে যেন সে ভাবায়॥
বলে শুন হে নিমাই, তুমি আমি ভেদ নাই,
এসে করিগে ব্রজে বাস।
দেহি শ্রীগোবিন্দ দেহি পদারবিন্দ
কহয়ে গোবিন্দ দাস॥

গীত।

কি জানি কেবা যেন ভুলাইল মন।
সেই বুঝি চিকণকালা মদন-মোহন॥
বৃন্দাবনে যেতে ডাকে, বেণু রবে ধেনু হাঁকে,
অঙ্গ গড়া তিনটী বাঁকে সে বংশীবদন।
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী, চাই না হ'তে গৃহবাসী,
হব গো তাই ব্রজবাসী, পাব শ্রীগোবিন্দ ধন॥

গীত।

ভাব দেখে হতেছে মনে।
তুমি নও সামান্য, অসামান্য গণ্যমান্য ত্রিভুবনে॥
তোমার ভাব হেরে নয়ন, মনে পড়ে সেই নারায়ণ,
অথবা নারায়ণ-পরায়ণ পরম ভক্ত এ ভুবনে।
হেরি তোমার এই সুলক্ষণ, মনে ভাব হয় বিলক্ষণ,
এ লক্ষণ নয় অলক্ষণ গোবিন্দ দাসের সাধনে॥

গীত।

বল গো মোহন্ত, কর গো মোহান্ত,
এই কি শ্রীমন্ত সেই নবদ্বীপ!
আমি যে অনন্ত, পাই না ধামের অন্ত,
হয়েছি অচিন্ত ঘুরি সপ্তদ্বীপ॥
পারি না চিনিতে নবদ্বীপধাম,
তাই শুধাই তোমার কাছে সে ধামের নাম,
বল বল ওহে এই কি সেই ধাম,

আছে যথায় গৌর আমার জীবন প্রদীপ।
পৃথিবীর মাঝে আছে সপ্তদ্বীপ,
নবদ্বীপ নয় সে দ্বাপের দ্বীপ,
গোবিন্দ কয় গঙ্গামায়ের দ্বীপ নবদ্বীপ নবগঙ্গার দ্বীপ।

গীত।

আজি নদীয়ায় উদয় হলেন গুণধাম নিতাই।
সাঙ্গ পাঙ্গ সঙ্গে লয়ে নাচে রে নিতাই॥
বিলাইতে হরিনাম, তরাইতে পরিণাম,
ধন্য করিতে নদীয়া ধাম, এসেছেন কানাই বলাই।
দ্বাপরের রাম-গোবিন্দ, শ্রীধামে নিমাই নিত্যানন্দ,
হেরি আনন্দে গোবিন্দ কালের মুখে দিবে ছাই॥

গীত।

রাধার প্রেমঋণ শুধিতে গৌর হয়েছি আমি নদীয়ায়।
সেই রাধারূপে রূপ মিশায়ে নাম বিলাতে মন চায়॥
রাধা ছিল অঙ্গের আধা, তাই রাধারূপ অঙ্গে সাধা,
রাধা আমার মোহের ধাধা, ভবের বাধা সদা ঘুচায়!
রাধা ঋণে ছিলাম বাঁধা, তাই নদীয়ায় পড়লাম বাঁধা,
দাস গোবিন্দের শমন-বাধা দমন হবে গৌর-কৃপায়॥

গীত।

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।
নাচে আর হরি ব'লে নয়ন জলে ভাসে॥

নাচে রে গৌরাঙ্গ আমার আঙ্গিনার মাঝে।
রাঙ্গা পায়ে সোণার নূপুর রুণু ঝুনু বাজে॥
কটিতটে কাঁচলী কি মধুর শোভা।
শিরে শোভে চূড়া বান্ধা মুনি-মনলোভা॥
দেখ রে বাপ গৌরহরি থেক' গৌরের কাছে।
রাই-প্রেমে গড়া তনু ধূলায় পড়ে পাছে॥

গীত।

আজ তোদের বরাতে আছে মার।
গৌর কি করিতে পারে দেখ্ব আজ আমার॥
দেখ্বি যত দলের লোক, এক ধার হ'তে সবায় ঠোক্,
নগরপালের নগদ ঠোক্ সহজেতে নয় যাবার।
যদি নাম না করিস্ বন্ধ, ঠুকে নাম করাব বন্ধ,
দাস গোবিন্দের নাম বন্ধ ভ্রমান্ধের পথ অন্ধকার॥

গীত।

ওরে বল্ মাধাই মধুর স্বরে।
হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে॥
জীবে যত পাপ করে, যদি একবার নাম করে,
পাপ তাপ পলায় দূরে বল্‌তে পার্‌লে প্রাণভরে।
নামের কতই যে মহিমা, কেউ তার দিতে নারে সীমা,
এই নামে শিব ব্রহ্মা আছেন যোগাসন ক'রে।
নামে নারদ সন্ন্যাসী, শুক সনক তীর্থবাসী,
দাস গোবিন্দ উপবাসী—নামামৃত নাই অধরে॥

গীত।

মারিলি কলসীর কানা
সহিতে না পারি রে।
কিন্তু তোদের দুঃখ আর
প্রাণে সহিতে নারি রে॥
আমায় মেরেছিস্ তায় ক্ষতি নাই,
একবার হরি ব'লে ডাক দেখি ভাই,
শুনে শ্রবণ জুড়াই রে।
করেছিস্ ভাই কতই পাপ,
আমার মনে তাই অনুতাপ,
ঘুচে যাবে তোদের ভবের তাপ,
একবার নাম মুখে বল্ রে।
হরিনাম বারেক গান করিলে,
ত'রে যাবি ভবপারে অবহেলে,
অজামিল গেল বৈকুণ্ঠে চ'লে,
পুত্র নারায়ণে স্মরি রে॥

(তুকা)

নিতায়ের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দে নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতায়ে কোলে নিল।
আপন বসন দিয়ে রক্ত মুছাইল॥
মাধা'য়ে সম্বোধিয়ে বলেন কাতরে।
প্রাণের ভাই নিতা'য়ে মারিলি কিসের তরে॥

নিত্যানন্দ দশা হেরি নিমাই ম্রিয়মাণ।
গোবিন্দ দাস গাহে গৌরলীলা গান॥

গীত।

আমার গৌর গুণের সাগর।
দয়ার সাগর, প্রেমের সাগর,
ভক্তি মুক্তি জীবে দিতে এসেছেন নদীয়া নগর॥
আয় পাপী তাপী কে কোথায়,
গৌর-প্রেমের তুফান ব'য়ে যায়,
যদি পাপ কাটাবি, তাপ জুড়াবি শীতল তরু-ছায়,
তবে ছুটে আয় গৌরাঙ্গের পায় নগরে নাগরী নাগর॥

গীত।

আমি অপরাধী ওহে গুণনিধি
তোমার চরণতলে।
ভ্রম বশে প্রভু আমি দুরাচার,
করেছি প্রহার তাই রক্তধার
ঝরে অঙ্গ হতে ধরাতলে॥
অজ্ঞানতা বশে করেছি অন্যায়,
জ্ঞানদাতা প্রভু ক্ষম গো আমায়,
পাপের ভয় আমার অন্তর কাঁপায়;
আতঙ্ক দুরন্ত শমন-কবলে।
পাপী উদ্ধারিতে তুমি অবতার,
চিনিতে জানিতে বাকী নাই আর,

আমি জন্মেছি এমন হীন দুরাচার,
আবদ্ধ রয়েছি ঘোর মায়াজালে।
করুণা নয়নে চাহ বারেক ফিরে,
হাত ধরে পার কর পারাবারে,
এ অধীন দাসে করগো নিস্তার,
যেন তরি ভবপারে তব কৃপাবলে।

গীত।

পালা পালা রে শমন এই দেশে গৌরাঙ্গ এল।
গৌর এল, নিতাই এল, তোর অধিকার ঘুচে গেল।
ও শমন পালা পালা রে গৌর এল নিতাই এল,
ওরে গৌর এল, নিতাই এল, গৌর নিতাই দু'ভাই এল।
ও শমন পালা পালা রে গৌর এল।
যে দেশেতে গৌর নাই সে দেশে তোর যাওয়া ভাল।
এতদিন বড়াই করি, ফিরেছিলি বাড়ী বাড়ী,
এবার ভেঙ্গে গেল জারিজুরী, তোর ওপর-শমন এল।

গীত।

হরিনাম কিবা মধুর নাম।
নাম শুনে প্রাণ জুড়াল এমনি মধুর নাম॥
নামে মহাপাপী উদ্ধারিল কিবা মধুর নাম।
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল এমন মধুর নাম॥
নামে শমন শঙ্কা দূরে গেল এমন মধুর নাম।
কামনার দাস গোবিন্দ দাস নে রে মধুর নাম॥

গীত।

আমি লব গো সন্ন্যাস।
ডোর কৌপীন প'রে, কাঁধে ঝুলি ধ'রে,
কমণ্ডলু করে পরব বহির্বাস॥
দ্বারে দ্বারে তাদের করিব গো ভিক্ষা,
আচণ্ডালে দিব হরিনাম শিক্ষা,
রাধানামে জীবের কর্ণে দিব দীক্ষা,
দীনভাবে নদেয় হইব প্রকাশ।
নিজেই করিব গৃহসুখ-বিনাশ,
ভিক্ষুকের বেশ করিব বিন্যাস,
বিলাইব প্রেম হ'য়ে গোবিন্দ দাস,
বিনাশিব জীবের শমনের ত্রাস॥

(তুক্কা)

প্রাণ গৌর হে একি শুনিনু আচম্বিত।
শুনিতে পরাণ যায়, মুখে রা না বাহিরায়,
তুমি কেন ছাড়িবে নবদ্বীপ॥
ইহা ত জানি না মোরা, সকলে মিলিনু গোরা,
অবনত মাথে আসি বসি।
নিঝরে নয়ন ঝরে, বুক বেয়ে ধারা পড়ে,
মলিন হয়েছে মুখশশী॥
গোরা না রহিলে ঘরে, মোরা র'ব কি প্রকারে,
কি সুখে নদেয় করিব বাস।

যা হবার তাই হবে, যার কার্য্য সে করিবে,
বৃথায় ভাবনা গোবিন্দ দাস ॥

গীত।

ক্ষমা কর গো ক্ষমাময়ী
দয়াময়ী জননী আমার।
এ কারণে কি কারণে
অপরাধ হবে গো তোমার ॥
আমি মা তোমার পায়,
অপরাধী আছি পায় পায়,
কর গো মা আমার উপায়,
ভাব মনে অবোধ কুমার।
পুঁথিখানি করেছি ছিন্ন,
ভাবনা কর কেন গো তার জন্য,
আমি হয়েছি আজ বড় বিপন্ন,
তাই শরণ লয়েছি তোমার।
মা হয়ে কও একি কথা,
কে মনে দেও গো ব্যথা,
মার কাছে কোন্ পুত্র কোথা,
হানি করে মা'র মহিমার ॥
সন্তান করিলে কোন দোষ,
মা ধরেন কি কভু সেই দোষ,
মা হয়েন কি তায় কভু অসন্তোষ,
দাস গোবিন্দের দোষের বেলায়।

গীত।

আমি থাক্‌ব না গো সংসারে।
আমি হয়েছি মনে অভিলাষী,
রইব না গো আর গৃহবাসী,
এবার হব মা আমি সন্ন্যাসী,
কেবল ভ্রমিব জীবের দ্বারে দ্বারে ॥
(এ ছার গৃহে আর র'ব না)
(দারুণ সংসার-জ্বালা আর স'ব না)
(আমি বিরাগী সন্ন্যাসী হ'ব)
(কলির জীবের দ্বারে দ্বারে বেড়াইব)
কাঁধে ঝুলি ধ'রে, খাব ভিক্ষা ক'রে,
আদরে অনাদরে যাব সবার দ্বারে।
(মান অভিমান রাখ্‌ব না আর)
(জাত অজাত দেখ্‌ব না আর)
(আমি সবার, সবাই আমার)
আমায় বিধি অনুকুল, অকূলে পেয়েছি কূল,
মিটেছে আমার গৃহবাসের সুখ।
(সংসারে থাকিতে পাই মনে অসুখ)
(জীবের দুঃখ দেখে ফেটে যায় বুক)
(কালের ভয়ে তারা হয়েছে মূক)
আকুল ক্রন্দনে, কাঁদে জীবগণে,
দেখা দাও দীননাথ বারেকের তরে।
(আকুলি ব্যাকুলি হ'য়ে অহরহ কাঁদে গো)

(ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হয়ে অহরহ কাঁদে গো)
(ভব-রোগের যাতনাতে অহরহ কাঁদে গো)
(দুরন্ত শমনের ভয়ে অহরহ কাঁদে গো)
ভেবেছি অন্তরে, এবার তাদেরে,
নামের তরণী দিয়ে পাঠাইব পারে।
(অকূল ভব সাগর পারাবারে)
(নিয়ে যাবার তাদের কেউ নাই রে)
(দিবানিশি ঘুরছে তারা সাগর-তীরে)
তারা তরিবে কেমনে, শুধু ভাবে মনে মনে,
শুধু কি ভ্রমিবে ভব-কারাগারে।
(তাই সন্ন্যাসী সাজিয়ে যাব বৃন্দাবন)
(উপায় খুঁজিব কাটিতে এ ভব-বন্ধন)
(দেখাব জগতে মানস-মোহন)
ভাগ্যফলে দাস গোবিন্দ, পায় যদি শ্রীগোবিন্দ,
তবে হয় না যেতে তারে শমনের দ্বারে ॥

গীত।

ও বাপ নিমাই রে—কি কথা আনিলি মুখে।
কথা নয় রে দারুণ শেল হান্‌লি মায়ের বুকে ॥
এ কি রে তোর বোল বলা, মায়ের সনে এ কি ছলা,
আমি রে বিধবা বালা, গৃহে থাকব কোন্ সুখে।
এক বই দোসর না আছে, এমন কথা কি বল্‌তে আছে,
তুই অন্ধের দর্পণ আমার কাছে, মোর সান্ত্বনা শোকে।
বড় ভাই তোর বিশ্বরূপ, ছেড়ে গেল দিয়ে দুঃখ,

তোরে দেখে ধরেছি বুক, মা ডাক শুনে তোর মুখে।
যদি ছেড়ে যাবি সম্প্রতি, পাষাণে ভাঙ্গিব ছাতি,
মরা মাকে দেখে যদি যাওয়া হয় তোর সুখে॥
বলিতে বলিতে শচীসতী, মূরছিয়া পড়ে ক্ষিতি,
দাস গোবিন্দ মূঢ়মতি, ঘুরে মোহের দুঃখে॥

গীত।

ওঠ গো জননী, কেন বিষাদিনী,
থেকো না আর অচেতনে।
বধূ অভাগিনী, জনম-দুঃখিনী,
চায় মা দেখিতে তোমায় সচেতনে॥
কি দুঃখে প'ড়ে ভূতলে, ভাসিছ মা নয়নজলে,
তোমার দশা হেরে আমার হৃদয় যায় গ'লে।
সেবা দিতে তব চরণে, দাসী ডাকে হের নয়নে,
ধরাসনে প'ড়ে কেন, চল নিজ নিকেতনে।
কি দুঃখে রয়েছ শুয়ে, বল মাগো ধরি পায়ে,
দোষ করেছি দাসী হয়ে, তোমার চরণে॥

গীত।

গৌর প্রেম সাগর মাঝে কে ডুব্‌বি আয়।
প্রেমধন বিলাতে গোরা এল নদীয়ায়॥
নাম বিলা'তে কলির জীবে গোরা বাহিরায়॥
সঙ্গে চলে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ রায়॥

জীবের দশা মলিন দেখে গোরা গৃহ ছেড়ে যায়।
প্রেমধন বিলাইতে গোরা যাচয়ে সবায়॥
হরি ব'লে বাহু তুলে নাচে আর গায়।
নামের জোরে গোবিন্দ দাস শমন-ভয় এড়ায়॥

গীত।

নিমাই সাজিল সন্ন্যাসী।
কলির জীবের তরে, ডোর কৌপীন প'রে হইবেন ব্রজবাসী॥
গৌর ভগবান, স্বয়ং মূর্ত্তিমান্, যেবা ইচ্ছা হবে তাঁর।
তাই হবে পূর্ণ, চিন্তা কিসের জন্য, সে যে প্রেমের অবতার॥
দাস গোবিন্দ বলে, সকল চিন্তা ভুলে, সার কর গোরার নাম।
নিদানে শমন, হইবে দমন, মুক্ত হবে পরিণাম॥

গীত।

প্রাণ কাঁদে হে প্রাণসখা শুনে নিদারুণ কথা।
তুমি হে সন্ন্যাসে যাবে, আমারে রাখিবে কোথা॥
তুমি যে আমার সংসারের সার,
তোমার চরণ মম আশা ভরসার,
ছেড়ে যাবে কান্ত মাতা পরিবার,
শুনি বাজে বুকে বাজের ব্যথা।
তুমি যদি নাথ হইবে উদাসী,
কি সুখে ভবনে রহিবে এ দাসী,
তোমার অদর্শনে নয়নজলে ভাসি,
রাখে তব পায়ে দাসী নিজ মাথা॥

গীত।

ওহে প্রাণনাথ হে আমি জেনেছি বিলক্ষণ।
কয়দিন হ'তে নিরবধি নিরখি হে অলক্ষণ ॥
ভান অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘনে, চক্ষু নাচে সঘনে,
চেয়ে দেখি নবঘনে রক্তবৃষ্টির লক্ষণ।
দিবসে পেঁচক ডাকে, শিবাকুল উচ্চ হাঁকে,
যখন যাই যে দিকে দেখি লাখে লাখে দুর্লক্ষণ ॥

গীত।

এত দিনে ভাঙ্গল বুঝি এ পোড়া কপাল।
স্বামী থাক্‌তে বৈধব্য ভোগ ভালের হ'ল কাল ॥
কত করেছি মহাপাপ, তাই পাই গো এ মনস্তাপ,
কে ঘুচাবে এ সন্তাপ তোমা বই কে আছে কৃপাল।
বুঝি না কিছুই আপন, করি না কথা গোপন,
সত্য না কি এ সব স্বপন বুঝতে নারি এ জঞ্জাল ॥

গীত।

বিনয় করি পায়ে ধরি ব'লো না দিতে বিদায়।
সন্ন্যাসে বিদায় দেওয়া আমার যে গো বিষম দায় ॥
আর কেবা আছে আমার, বল গো সেবা কর্‌ব কাহার,
সান্ত্বনা কে দিবে গো আর, যদি স্বামী ছেড়ে যায়।
নারীর নাই কোন সঙ্গতি, পতিই সতীর সকল গতি,
দাস গোবিন্দের মনের গতি কালের গতি রোধিতে চায় ॥

গীত।

অপূর্ব্ব গৌরাঙ্গ লীলা অতি চমৎকার।
কেহ নয় কার, মনের বিকার
নামের অধিকার সব একাকার॥
কলির পতিত কলুষিত নরে,
নাম দিয়ে প্রভু লয়ে যাবেন পারে,
মলিন দশা জীবের দেখিতে না পেরে,
ধরেছেন হরি নিমাই আকার।
নাম বিলাইতে এই জগৎ মাঝে,
নদের নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসীর সাজে,
দেখ দেখ ওগো আপন মনের মাঝে,
তিনরূপে গড়া নিমাই আকার।—
রাম-কৃষ্ণ-রাধা তিন রূপের ভাব,
গৌর ভাব নিয়ে হ'ল আবির্ভাব,
স্বভাবীর স্ব-ভাব অভাবীর অভাব,
পাপের প্রভাব হরে গৌর অবতার॥

গীত।

ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া, স্থির কর হিয়া,
দেখহ চাহিয়া আমি কে—তুমি কে।
আমি সেই শ্রীপতি, তুমি মোর শ্রীমতী,
বিষ্ণুপ্রিয়ে সতী স্বয়ং শ্রীরাধিকে॥
এ সংসার শুধু মিথ্যা মায়ার চক্র,
মায়া-চক্রে ঘোরে সতত কুচক্র,

হের মোর করে শোভে শঙ্খ চক্র,
গদা পদ্মধারী কে আমি ভূলোকে।
এই আমি তোমার স্বামী এ ধরায়,
আমার স্বামী সেই শ্রীগোবিন্দ রায়,
দাস গোবিন্দের যবে প্রাণ বাহিরায়,
দেখা দিও ত্বরায় তাহারে পলকে ॥

গীত।

ঐ দেখ্ জীবের সুখের দিন আসে।
এইবার নিমাই চাঁদ চলেন সন্ন্যাসে ॥
নীরব নিথর ঘোর বিভাবরী,
জ্বলিছে প্রদীপ মিটি মিটি করি,
ঘোর ঘুমে হেথা পালঙ্ক উপরি,
অচেতন বিষ্ণুপ্রিয়া অলস আবেশে।
গৃহ পরিহরি যান গৌরহরি,
ঘুমাও গো সতী বেদনা পাশরি,
তোমার জীবন হরি নদের নিমাই হরি,
ব'লে হরি হরি চলে গো প্রবাসে।
ত্যজি গৃহবাস ধরি বহির্বাস,
দণ্ড কমণ্ডলু লন শ্রীনিবাস,
নাম বিলাইতে পরম উল্লাস,
ঝুলি কাঁথা নিয়ে চলে মলিন বাসে
গৌরলীলা সুধা করিবারে পান,
তৃষিত ভকত সুযোগ না পান,

দাস গোবিন্দের যাবে যে দিন পরাণ,
যেন গৌর গৌর ব'লে গঙ্গাজলে ভাসে ॥

গীত।

ওই নেচে নেচে গোরা সন্ন্যাসেতে যায়।
যায় আর ভয়ে ভয়ে পাছু ফিরে চায় ॥
বহুদূর গিয়া পায় কাঞ্চন নগর।
দেখিল তথায় এক বিটপী সুন্দর ॥
সুরধনী তীরে সেই বৃক্ষ মনোহর।
তার তলে বসিলেন নিমাই সুন্দর ॥
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর।
যৌবনে যোগীর সাজ সেজেছে সুন্দর ॥
হেনকালে আসে সেথা কেশব ভারতী।
দেখিয়া তাহারে গোরা করিল প্রণতি ॥
কৃষ্ণদাস কহে গোঁসাই দেহ ভক্তিবর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥
সর্ব্বশেষে কহিল অধম গোবিন্দ দাস।
সুন্দর গৌরাঙ্গরূপ সুন্দর সন্ন্যাস ॥

গীত।

জীব তরাতে, প্রেম বিলা'তে নিমাই সন্ন্যাসে যায় গো।
এমন দয়াল জীবের দুঃখে কে আছে কোথায় গো ॥
(তোরা দেখে আয় গো)
(কে এল ঐ নবীন যোগী তোরা দেখে আয় গো)
(জীবের দয়া মলিন দেখে কে এল ঐ নবীন যোগী)

হরি ব'লে নাচে গায়, কে ঐ যোগী দেখে আয়,
পাতকী গোবিন্দ ওই সঙ্গে যেতে ধায় গো।

গীত।

যা কর হে গৌর হরি আমি তোমায় ছাড়ব না।
কার কাছে আর যাব গৌর কেউ ত আমায় লবে না॥
কত পাপী উদ্ধারিলে, কত লীলা প্রকাশিলে,
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে আমায় কি প্রেম দিবে না।
জীব তরান হ'ল নাকি, আমি যে রয়েছি বাকি,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকি করুণা কি পাব না।
গোবিন্দ দাসের মতন, পাপী নাই কেউ এমন,
পতিত-পাবন তুমি কেমন জানতে কি তা পার্‌ব না॥

শুক শারীর দ্বন্দ্ব।

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের, রাই আমাদের।
রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ॥
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল॥
নৈলে পার্‌বে কেন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারী বলে, আমার রাধার নামটী তাতে লেখা॥
ঐ যে যায় দেখা।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে॥
চূড়া তাইতে হেলে।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ যশোদার জীবন।
শারী বলে আমার রাধা জীবনের জীবন॥
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগৎ চিন্তামণি।
শারী বলে আমার রাধা প্রেম-প্রদায়িনী॥
সে তোমার কৃষ্ণে জানি।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে সত্য বটে বলে রাধার নাম॥
নৈলে মিছে সে গান।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু॥
নৈলে কে কার গুরু।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে আমার রাধা প্রেমের লহরী॥
প্রেমের ঢেউ কিশোরী।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের কদমতলায় থানা।
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগোনা॥
নৈলে যেত' জানা।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারী বলে আমার রাধার রূপে জগৎ আলো॥
নৈলে আঁধার কালো।

শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী॥
নৈলে হ'ত কাশীবাসী।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ
শারী বলে আমার রাধা স্থগিত পবন।
সে যে স্থির পবন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে আমার রাধা জীবন করে দান॥
থাকে কি আপনি প্রাণ
শুক শারী দু'জনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল।
ব'লে বৃন্দাবনে চল

সমাপ্ত।